পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 192 Wednesday, 12 June, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৯২ সংখ্যা ❋ ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, বুধবার, ১২ জুন, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

এপ্রিল থেকে বর্ধিত হারে ডিএ সরকারি কর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুনঃ ভোট মিটতেই প্রতিশ্রুতি পূরণে নেমে পড়লেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বড়দিন উপলক্ষে গত বছর ২১ ডিসেম্বর কলকাতায় একটি অনুষ্ঠান থেকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। পরে লোকসভা ভোটের প্রচারে সরকারি কর্মীদের এক মাসের অতিরিক্ত ডিএ (মহার্ঘ ভাতা) দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণা মেনে এবার বিজ্ঞপ্তি জারি করল নবান্ন। অর্থাৎ মে মাসের পরিবর্তে এপ্রিল থেকেই বর্ধিত হারে ডিএ পাবেন রাজ্যের সরকারি কর্মীরা। জুলাই মাসে বেতনের সঙ্গে ডিএ এর এই অতিরিক্ত টাকা পাবেন তাঁরা। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে সেটাই বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের ডিএ ফারাক নিয়ে আদালতের দ্বারস্থও হয়েছে কর্মচারী সংগঠন। তাঁরা বিভিন্ন সময় রাজ্যের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে সরবও হয়েছেন। তবে এই বিষয়ে আগেই রাজ্যের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, ''কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে ডিএ বাধ্যতামূলক। কিন্তু রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে তা নয়। রাজ্যে ডিএ ঐচ্ছিক।'' অর্থাৎ এ ব্যাপারে কর্মীরা রাজ্যের ওপর জোর করতে পারে না। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা ৪৬ শতাংশ ডিএ পান। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার ফলে সেই পার্থক্য কমে দাঁড়াল ৩৬ শতাংশ। নবান্ন সূত্রের খবর, ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ফলে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য সরকারের ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হবে। এতে উপকৃত হবেন রাজ্যের প্রায় ১৪ লক্ষ সরকারি কর্মী।

'প্রিয়ঙ্কা বারাণসীতে দাঁড়ালে মোদি দু-তিন লাখ ভোটে হারতেন'

নয়াদিল্লি, ১১ জুনঃ এতদিনে ধোঁয়াশা স্পষ্ট হল। তা হল প্রিয়ঙ্কা গান্ধিকে বারাণসী লোকসভা আসনে প্রার্থী হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন রাহুল গান্ধি। কিন্তু প্রিয়ঙ্কা তাতে রাজি হননি। মঙ্গলবার রাহুল গান্ধি বলেন, ''আমার বোন প্রিয়ঙ্কা গান্ধি যদি বারাণসীতে প্রার্থী হতে রাজি হয়ে যেত তাহলে দেশের প্রধানমন্ত্রী দুতিন লাখ ভোটে হেরে যেতেন।'' উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলী লোকসভা আসনে রাহুল গান্ধি এবার ৩ লক্ষ ৯০ হাজার ভোটে জিতেছেন। মঙ্গলবার ছিল ধন্যবাদ সমারোহ। সেই সমারোহে রাহুলের সঙ্গে প্রিয়ঙ্কাও উপস্থিত ছিলেন। রাহুল এদিনের মোদির উদ্দেশে কটাক্ষ করে বলেন, ''বিজেপি অযোধ্যা আসনে হেরে গেছে। রাম মন্দির নির্মাণ করার পরেও হেরে গেছে। রাম মন্দিরের উদ্বোধন সমারোহে কোনও গরিব, কোনও অনগ্রসর, কোনও দলিতকে দেখা যায়নি। মোদির বন্ধুরা ছিলেন। আদানিজি ছিলেন। আম্বানিজি ছিলেন। গোটা বলিউড ছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না।'' এখানেই থামেননি রাহুল। তিনি বলেন, ''দেশের রাষ্ট্রপতি হলেন জনজাতি সমাজের। তাঁকেও রাম মন্দিরের উদ্বোধনে ডাকা হয়নি। এর জবাব অযোধ্যার মানুষ দিয়েছে। শুধু অযোধ্যা নয়, বারাণসী থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি।'' এর পরই বোন প্রিয়ঙ্কার দিকে তাকিয়ে রাহুল বলেন, ''ও বারাণসীতে প্রার্থী হলে মোদি হেরে যেতেন।'' বারাণসী লোকসভা আসনে মোদির জয়ের মার্জিন এবার এক ধাক্কায় অনেকটা নেমে গেছে। মাত্র ১ লক্ষ ৫২ হাজার ভোটে জিতেছেন তিনি। এমনকি প্রথম দিকে দেখা যাচ্ছিল বারাণসীতে ৬১৩২ ভোটে পিছিয়ে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ভোটের গণনার দিন সকালেই তা দেখেই অনেকে আন্দাজ করতে শুরু করেছিলেন উত্তরপ্রদেশে ধরাশায়ী হতে চলেছে বিজেপি। সেটাই হয়েছে। কংগ্রেস ও সপা মিলিয়ে বিজেপির চেয়ে অনেক বেশি আসনে জিতেছে দেশের সবচেয়ে বড় রাজ্যে। বস্তুত উত্তরপ্রদেশের ভোটকে প্রভাবিত করতেই একদা গুজরাত ছেড়ে বারাণসীতে প্রার্থী হওয়া শুরু করেছিলেন মোদি। কিন্তু পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, এই ভোট দেখিয়ে দিয়েছে উত্তরপ্রদেশে মোদি ম্যাজিক আর তেমন চলছে না।

শেয়ার বাজারের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে মোদি-শাহ! তদন্ত চেয়ে সেবির দ্বারস্থ তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুনঃ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে বলে বিনিয়োগকারীদের প্রভাবিত করেছেন নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহ! প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তেমনটাই অভিযোগ তুলে বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি-র দ্বারস্থ হল তৃণমূল। সেবি-র চেয়ারপার্সন মাধবী পুরী বুচকে চিঠি পাঠিয়ে পূর্ণ তদন্তের দাবি জানিয়েছে বঙ্গের শাসকদল। এর আগে গত ৫ জুনও সেবিকে চিঠি পাঠিয়েছিল তৃণমূল। দলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলের দাবি ছিল, ভুয়ো বুথফেরত সমীক্ষার মাধ্যমে কারসাজি করে শেয়ার বাজারের সূচককে তোলা হয়েছিল কি না, তা নিয়ে তদন্ত প্রয়োজন। লোকসভা ভোট চলাকালীন অমিত শাহ ও নরেন্দ্র মোদি এনডিটিভিতে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। সেখানেই অমিত শাহ বলেছিলেন, ৪ জুনের আগে শেয়ার কিনে নেবেন, ওটা শুট আপ করবে। আবার মোদি তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ''৪ জুন ভোটের ফল প্রকাশের পর শেয়ার বাজারে এমন তেজ আসবে যে তাদের সমস্ত প্রোগ্রামিং ফেল করে যাবে।'' কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি দাবি করেছিলেন, ৫ কোটি ঘরোয়া বিনিয়োগকারীদের উস্কে দেওয়া হয়েছে এমন মন্তব্য করে। কমপক্ষে ৩০ লক্ষ কোটি টাকার শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারির হয়েছে। তৃণমূল সাংসদ সেবির দ্বারস্থ হয়ে মূলত একই অভিযোগ করেছেন। তাঁর স্পষ্ট কথা, বিজেপির বিরাট জয় নিশ্চিত দাবি করে বিনিয়োগকারীদের শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে উস্কানি দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহ। ৩ এবং ৪ জুন শেয়ার মার্কেটে এই কারণে ব্যাপক অস্থিরতা তৈরি হয়। মোদি-শাহর মন্তব্যের কারণে শেয়ার বাজারে কোনও কারচুপি করা হয়েছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা দরকার। সাকেতের সন্দেহ, শেয়ার বাজারের সূচককে কারসাজি করে তোলা হয়েছিল। প্রায় অধিকাংশ এক্সিট পোল দেখিয়েছিল এবারের লোকসভা ভোটে বড় জয় পেতে চলেছে বিজেপি। এরপরই শেয়ারের দাম হু হু করে বাড়তে থাকে। কিন্তু ফলাফলের দিন দেখা যায়, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাও পায়নি বিজেপি। ফলে বিপর্যয়ের মতো ধসে পড়ে শেয়ার বাজার।

তৃণমূলকে ভোট না দেওয়ায় আবাসনে ঢুকে অটো দৌরাত্ম্য?

ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুনঃ খবরটা এসেছিল কয়েকদিন আগে। সামনে আসে একটি ভিডিয়ো। যদিও যার সত্যতা যাচাই করেবি দুরন্ত বার্তা। ভিডিয়োতে দেখা যায় একটি আবসনের ভিতর প্রচুর অটো ঢুকে গিয়েছে। অটোগুলির গায়ে উড়ছিল তৃণমূলের পতাকা। শোনা যায়, যে আবসনের ভিডিয়ো তা আদপে উল্টোডাঙার। ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছিল বিজেপি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছিলেন, ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে আবাসনের ভিতরে অটো ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ আবাসনের যারা বাসিন্দা তারা তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। তৃণমূল এটাকেই গণতন্ত্র বলে মনে করে। এবার এই ইস্যুতে মুখ খুলতে দেখা গেল তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এদিন মানিকতলা উপনির্বাচন সংক্রান্ত বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন মমতা। সেখানেই উল্টোডাঙার আবাসনে অটো ঢোকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বলে জানা যাচ্ছে। সূত্রের খবর, বৈঠকে ওই এলাকার কাউন্সিলর শান্তিরঞ্জন কুণ্ডুকে রীতিমতো তিরস্কার করেন তিনি। কেন এই ঘটনা ঘটলো, কে সাহস দিয়েছে ওই অটোগুলিকে ওই আবাসনে ঢোকার? আমাদেরকে যে ভোট দেবে না তাঁদের পাশে গিয়ে বোঝাতে হবে, এভাবে তাণ্ডব চালালে সাধারণ মানুষ আমাদের পাশে থাকবে? এ প্রশ্ন তুলে ওই কাউন্সিলরকে রীতিমতো ভর্ৎসনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি ওই আবাসনের বাসিন্দাদের কাছে যেতে এবং তাঁদের সঙ্গে জনে জনে কথা বলতে। প্রয়োজনে ক্ষমা

চাইতে। এই ধরনের ঘটনা মুখ্যমন্ত্রী কোনওভাবেই বরদাস্ত করবেন না সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে দেন তিনি। অটো ইউনিয়ন এত সাহস পেল কোথা থেকে? যদি কাউন্সিলর নির্দেশ না দেয়? রীতিমতো প্রশ্ন তুলে ওই কাউন্সিলরকে ব্যাপক ধমক দেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সূত্রের খবর, শান্তিরঞ্জন কুন্ডু মুখ্যমন্ত্রীকে পাল্টা বোঝানোর চেষ্টা করলেও মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে বলেন, ''কী ঘটনা ঘটেছিল আমি সব জানি। আমাকে যা খুশি বোঝানো হবে আমি সেটা বুঝব এটা যেন না ভেবে নেওয়া হয়।'' এদিন প্রশাসনিক বৈঠক থেকে পুলিশের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে পষ্টাপষ্টি হুঁশিয়ারিও দিলেন তাঁদের। মুখ্যমন্ত্রীর অসন্তোষের কারণ দুটি। এক, রাতের বেলায় ওভারলোড় ট্রাক থেকে টাকা তুলছে পুলিশের একাংশ। একটা কোড ব্যবহার করা হচ্ছে। তার পর সেই টাকা চলে যাচ্ছে কাঁথিতে। ওভারলোড ট্রাক থেকে পুলিশের একাংশ যে টাকা তোলে সে ব্যাপারে সাধারণ মানুষের অনেকেরই বিস্তর অভিজ্ঞতা রয়েছে। অনেকে অভিযোগ করেন, হাত বাড়িয়ে পুলিশের একাংশকে আকছার টাকা তুলতে দেখা যায়। কিন্তু কাঁথিতে টাকা চলে যাচ্ছে যে বলে মুখ্যমন্ত্রী যে অভিযোগ করেছেন, তা এদিনের বৈঠকে যেন বোমা পড়ার মতই ছিল। কাঁথি বলতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী বোঝাতে চেয়েছেন তা অনেকের কাছেই পরিস্কার। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, মুখ্যমন্ত্রী পরিস্কার বোঝাতে চেয়েছেন যে পুলিশ ও প্রশাসনের একাংশ যে কাঁথির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, সেই খবর তাঁর কাছে রয়েছে। এটা যে তাঁর না পসন্দ সেটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে যখন ওভারলোড় ট্রাকের প্রসঙ্গ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তোলেন তখন পিন পড়লেও হয়তো শব্দ পাওয়া যেত। শুধু এ ব্যাপারেই নয়, প্রশাসনিক কর্তাদের এদিন ভালভাবে অনেক কিছু সমঝে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট কথা, অনেক অফিসারই দু'দিকে তাল দিয়ে চলছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়, স্বরাষ্ট্র দফতর এবং অর্থ দফতরের কাগজ, ফাইল নোটিং সব বেরিয়ে যাচ্ছে। কে এগুলো বের করছেন, কারা ফাঁস করছেন, সে প্রশ্নও তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নিট-এর কাউন্সেলিং বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের! জবাব তলব এনটিএ-র

নয়াদিল্লি, ১১ জুনঃ সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকার কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ জারি করল না সুপ্রিম কোর্ট। তবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় নিটের আয়োজক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির (এনটিএ) থেকে জবাব চেয়েছে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি আহসানউদ্দিন আমানুল্লার অবকাশকালীন বেঞ্চ। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত বলেছে, ''আমরা কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া বন্ধ করব না। আপনারা (মামলাকারী) যদি আরও সওয়াল করেন, তাহলে মামলা খারিজ করে দেব।'' উল্লেখ্য, গত শনিবার এনটিএ জানিয়েছিল যে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া চালু থাকবে। তারইমধ্যে সেই বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য পরবর্তী একটি দিন ধার্য করেছে শীর্ষ আদালত। আগামী ৮ জুলাই সেই মামলাটি ফের উঠবে। ২০২৪ সালের সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকার বাতিলের আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা দায়ের করা হয়।

মামলাকারীরা অভিযোগ করেন যে এবার নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য অনিয়ম হয়েছে। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানি হয় শীর্ষ আদালতের বিচারপতি নাথ এবং বিচারপতি আমানুল্লার অবকাশকালীন বেঞ্চে। একই ধরনের মামলা দায়ের করা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। আজই সেই মামলার শুনানি হওয়ার কথা আছে। সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা একটি পিটিশনে নির্দিষ্টভাবে দাবি করা হয় যে পাটনায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। আর রাজস্থানের প্রার্থীদের ভুল প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়। যদিও ইতিমধ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। সেখানেই অবশ্য বিতর্কে ইতি পড়েনি। এবার ৬৭ জন প্রথম হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষত হরিয়ানার একটি পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে ছ'জন প্রথম হওয়ায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ আরও জোরালো হয়েছে। সেইসঙ্গে গ্রেস মার্কস দেওয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। গ্রেস মার্কসের বিষয়ে এনটিএয়ের তরফে দাবি করা হয়, দেশজুড়ে ২৪ লাখ নিট প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১,৬০০ জনকে সেই গ্রেস মার্কস দেওয়া হয়। সময় নষ্টের জন্যই তাঁদের গ্রেস মার্কস দেওয়া হয় বলে দাবি করেছে এনটিএ। তাই কোনও কোনও প্রার্থী ৭১৯ নম্বর বা ৭১৮ নম্বর পেয়েছেন। আদতে ৭২০ নম্বরের পরে প্রাপ্ত নম্বর ৭১৬ নম্বর বা ৭১৫ নম্বর হতে পারে। যদিও সেই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক হওয়ায় গ্রেস নম্বর ফিরিয়ে নেওয়া হবে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (ইউপিএসসি) প্রাক্তন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। শনিবার এনটিএয়ের ডিরেক্টর জেনারেল সুবোধকুমার সিং জানান যে এক সপ্তাহের মধ্যে সেই কমিটি রিপোর্ট জমা দেবে। তারপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান এনটিএয়ের ডিরেক্টর জেনারেল।

বাংলার বিজেপির ৩ সাংসদ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, বড় দাবি তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুনঃ ফল প্রকাশের পর থেকেই রাজ্য রাজনীতির উঠোনে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল, পশ্চিমবঙ্গ থেকে জয়ী বিজেপির ১২ জন সাংসদের মধ্যে ৩ জন নাকি তৃণমূলে ফিরতে চাইছেন! তবে এসব জল্পনা নিয়ে এতদিন তৃণমূল চুপ ছিল। মঙ্গলবার তৃণমূল দাবি করল, বাংলা বিজেপির তিন সাংসদ তাদের সঙ্গে যোগাযোগে রয়েছেন। খুব শিগগিরি বিস্ময়কর কিছু ঘটবে। ক'দিন আগেও বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী দাবি করেছিলেন, লোকসভা ভোটের পর বাংলায় তৃণমূল ভাঙবে। এখন উলোটপুরাণের দাবি করছে তৃণমূল। চব্বিশের লড়াই যেন মৌসুমী বায়ুর মুখটাই ঘুরিয়ে দিয়েছে। মঙ্গলবার তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা মুখপাত্র সাকেত গোখেল টুইটে লিখেছেন, বর্তমান হিসেবে এই মুহূর্তে লোকসভায় বিজেপির সাংসদ সংখ্যা ২৪০, ইন্ডিয়া জোটের ২৩৭। পশ্চিমবঙ্গের ৩ জন বিজেপি সাংসদ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন এবং শীঘ্রই একটি চমৎকার খবর সামনে আসবে। তারপর 'কী হবে' টুইটে সেই উল্লেখও করেছেন সাকেত। তাঁর কথায়, 'তখন বিজেপি এবং ইন্ডিয়া দুজনের সদস্য সংখ্যায় হবে ২৪০!' সাকেত গোখেলের এই দাবির তাৎপর্য রয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন। এমনিতে তিনি বাংলার মাটিতে রাজনীতি করেন না। দিল্লিই তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র। তবে সাকেত অভিষেকের আস্থাভাজন বলে পরিচিত। অভিষেকই তাঁকে দলে এনেছেন। সাকেতকে রাজ্যসভার টিকিট দেওয়ার নেপথ্যেও অভিষেকের ভূমিকা ছিল। তৃতীয়বার

ক্ষমতায় বসে মোদির স্লোগান ৩.০ কে কটাক্ষ করে সাকেত আরও লিখেছেন, মোদির এই অস্থায়ী জোট বেশিদিন টিকবে না। অতীতে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সাকেত। ২০২১ সালে তৃণমূলে যোগ দেন। সাকেতের টুইট সামনে আসতেই শোরগোল তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ফল প্রকাশের পরই এনডিএ সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অতীতে দু'বার নাম কা ওয়াস্তে এনডিএ সরকার থাকলেও সেখানে শরিকদের কখনও গুরুত্ব দেওয়া হত না বলে অভিযোগ। সেখানে এবারে শরিকদের সঙ্গে নিয়ে মোদি কীভাবে সরকার চালাবেন তা নিয়ে সংশয় রয়েছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মধ্যেও। এমন আবহে খোদ বাংলায় বিজেপির ঘরে ভাঙনের ইঙ্গিত সাকেত স্পষ্ট করতেই তীব্র কৌতূহল তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন হল, কোন তিনজন বিজেপি সাংসদ তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন? এ ব্যাপারে সাকেত স্পষ্ট করে কোনও নাম উল্লেখ করেননি। তবে বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁকে নিয়ে এরই মধ্যে জলঘোলা শুরু হয়েছে। গতবার বাংলা থেকে ১৮টি আসনে জয়ী হয়েছিল বিজেপি। এবারে সেখানে ১২টি। খারাপ ফলের জন্য নাম না করে রাজ্যের একাংশ নেতৃত্বর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে তোপ দাগার পাশাপাশি সৌমিত্র দাবি করেছিলেন, তিনি তিনবারের সাংসদ, দলের যুব মোর্চার দায়িত্বও সাফল্যের সঙ্গে সামলেছেন। সৌমিত্রর কথায়, ''বিষ্ণুপুরের মানুষ এবারে আমাকে জিতিয়েছেন মন্ত্রী হওয়ার জন্য। মন্ত্রিত্ব না পেলে ভেবে দেখব।'' এও বলেছিলেন, ''তৃণমূলের জেলার নেতাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে।'' স্বভাবতই, বাংলার রাজনৈতিক হাওয়ায় ভাসছে সৌমিত্রর নাম। সঙ্গে বাকি দু'জন কারা? অপার কৌতূহল রাজনৈতিক মহলে।

বৃষ্টির এখনই আশা নেই, কেন বর্ষা আসতে দেরি হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে? কী বলছে হাওয়া অফিস?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুনঃ আগামী শুক্রবারের আগে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা আগমনের কোনও সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমি বায়ু প্রবেশ করতে পারে শুক্রবারের পরেই। তবে তার আগেই দক্ষিণবঙ্গে শুরু হবে প্রাক্-বর্ষার বৃষ্টি। ফিরবে স্বস্তি। তেমনটাই জানা গিয়েছে হাওয়া অফিস সূত্রে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢুকতে এখনও দিন কয়েক বাকি থাকলেও বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় পরিবর্তন আসতে পারে। প্রাক্-বর্ষার বৃষ্টিতে দহনজ্বালা থেকে মুক্তি পেতে পারে দক্ষিণের বেশ কয়েকটি জেলা। আবহবিদেরা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, দুই বর্ধমান, নদিয়া, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ বৃষ্টিতে ভিজতে পারে। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ এবং ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার থেকে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। পাশাপাশি, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই প্রাক্ বর্ষার বৃষ্টি শুরু হবে শুক্রবার থেকেই। রবিবার পর্যন্ত সেই বৃষ্টি চলবে। তবে হাওয়া অফিস এ-ও জানিয়েছে, প্রাক্-বর্ষা আসার আগে আপাতত তিন দিন গরম এবং অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না দক্ষিণবঙ্গের মানুষ। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম বর্ধমানে তীব্র তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। বৃহস্পতিবার এই তিন জেলায় বৃষ্টিপাতের সঙ্গে ঝড়ের সম্ভাবনাও রয়েছে। পাশাপাশি, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম এবং হুগলিতেও বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কলকাতা-সহ বাকি জেলায় গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে। আগামী ৪৮ ঘণ্টা দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই। কিন্তু কেন বর্ষা আসতে দেরি হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে? এই প্রসঙ্গে, আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান সোমনাথ দত্ত বলেন, ''এই মুহূর্তে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার অনুকূল পরিস্থিতি নেই। দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমী বায়ু কোন দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তা-ও এখন বলা যাচ্ছে না। তবে ১৪ জুনের আগে আমরা বর্ষার আগমন সম্পর্কে কিছু জানাতে পারছি না।''

ক্যাটেগরি বদলালে প্রাথমিক শিক্ষকদের ফেরত দিতে হতে পারে বিপুল বেতন!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুনঃ প্রাথমিকে কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে কাদের যোগ্যতামান 'এ' ক্যাটেগরির, তা জানতে খোদ স্কুলশিক্ষা কমিশনারের দ্বারস্থ হচ্ছেন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের (ডিপিএসসি) সচিবরা। তাঁদের মধ্যে একাংশ আবার স্কুল সাব-ইনস্পেক্টরদের নির্দেশ দিয়েছেন, প্রয়োজনে ওই প্রাথমিক শিক্ষকদের সার্ভিস বুক রিকাস্ট করতে হবে। এই রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষকরা তাঁদের চাকরির সময়কালে একটাই সুবিধা পান। সেটা হল এই সময়ের মধ্যে তাঁদের পদন্নোতি হয়। পাশাপাশি বেতন দাঁড়ায় হাইস্কুলের শিক্ষকদের স্কেলের সমান। রাজ্য সরকারের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি মেনেই ২০০৬-এর ১ জানুয়ারি বা তারপর (২০১১) প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিযুক্ত শিক্ষকদের বড় অংশই মাধ্যমিক পাশ ও এক বছরের শিক্ষকতার প্রশিক্ষণের প্রেক্ষিতে চাকরি পেয়েছিলেন। তাঁদের সেই সময়েই 'এ' ক্যাটেগরির শিক্ষক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পরে শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ হয় দু'বছরের। তাই অনেক শিক্ষকই এক বছরের ব্রিজ কোর্স করে শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ আপ-টু-ডেট করেন। এতদিন পর তাঁদের 'এ' ক্যাটেগরি হিসেবে গণ্য করা না হলে, সার্ভিস বুক রিকাস্ট করতে হবে। এতে প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষককে ন্যূনতম তিন সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ফেরত দিতে হবে। লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশ হতেই একাধিক ডিপিএসসি চেয়ারম্যান বিকাশ ভবনে চিঠি লিখে জানতে চাইছেন, এই সব প্রাথমিক শিক্ষকরা চাকরিতে যোগদানের সময়েই 'এ' ক্যাটেগরির মর্যাদা পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আবার পরে (২০১৩-১৪-য়) এক বছরের ব্রিজ কোর্সও করেছিলেন। তবে ২০১৩-

র ৪ মার্চের সরকারি নির্দেশিকাকে দেখিয়ে যে সব শিক্ষক-শিক্ষিকা পরে এক বছরের ব্রিজ কোর্স করেছেন, সে দিন থেকেই তাঁদের 'এ' ক্যাটেগরি হিসেবে গণ্য করা হবে। এই পরিস্থিতিতে বিপুল সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষককে 'এ' ক্যাটেগরি হিসেবে গণ্য না করলে, তাঁদের বেতন কাঠামোয় নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। স্কুলশিক্ষা কমিশনার অরূপ সেনগুপ্তর সঙ্গে সোমবার যোগাযোগ করা যায়নি। তবে কমিশনারেটের প্রবীণ আধিকারিকদের বক্তব্য, বিষয়টি পুরোপুরি স্কুলশিক্ষা দপ্তরের নীতিগত সিদ্ধান্ত। দপ্তরের পাশাপাশি বিভাগের আইন শাখার নির্দেশ মেনেই শিক্ষকদের ক্যাটেগরি বিভাজনের কাজ করা হচ্ছে। যদিও একাধিক ডিপিএসসি-র চেয়ারম্যানের বক্তব্য, স্কুলশিক্ষা দপ্তরের এই সিদ্ধান্তে রাজ্য সরকার সমস্যায় পড়তে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা আদালতের দ্বারস্থ হলে, তা নিয়ে জটিলতা বাড়বে। এন্টালির ইস্ট পয়েন্ট স্কুলস ফর গার্লস, প্রাইমারির প্রধান শিক্ষিকা ছন্দা ঘোষ বলেন, ''২০০৬-এর মার্চে প্রাথমিক শিক্ষকতার যোগ্যতামানের ভিত্তিতেই এ ক্যাটেগরি শিক্ষিকা হিসেবে চাকরিতে যোগ দিই। ২০১২-য় প্রধান শিক্ষিকা হই। ২০১৩-১৪-য় ডিএলএড প্রতিষ্ঠান থেকে এক বছরের ব্রিজ কোর্সও করেছিলাম। ডিপিএসসি এখন বলছে, ২০১৪-য় যেদিন ব্রিজ কোর্সের রেজাল্ট বেরিয়েছিল, সেদিন থেকে নাকি আমি এ ক্যাটেগরির টিচার! ওরা সার্ভিস বুক রিকাস্ট করবে।'' বিধানচন্দ্র জিএসএফপি স্কুলের টিচার ইনচার্জ পাপিয়া মণ্ডলের কথায়, ''২০০৬-এ আমাদের নিয়োগের সময়ে এক বছরের ট্রেনিং নিতে হতো। ২০০৯ থেকে দু'বছরের পিটিটিআই বা ডিএলএড ট্রেনিং চালু হয়। আমরা সেটা মেনে এক বছরের প্রশিক্ষণও নিয়েছি। তারপরও বলছে, ২০০৬ থেকে নাকি আমরা বাড়তি বেতন তুলেছি। আর সে জন্য নাকি সাড়ে তিন-চার লাখ টাকা ফেরত দিতে হবে!''

উত্তরপ্রদেশে রাহুল-অখিলেশের বিজয়মুকুট খসে পড়তে পারে!

কীভাবে আদালতের রায়ে ঝুলছে ভাগ্য

নয়াদিল্লি, ১১ জুনঃ উত্তরপ্রদেশে মোদি-শাহ বনাম রাহুল-অখিলেশ ডাবলস ম্যাচে বিরোধীদের অভাবনীয় সাফল্যের পরেও ইন্ডিয়া জোটের অন্তত ৬ জন নবনির্বাচিত সাংসদের ভবিষ্যৎ ঝুলে। যাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা চলছে। যে মামলার বিচারে তাঁদের ২ বছর অথবা তার বেশি কারাবাসের সাজা হতে পারে। যদি তা হয়, তাহলে এইসব এমপি লোকসভার সদস্যপদ হারাতে পারেন। যেমনটা হয়েছিল খোদ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির ক্ষেত্রে। আফজল আনসারি, গাজিপুর লোকসভা কেন্দ্র

থেকে জিতেছেন। ইনি ইতিমধ্যেই গ্যাংস্টার আইন মামলায় চার বছরের সাজাযোগ্য দোষী সাব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। গত মাসে এলাহাবাদ হাইকোর্ট তাঁর সাজার উপর স্থগিতাদেশ দেওয়ায় তিনি ভোটে লড়তে পেরেছেন। গ্রীষ্মের ছুটির পর আদালত খুললে এই মামলার ফের শুনানি হবে। যদি হাইকোর্টে নিম্ন আদালতের রায় বহাল থাকে, তাহলে আনসারি লোকসভা সদস্যপদ হারাবেন। ধর্মেন্দ্র যাদব আজমগড় কেন্দ্র থেকে জিতেছেন। তাঁর নামে চারটি ফৌজদারি মামলা চলছে। তাঁরও যদি কোনও একটি মামলায় ২ বছরের সাজা হয়, তাহলে লোকসভার চাকরিটি হারাবেন। বাবু সিং কুশওয়া জৌনপুর কেন্দ্রের এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। প্রায় ১০ বছর রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত বাবু সিংয়ের বিরুদ্ধে ২৫টি মামলা রয়েছে। তার মধ্যে ৮টিতে চার্জ গঠন করা হয়েছে। মায়াবতী জমানার এই মন্ত্রী বিভিন্ন দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত। রামভুয়াল নিশাদ সুলতানপুরে বিজেপি প্রার্থী মানেকা গান্ধিকে ধরাশায়ী করে জিতেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে চলছে ৮টি মামলা। তার মধ্যে একটি হল গ্যাংস্টার আইনে। আরও এক সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী হলেন বীরেন্দ্র সিং। ইনি প্রাক্তন মন্ত্রী মহেন্দ্রনাথ পাণ্ডেকে পরাজিত করে জিতেছেন। চান্ডৌলি লোকসভা কেন্দ্রের এই এমপির বিরুদ্ধেও রয়েছে ফৌজদারি মামলা। তাতে যদি তিনি দোষী সাব্যস্ত হল তাহলে লোকসভা থেকে বরখাস্ত অবশ্যম্ভাবী। কংগ্রেসের ইমরান মাসুদের বিরুদ্ধে ৮টি মামলা রয়েছে। সাহারানপুরের এই এমপির বিরুদ্ধে অর্থ তছরুপের অভিযোগে তদন্ত করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। দুটি মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করাও হয়ে গিয়েছে। ইন্ডিয়া জোটের এই ৬ জন ছাড়াও আজাদ সমাজ পার্টির চন্দ্রশেখর আজাদ হলেন সপ্তম জন। নাগিনা সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে জেতা আজাদের বিরুদ্ধে ৩০টির বেশি মামলা চলছে। তিনিও যদি কোনও মামলায় দোষী সাব্যস্ত হন তো তাঁর সংসদীয় জীবনের মোটামুটি ইতি ঘটে যাবে।

বাসের সন্ধান দিতে এবার পথদিশার আদলে নতুন অ্যাপ!

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ ফিরছে পথদিশা। তবে নাম বদলে। নতুন রূপে। সরকারি বাসের অবস্থান জানতে বছর ছয়েক আগে চালু হয়েছিল পথদিশা অ্যাপ। পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে চালু হওয়া অ্যাপ যাত্রীদের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয়ও হয়েছিল। স্টপেজে দাঁড়িয়ে যাত্রীরা দেখতে পেতেন কোন বাস কোথায় আছে, কতক্ষণ পর তা আসবে! ফলে তাঁদের সুবিধা হত। এমনকী বাসের অবস্থান দেখে বাড়ি থেকে বেরোতে পারতেন লোকজন। কিন্তু করোনাকালের পর এই অ্যাপ আর চালু হয়নি। আচমকাইবন্ধ হয়ে যায় পথদিশা।ফলে সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা। বহুবার পরিবহণ দপ্তরে এই অ্যাপ চালুর দাবিও জানানো হয়েছে। অবশেষে আসছে নয়া অ্যাপ। নাম এখনও ঠিক হয়নি। তবে তা নিয়ে আলোচনা চলছে।ভ্গুগলের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথাবার্তাও হয়েছে। যেহেতু সমস্ত সরকারি বাসে ইতিমধ্যেই ভিএলটিডি (ভেহিকেল লোকেশান ট্র্যাকিং ডিভাইস) লাগানো হয়ে গিয়েছে। ফলে সেগুলোকে ট্র্যাক করতে কোনও সমস্যা হবে না। প্রথমে সব সরকারি এসি-নন এসি বাসগুলোকে এই অ্যাপের আওতায় আনা হবে। পরে বেসরকারি বাসকেও ঢোকানো হবে নয়া অ্যাপে। যেহেতু সেগুলোতেও এই যন্ত্র লাগানোর প্রক্রিয়া চলছে।ভ্বাসের সঠিক অবস্থান জানতে বছর ছয়েক আগে চালু হয়েছিল ‘ পথদিশা অ্যাপ। রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের তরফে তৈরি এই অ্যাপ ক্রমশ যাত্রীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়। গোটা দেশে প্রশংসিতও হয়েছে। কিন্তু বিপত্তি বাধে লকডাউনের পর থেকেই। যে উদ্দেশে বানানো হয়েছিল অ্যাপ, সে সুবিধাই আর মিলছিল না।সূত্রের খবর, এই বাস না দেখা যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, বাস ছাড়ার পর ডিপোয় থাকা স্টার্টার তা নিজস্ব অ্যাপে ইনপুট করছেন না। ফলে তা দেখা যাচ্ছিল না অ্যাপে। পরে যে সংস্থার সঙ্গে এই চুক্তি করেছিল পরিবহণ দপ্তর তা আর পুনর্নবীকরণ না করায় পরিষেবাই বন্ধ হয়ে যায়। আবারও তা ফিরিয়ে আনা হবে বলেই পরিবহণ দপ্তরসূত্রে জানা গিয়েছে। এই অ্যাপ যখন চালু হয়েছিল, তখন পুরনো সরকারি বাসে একটা করে মোবাইল দেওয়া হয়েছিল। জিপিএসের মাধ্যমে সেই বাস ট্র্যাক করা হচ্ছিল। আর নতুন সরকারি বাসে ছিল ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সিস্টেম।পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা জানাচ্ছেন, বেশিরভাগ বাসেরই এই ট্র্যাকিং সিস্টেম খারাপ হয়ে যায়। আর যেগুলোতে মোবাইল ছিল সেগুলোও বিকল হয়েছে বেশিরভাগ। তবে এখন নতুন, পুরনো সব বাসেই ভিএলটিডি বসানো হয়ে গিয়েছে। ফলে তাকে ট্র্যাক করতে সমস্যা হবে না। আর যাত্রীরাও মোবাইলে অ্যাপের মাধ্যমে দেখে নিতে পারবেন বাসের অবস্থান। তবে নয়া অ্যাপের নাম কী হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি।

লালুর জন্মদিনে উল্লসিত আরজেডি, কেক কাটলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

পাটনা, ১১ জুন ঃ জন্মদিনের সকালে কেক কাটলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর প্রধান তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব। মঙ্গলবার সকালে স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে কেক কাটেন লালু প্রসাদ যাদব। লালু প্রসাদ যাদবের ৭৭-তম জন্মদিন উসাহ ও আনন্দের সঙ্গে উদযাপন করল আরজেডি।লালু প্রসাদ যাদবের জন্মদিন উপলক্ষ্যে এদিন সকালে তাঁর বাড়ির সামনে আরজেডি-র কর্মী-সমর্থকরা জড়ো হন। প্রিয় নেতাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান তাঁরা। বেশ কয়েকজনকে নাচতেও দেখা গিয়েছে।

মোদীর নতুন মন্ত্রিসভায় ক্রীড়ামন্ত্রী নিযুক্ত হলেন মনসুখ মান্ডাভিয়া

নয়াদিল্লি, ১১ জুনঃ ডঃমনসুখ এল. মান্ডাভিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নতুন মন্ত্রিসভার ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি মন্ত্রিসভায় অনুরাগ ঠাকুরের পরিবর্তে এলেন।মান্ডাভিয়া মোদীর আগের মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন, ২০২১ সাল থেকে রাসায়নিক ও সারের মন্ত্রী ছিলেন।

এনটিএ-কে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের, কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ দিল না সর্বোচ্চ আদালত

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ পেপার ফাঁসের অভিযোগের মধ্যে নতুন করে মেডিক্যালের স্নাতকে ভর্তির যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট আন্ডার গ্র্যাজুয়েট (নিট ইউজি)-পরীক্ষা নেওয়ার আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট মঙ্গলবার ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-কে নোটিশ জারি করেছে। সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণে বলেছে, পরীক্ষার পবিত্রতা প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, তাই এনটিএ-এর কাছ থেকে উত্তর পাওয়া দরকার। তবে,

কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া স্থগিত করতে রাজি হয়নি সুপ্রিম কোর্ট।চলতি বছরের নিটের ফল প্রকাশিত হয়েছে গত ৪ জুন। দেশের লোকসভা নির্বাচন ফল যে দিন প্রকাশিত হয়েছে, সে দিনই নিটের ফল প্রকাশ করে এনটিএ। নিটের ফল প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। অভিযোগ, বড়সড় দুর্নীতি হয়েছে এ বারের নিটে। আগে থেকে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছিল বলেও দাবি করেছেন অনেকে। নিটের ফলে প্রথম অসঙ্গতি র‍্যাঙ্ক বিভাজন। এ বারের পরীক্ষায় মোট ৬৭ জন প্রথম হয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁদের সকলের অল ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্ক ১। যা এই পরীক্ষার ইতিহাসে প্রথম। গত দু’বছরের নিটে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন দুই থেকে তিন জন। সেখানে এ বারে একসঙ্গে ৬৭ জন প্রথম হওয়ায় শুরুতেই খটকা লাগে। এর আগে পর্যন্ত নিটে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন সর্বোচ্চ চার জন।শুধু প্রথম স্থান অধিকার করাই নয়, এই ৬৭ জনেরই প্রাপ্ত নম্বর ৭২০-র মধ্যে ৭২০। অর্থাৎ, তাঁরা ১০০ শতাংশ নম্বরই পেয়েছেন। একটি প্রশ্নের উত্তরও ভুল করেননি। এখানেই শেষ নয়, প্রশ্ন উঠেছে নিটের ফলপ্রকাশের দিন নিয়েও। কারণ এই ফল প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল আগামী ১৪ জুন। কেন তড়িঘড়ি নির্ধারিত সময়ের ১০ দিন আগে ফলপ্রকাশ করা হল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

বিদেশ মন্ত্রকের দায়িত্বভার নিলেন এস জয়শঙ্কর, বললেন এই দায়িত্ব বড়ই সম্মানের

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন ডঃ এস জয়শঙ্কর। মঙ্গলবার সকালে সাউথ ব্লকে এসে বিদেশমন্ত্রী হিসেবে নিজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন এস জয়শঙ্কর। বিদেশ মন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণ করার প্রাক্কালে এদিন সকালে জয়শঙ্কর বলেছেন, বিদেশ মন্ত্রকের দাযিত্ব নেওয়া বাই সম্মানের। গত মেয়াদে এই মন্ত্রক অসাধারণভাবে কাজ করেছে। আমরা জি-২০-র

সভাপতিত্ব করেছি।বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, একসঙ্গে, আমরা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী যে আমরা 'বিশ্ববন্ধু' হিসাবে অবস্থান করব, এমন একটি দেশ যা খুব অশান্ত বিশ্বে, বিভক্ত বিশ্বে, দ্বন্দ্ব এবং উত্তেজনার বিশ্বে বন্ধু। এটি আসলে আমাদের এমন একটি দেশ হিসাবে অবস্থান করবে যা অনেকের দ্বারা বিশ্বস্ত, যার প্রতিপত্তি এবং প্রভাব, যাদের স্বার্থ উন্নত হবে।আগামী ৫ বছরের জন্য পাকিস্তান চিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের বিষয়ে এস জয়শঙ্কর বলেছেন, যে কোন দেশে এবং বিশেষ করে একটি গণতন্ত্রে, একটি সরকারের জন্য পরপর তিনবার নির্বাচিত হওয়া একটি খুব বড় ব্যাপার। তাই বিশ্ব অবশ্যই অনুভব করবে যে, এখন ভারতে অনেক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রয়েছে... যতদূর পাকিস্তান এবং চিনের বিষয় সে সব দেশের সঙ্গে সম্পর্ক আলাদা, এবং চিনের বিষযে. আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও আলাদা, সীমান্ত সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে এবং পাকিস্তানের সাথে আমরা বছরের পর বছর পুরনো আন্ত ঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের সমাধান খুঁজতে চাই।

উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ কমিশনের, মানিকতলায় বাড়তি ৪ সদস্যের কোর কমিটি গঠন

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা ভোট শেষ হতেই রাজ্যের ৪টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। আগামী ১০ জুলাই রায়গঞ্জ, রানাঘাট দক্ষিণ, বাগদা এবং মানিকতলা বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হবে। । সময় নষ্ট না করে মানিকতলায় জয়ের জন্য অঙ্ক কষা শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল ।সূত্রের খবর, এই মুহূর্তে কলকাতা উত্তরে সংগঠনের অন্দরে একাধিক সমীকরণ কাজ করছে । এদিকে লোকসভায় অধিবেশনের কারণে উপনির্বাচনের সময় কলকাতায় থাকতে পারবেন না জেলা সভাপতি তথা কলকাতা উত্তরের জয়ী সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় । এই আবহে

মানিকতলায় নির্বাচন সামলানোর জন্য ৪ সদস্যের একটি কোর কমিটি গঠন করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সোমবার উত্তর কলকাতার চার গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে নবান্নে ডেকে পাঠান মুখ্যমন্ত্রী । সেখানে ছিলেন কুণাল ঘোষ, তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পাল, ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ এবং মেয়র পরিষদ স্বপন সমাদ্দার। ভোটের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য এই চারজনের কোর কমিটি গড়ে মানিকতলা জয়ের দাযিত্ব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।সদ্য লোকসভা নির্বাচনে মানিকতলায় আশানুরূপ ফল হয়নি শাসকদলের । জোড়াসাঁকো বা শ্যামপুকুরের মতো পরাজয়ের মুখ দেখতে না হলেও জয়ের ব্যবধান ছিল মাত্র ৩ হাজার ৫৭৫ ভোটের । এই আবহে দলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণ ঠিক না করলে যেকোনও সময়ে এই স্বল্প ব্যবধান ছাড়িয়ে যাবে বিরোধী পক্ষ । ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, বিষয়টা বুঝে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো । কোর কমিটির এই চার নেতাই ভোটে মানিকতলা নির্বাচন কমিটির দাযিত্ব সামলাবেন ।কমিটি গঠনের পর মঙ্গলবার বিধানসভার ৮টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর । মানিকতলা বিধানসভার অন্তর্গত ওয়ার্ডগুলি হল ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ৩১ এবং ৩২ নম্বর ওয়ার্ড। এর মধ্যে দুটি ওয়ার্ডে, ১৬ এবং ৩১ নম্বর, সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে পিছিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস । ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি এগিয়েছিল ৬ হাজার ৯৬ ভোটে । যদিও শেষ পৌরসভা নির্বাচনে জয়ের পর প্রত্যেকটি ওয়ার্ডেই তৃণমূলের কাউন্সিলর রয়েছে । অথচ কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটলো তা নিয়ে মঙ্গলবার আলোচনা হতে পারে বলে সূত্রের খবর । তবে নতুন করে খুব বেশি রদবদল হবে বলে মনে করা হচ্ছে না । এখন দেখার শেষ পর্যন্ত ভোট বাক্সে দলের সুপ্রিমোর এই সিদ্ধান্ত কতটা প্রভাব ফেলে

শাহজাহানের জমি দখলের টাকা যেত পার্টি ফান্ডে,চার্জশিটে উল্লেখ ইডি-র

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ শেখ শাহজাহানের জমি দখলের টাকা যেত পার্টি ফান্ডে, চার্জশিটে বিস্ফোরক দাবি ইডির।সন্দেশখালির স্বঘোষিত ‘বাঘ শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠদের বয়ান থেকেই বিস্ফোরক তথ্য মিলেছে বলে খবর। প্রায় ৯০০ বিঘা ভেড়ি দখলের অভিযোগ রয়েছে শিবু হাজরার বিরুদ্ধে। গুরুতর অভিযোগ রয়েছে শাহজাহান ঘনিষ্ঠ আরও ৫ জনের বিরুদ্ধে। তাঁদের খুঁজছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।চার্জশিটে ইডি আরও উল্লেখ করেছে, মাছ রফতানির নামে পাঁচ বছরে ১৯৮ কোটি কালো টাকা সাদা করেছেন শাহজাহান।কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, বর্তমানে ইডি-র নজরে রয়েছে শাহজাহান ঘনিষ্ঠ পাঁচজন। এদের প্রত্যেকের খোঁজ চলছে। এদের নামে সংস্থা খুলে টাকা সরানো হয়ে বলে দাবি গোয়েন্দা সংস্থার। জেলিয়াখালিতে শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ শিবপ্রসাদ হাজরা ৯০০ বিঘা জমি দখল করে রেখেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে চার্জশিটে। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের ইডি-র আইনজীবী অরিজি চক্রবর্তী বলেন, তদন্তে এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এসকে সাবিনা মাছের রফতানি করে মোট আয় করছেন ৯০ কোটি। এই অর্থের পুরোটাই কালো টাকা না হলেও গরিষ্ঠ অংশ তো বটেই। অপরদিকে, শেখ শাহজাহানের আইনজীবী জাকির হোসেন বলেন, আমার মক্কেলকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে তোলা হয়নি। এটা কি বেআইনি নয়? কোর্টকে বললাম সিদ্ধান্ত নিতে। পাল্টা আবার ইডির আইনজীবী বলেন, আদালত তাদের এই দাবি খারিজ করে দিয়েছে। কোর্ট জানিয়েছে শাহজাহানকে গ্রেফতার বা আদালতে তোলার মধ্যে কোনও ভুল নেই।ভ্অপরদিকে, বিজেপি-র রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ইডি নিশ্চয় হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্ত করছে। স্বাভাবিকভাবে দুপক্ষেরই আইনজীবী আছে। এখন রাজ্যের ভাবমূর্তি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। আর শাহজাহানের এই আধিপত্য সরকারের অনুমোদন ছাড়া তো করা সম্ভব ছিল না। তাই টাকা লুট করলেও সবটাই আত্মসা করতে পারেনি। কোথাও না কোথাও পৌঁছেছে।

গাজায় যুদ্ধবিরতি চায় হামাস, প্রমাণ দিতে বললেন বাইডেন

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে পাস হওয়া গাজা যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মেনে নিতে হামাসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। হামাস যে গাজায় যুদ্ধবিরতি চায়, সেটার প্রমাণও দেখাতে বলেছেন তিনি। গত ৩১ মে গাজায় তিন ধাপে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের ওই প্রস্তাব দেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। গতকাল সোমবার প্রস্তাবটির ওপর নিরাপত্তা পরিষদে ভোটাভুটি হয়। ১৫ সদস্যের মধ্যে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়ে ১৪টি। ভোট দেওয়া থেকে বিরত ছিল রাশিয়া।নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাবটি পাস হওয়ার প্রতিক্রিয়া জানাতে মঙ্গলবার মার্কিন প্রেসিডেন্টের অফিশিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট দেন বাইডেন। এতে তিনি লেখেন,‘ হামাস বলছে, তারা যুদ্ধবিরতি চায়। তারা আসলেই এটা চায়, তা প্রমাণ করার সুযোগ এ প্রস্তাব।’এদিকে এ যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবকে স্বাগত

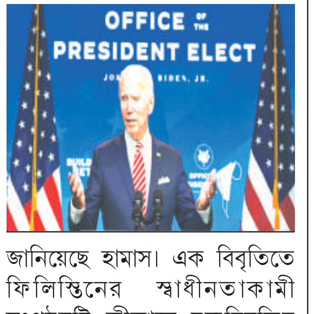

জানিয়েছে হামাস। এক বিবৃতিতে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠনটি কীভাবে যুদ্ধবিরতির শর্তগুলো কার্যকর করা যায়, সে বিষয়ে মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে কাজ করার সদিচ্ছার কথা জানিয়েছে।প্রস্তাবটিকে স্বাগত জানিয়েছে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষও। তবে জাতিসংঘে ফিলিস্তিনি দূত রিয়াদ মনসুর বলেন, এটি কার্যকর করার ভার এখন ইসরায়েলের হাতে।অন্যদিকে, জাতিসংঘে ইসরায়েলের প্রতিনিধি বলেছেন, তাঁর দেশ গাজা নিয়ে এমন কোনো অর্থহীন ও দীর্ঘমেয়াদি আলোচনায় জড়াবে না, যেটি হামাস নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারে।

আপাতত শুভেন্দুর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ, নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ আদালতের নির্দেশ ছাড়া রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। আগামী ২৮ জুন পর্যন্ত শুভেন্দুকে অন্তবর্তীকালীন রক্ষাকবজ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুভেন্দুর কোলাঘাটের অফিসে পুলিশি হানা সংক্রান্ত মামলায় মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন গত ২১ মে রাজ্যের শুভেন্দু অধিকারীর কোলাঘাটের অফিসে হানা দেয় পুলিশ। বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেন, পুলিশ কোনও ওয়ারেন্ট, নথি ছাড়াই তাঁর কোলাঘাটের অফিসে যায়। দরজা ভাঙার চেষ্টা করা হয়। পুলিশের বিরুদ্ধে ‘ অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। মঙ্গলবার ছিল সেই মামলার শুনানি। সংশ্লিষ্ট মামলাটিতে এদিন শুভেন্দুর আইনজীবী হলফনামা জমা দেন। আগামী ১৯ জুন বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে মামলাটির পরবর্তী শুনানি হবে।শুধু অফিস নয়, ষষ্ঠ দফা ভোটের আগে শুভেন্দু

অধিকারীর কোলাঘাটের ভাড়া বাড়িতেও হানা দেয় পুলিশ। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে তল্লাশির পর পুলিশ বেরিয়ে আসে। শুভেন্দুর দাবি, তাঁর বাড়ি তল্লাশি নিয়ে পুলিশের তরফে তাঁকে কিছুই জানানো হয়নি। এদিকে প্রাথমিকভাবে পুলিশের কর্তারা জানান যে, এক দুষ্কৃতীর খোঁজেই ওই বাড়িতে হানা দেওয়া হয়। সেই সময় অন্য কর্মসূচিতে কেশপুরে ছিলেন শুভেন্দু। পুলিশের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ তুলে পরে কোলাঘাট থানায় যান শুভেন্দু। কোলাঘাট থানার ওসি ও তমলুকের সার্কেল ইন্সপেক্টরকে সাসপেন্ড করার দাবি জানান তিনি। এরপর কোলাঘাট থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা। পুলিশের সঙ্গে তাঁদের ধস্তাধস্তি পর্যন্ত হয়।

রেল মন্ত্রকের দায়িত্ব নিলেন অশ্বিনী বৈষ্ণব, বললেন রেলের প্রতি আবেগ রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃনরেন্দ্র মোদী মন্ত্রিসভায় আবারও রেল মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছেন অশ্বিনী বৈষ্ণব। সোমবার মন্ত্রক বন্টন হওয়ার পরবর্তী দিন, মঙ্গলবার সকালে রেল মন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন অশ্বিনী বৈষ্ণব। রেল মন্ত্রকে পৌঁছলে বৈষ্ণবকে গোলাপ ফুল দিয়ে স্বাগত জানান কর্মী-আধিকারিকরা। রেলমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, দেশের সেবা করার জন্য জনসাধারণ আবারও প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আশীর্বাদ করেছেন। রেলের একটা বড় ভূমিকা থাকবে। গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রেলে অনেক সংস্কার করেছেন। রেলের বিদ্যুতায়ন হোক, নতুন ট্র্যাক নির্মাণ, নতুন ধরনের ট্রেন, নতুন পরিষেবা, অথবা স্টেশনগুলির পুনঃউন্নয়ন, এইগুলিই গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বড় সাফল্য এবং প্রধানমন্ত্রী রেলওয়েকে ফোকাস রেখেছেন। কারণ রেলওয়ে সাধারণ মানুষের পরিবহনের মাধ্যম এবং আমাদের দেশের অর্থনীতির একটি খুব শক্তিঃশালী মেরুদণ্ডও, তাই রেলের উপর অনেক ফোকাস রয়েছে। রেলের সঙ্গে মোদীজির আবেগপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে...আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানাই।

১০ বছরে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে পরিবেশ মন্ত্রক, দায়িত্ব নিয়ে বললেন ভূপে ন্দ্র যাদব

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ নরে ন্দ্র মোদী সরকারের এবারের মন্ত্রিসভাতেও ভূপেন্দ্র যাদব পেয়েছেন পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রকের দায়িত্ব। মঙ্গলবার সকালেই নিজ মন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন ভূপেন্দ্র যাদব। দায়িত্ব নেওয়ার পর ভূপেন্দ্র যাদব বলেছেন, আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি এই দায়িত্ব পালনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে. কাজ করব।ভূপেন্দ্র যাদব আরও বলেছেন, গ্লাসগো সিওপি-তে প্রধানমন্ত্রী মোদীর উদ্যোগে মিশন লাইফ শুরু হয়েছিল, যা বিশ্বের পরিবেশগত সংকটের জন্য খুব বড় অ্যাকশন প্রোগ্রাম। এখন সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং মননশীল খরচের সাহায্যে মিশন লাইফ সারা বিশ্বে চলছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'একটি গাছ মায়ের নামে' অভিযান আমাদের পৃথিবীকে সবুজ রাখার জন্য সর্বোচ্চ দাযিত্ব নিয়ে করা উচিত। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে এই মন্ত্রক গত ১০ বছরে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে এবং আমরা পরিবেশ এবং উন্নয়নকে একসঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি।

মোদী ৩.০ সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য হল আইন ও বিচার বিভাগঃঅর্জুন মেঘওয়াল

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ কেন্দ্রীয় আইন ও ন্যায় মন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন অর্জুন রাম মেঘওয়াল। এর আগেও এই মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। একইসঙ্গে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন অর্জুন রাম মেঘওয়াল।মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় আইন ও ন্যায় মন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, আইন ও বিচার বিভাগ হল মোদী ৩.০ সরকারের একটি প্রাথমিক লক্ষ্য। আমাদের ফৌজদারি ব্যবস্থা, আইপিসি, সিআরপিসি এবং সাক্ষ্য আইন সম্পর্কিত আইনগুলি ভারতীয় প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন করা হয়েছে। সেগুলি ১ জুলাই থেকে কার্যকর করা হবে।

‘বিরোধী দলনেতাকে..,’ ভোটে হারতেই ফোঁস! এবার বিরাট অভিযোগ রেখার, বিজেপিতে শোরগোল

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ বাংলার দ্বিতীয় দফার প্রার্থিতালিকায় বিজেপির সবথেকে ব। চমক ছিল বসিরহাট আসনে সন্দেশখালির গৃহবধূ। সন্দেশখালির আন্দোলনের প্রতিবাদী মুখ রেখা পাত্রকে (BJP Candidate Rekha Patra) বসিরহাট (Basirhat) থেকে টিকিট দিয়েছিল গেরুয়া শিবির। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে প্রার্থী হিসেবে গৃহবধূ রেখার নাম চূড়ান্ত করেন। তারপর থেকেই শুরু বিজেপি প্রার্থীর লড়াই। তবে শেষে নিট ফল শুন্য।লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট কেন্দ্রে বিপুল ভোটে পরাজিত হয়েছেন রেখা পাত্র। তৃণমূলের কাছে হেরেছেন ৩ লাখের বেশি ভোটের বিশাল ব্যবধানে।বসিরহাট লোকসভার অধীন ৭টি বিধানসভার মধ্যে ৬টিতেই পিছিয়ে রয়েছেন তিনি। তবে নিজের জায়গা সন্দেশখালিতে এগিয়ে রয়েছেন রেখা। ভোট গণনার দিন যখন স্পষ্ট হচ্ছিল তিনি হারছেন সেই সময়ই গণনাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে যান রেখা। পুলিশ তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে বলেও অভিযোগ করেন।এবারে ভোটের ফলাফল নিয়ে মুখ খুললেন রেখাদেবী। কারচুপি করে ভোটে জিতেছে তৃণমূল, এবার এমনই অভিযোগ তুললেন বিজেপি প্রার্থী। ভোটে হেরে যাওয়ার পর থেকে সন্দেশখালিতে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না রেখাকে। এই বিষয়ে প্রশ্ন করতে বিজেপি প্রার্থী বলেন, সময় হলেই সন্দেশখালিতে যাব।

আমি চোর নই যে লুকিয়ে থাকব। আমি কবে যাব সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই লড়াই শক্তিশালী করব। তার জন্য সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াব।ভোট পরবর্তী লাগাতার হিংসার ঘটনা নিয়ে রেখা বলেন, অত্যাচারিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। যারা ঘরছাড়া হয়েও বিজেপিকে সমর্থন জানিয়েছে তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যেখানে মানুষের উপরে অত্যাচার হবে সেখানে যাব। আমাকে প্ল্যানিং করে হারানো হয়েছে। রেখা পাত্র হার স্বীকার করেনি। একবার যখন রাজনীতিতে এসেছি যখন রাজনীতিতেই থাকব।এদিকে দলের কিছু মানুষের বিশ্বাসঘাতকতার কথা শোনা গেল রেখার গলায়। বিজেপি প্রার্থী বলেন, যারা এই হারের পিছনে আছে, আমাদের যে কার্যকর্তারা দল করে পিছন থেকে ছুরি মেরেছেন তারা একদিন জবাব পেয়ে যাবেন। দলকে অসম্মানিত করার জন্য তৃণমূলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওরা যা করেছেন তার জবাব পেয়ে যাবেন। রেখার সংযোজন, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতাকে ছোট করার জন্যই আমাকে প্ল্যানিং করে হারানো হয়েছে। এই হার পরাজয় হিসাবে নিচ্ছি না।’

ইসরায়েলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা থেকে বেনি গানসের পদত্যাগ

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ ইসরায়েলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন বেনি গানস। রোববার রাতে জরুরি এ মন্ত্রিসভা থেকে তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দেন। গানসের পদত্যাগ প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে।মন্ত্রিসভা থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত ‘কঠিন ও বেদনাদায়ক’ উল্লেখ করে সংবাদ সম্মেলনে গানস বলেন, ‘ প্রকৃত বিজয়ের দিকে এগিয়ে যেতে আমাদের বাধা দিচ্ছেন নেতানিয়াহু।’তবে গানসের বক্তব্যকে ‘ অনর্থক আখ্যা দিয়ে তাৎক্ষণিক নেতানিয়াহু বলেন, এ ধরনের বক্তব্য ইসরায়েলের জন্য পরাজয়ের শামিল। এর আগে পদত্যাগ না করতে গানসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি।দৃশ্যত নেতানিয়াহুর সঙ্গে বিরোধের জেরে যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা থেকে সরে দাঁড়ালেন সাবেক এই প্রতিরক্ষামন্ত্রী। ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধ-পরবর্তী পরিকল্পনা ঘোষণা করতে ৮ জুন পর্যন্ত নেতানিয়াহুকে সময় বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি।গত শনিবার পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়ার কথা

ছিল গানসের। তবে এদিন গাজায় নজিরবিহীন হামলা চালিয়ে চার জিম্মিকে উদ্ধার করে ইসরায়েলের বিশেষ বাহিনী। ওই অভিযানে ২৮৪ ফিলিস্তিনি নিহত হন।এদিকে, গানসের পদত্যাগকে স্বাগত জানিয়েছেন বিরোধী নেতা ইয়ার লাপিদ। নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন কট্টরপন্থী সরকারকে পরিবর্তনের সময় এসেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনিগত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে আকস্মিক হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। ওই দিনই যুদ্ধ ঘোষণা করে ইসরায়েল। গঠন করা হয় জরুরি যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা।গাজায় আট মাস ধরে চলা ইসরায়েলের সর্বাত্মক হামলায় ৩৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। গাজায় যুদ্ধবিরতি ও যুদ্ধ-পরবর্তী পরিকল্পনা ঘোষণায় আন্তর্জাতিক চাপ সত্ত্বেও যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে অন. নেতানিয়াহু। এ নিয়ে যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভায় বিভক্তি দেখা দেয়।

‘একমাসের মধ্যে’! সাংসদ হয়েই চমক, যাদবপুরবাসীর জন্য বিরাট ঘোষণা সায়নীর

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ একদা ‘ বাম গড়’ হিসেবে পরিচিত যাদবপুর বর্তমানে তৃণমূলের ‘গড় ’ হয়ে গিয়েছে। গত কয়েক বছরের লোকসভা ভোটে এখানে ঘাসফুল ফুটেছে। এবারও এই কেন্দ্র থেকে জিতে সাংসদ হয়েছেন সায়নী ঘোষ (Saayoni Ghosh)। ভোটের ফলাফল ঘোষণা হয়েছে সপ্তাহখানেক হল। তারপরেই এবার বিরাট ঘোষণা করলেন TMC নেত্রী।ভ্সম্প্রতি বারুইপুর রবীন্দ্রভবনে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে এসেছিলেন সায়নী। সেখানেই তিনি জানান, এবার থেকে যাদবপুর (Jadavpur) লোকসভা কেন্দ্রের জনগণ সরাসরি সাংসদের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে পারবেন। এর জন্য শীঘ্রই একটি হেল্পলাইন নম্বর (Helpline Number) চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।যাদবপুরের নবনির্বাচিত এই সাংসদ বলেন, ‘ একমাসের মধ্যে হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হবে। এর মাধ্যমে জনগণ সাংসদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন। সমস্যার কথা জানাতে পারবেন’। এই ঘোষণার পর নানান এলাকা থেকে প্রাপ্ত ভোট নিয়েও কথা বলেন TMC নেত্রী।সায়নী বলেন, ‘পুরসভার যে সকল ওয়ার্ডে মাইনাস হয়েছে, আমি সেখানে নিজে গিয়ে কাজ করব। প্রত্যেকটি অঞ্চলের বুথে

বুথে গিয়ে ফলাফল বিশ্লেষণ করব। যে সকল বুথে ফলাফল খারাপ হয়েছে, সেখানে কেন মানুষের বিশ্বাস চলে গিয়েছে সেটা স্ক্রুটিনি করব’।এরপরে সায়নী আগের তিন সাংসদ কী করেছেন না করেছেন সেটা ভুলে যাওয়ার কথা বলেন। জনগণের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, ‘ আগের তিন সাংসদ কী করেছেন সেটা ভুলে যান। কে কতখানি চেষ্টা করেছেন, কে পিছিয়ে রয়েছেন, কে বসে গিয়েছে। প্রত্যেক পঞ্চায়েতে গিয়ে ফলাফল বিশ্লেষণ করব’।চব্বিশের লোকসভা ভোট মিটেছে সপ্তাহখানেক হল। এখন থেকে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করতে শুরু করে দিয়েছেন যাদবপুরের নবনির্বাচিত সাংসদ। সায়নী বলেন, ‘ একটা ভোট শেষ। আর একটা ভোট আসছে। এখন থেকে কাজ শুরু করতে হবে। আমি কাজ শুরু করে দিয়েছি’।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১২জুন মার্ট ঃবুধবার, ২৯ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ২৯ জ্যৈষ্ঠ মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতে৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৯ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৮ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৯ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ

রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩
পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১
পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২
পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১
পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩
পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১
পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১
পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২
পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৭.৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৯.০৬ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৪শতকরা এবং ৫৫শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার। জোয়ার- সকাল ৯টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৯টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ০৩মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১১ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃরক্তচাপের রোগীরা তাদের রক্তচাপ কমানো এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রেড ওয়াইনের সাহায্য নিতে পারেন। বিবাহের যোগ হতে পারে। **বৃষভ রাশিঃ**আপনার কাজ করে দেবার জন্য অন্যকে চাপ দেবেন না এবং বাধ্যও করবেন না। **মিথুন রাশিঃ**ব্যস্ত সময়সূচী সত্বেএ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজ আপনার সামনে অনেক নতুন আর্থিক স্কিমের উপস্থাপন করা হবে- কোনো প্রতিশ্রুতি করার আগে ভালো করে সব দিক দেখে নিন। সংসারে শান্তি হতে পারে। **কর্কট রাশিঃ**স্বাস্হ্য ভালোই থাকবে। পরিবারের প্রযোজেনীযতা অনুসারে আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে কিছু মূল্যবান জিনিস কিনতে যেতে পারেন, যা আপনার আর্থিক পরিস্থিতি কিছুটা টানটান করে তুলতে পারে। **সিংহ রাশিঃ** আপনার ঈর্ষাপরায়ণ ব্যবহার আপনাকে দুঃখিত এবং অবসাদগ্রস্থ করতে পারে। **কন্যা রাশিঃ**আধ্যাত্মিকের পাশাপাশি শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা লাভজনক প্রমাণিত হবে। কাজের সুযোগ আছেআজ **তুলারাশিঃ**আজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। সন্তান হতে পারে আজ। **বৃশ্চিক রাশিঃ** পরিবারের সদস্যরা আপনার জীবনে এক বিশেষ স্থান অধিকার করবে। প্রেমিক প্রেমিকারা পরিবারের অনুভূতির প্রতি অত্যধিক সহানুভূতিশীল হবেন। **ধনু রাশিঃ**গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে আলাপচারিতার সময় আপনার চোখ কান খোলা রাখুন-যেহেতু আপনি কোন মূল্যবান উপদেশ বেছে নিতে পারেন। **মকর রাশিঃ** আপনার আবেগগুলি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করুন, বিশেষ করে রাগ। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আজকে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত। আপনার পরিবারের হিতসাধনে কঠোর পরিশ্রম করুন। **মীন রাশিঃ**আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। অর্থ যে কোনও সময় প্রয়োজন হতে পারে, তাই আপনার আর্থিক পরিকল্পনা করুন এবং এখনই যতটা সম্ভব সঞ্চয় করা শুরু করুন। খুশিতে ভরা একটি দিন যেখানে স্ত্রী আনন্দ

পার্ক স্ট্রিটের রেস্তরাঁয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে এলাকা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ পার্ক স্ট্রিটে আগুন। অ্যালেনপার্কের উল্টো দিকে পার্ক সেন্টার নামে একটি বহুতলে ওই আগুন লেগেছে। পার্ক স্ট্রিট এবং ক্যামাক স্ট্রিটের ঠিক সংযোগস্থলেই ওই বহুতল। ঠিকানা- ১১ ক্যামাকস্ট্রিট। আগুন লাগে সেই বহুতলেরই উপরের তলে। গোটা এলাকা ছেয়ে যায় কালো ধোঁয়ায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। ফাঁকা করা হচ্ছে এলাকা। ওই বহুতল ও আশেপাশে একাধিক অফিস রয়েছে। সেখানকার কর্মীদের সরানো হচ্ছে। একের পর এক বের করা হচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডার। অ্যালেন পার্কের কাছে ওই বহুতলটিতে রেস্তরাঁ ও একাধিক অফিস রয়েছে। পাশেই রয়েছে একাধিক আবাসন। এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ বহুতলের ছাদ থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এর পরই নজরে আসে লেলিহান শিখা। খবর দেওয়া হয় দমকলে। ইঞ্জিন পৌঁছনোর আগেই দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। কালো ধোঁয়ায় মুড়ে যায় এলাকা। দমকল কর্মী, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও পুলিশ আধিকারিকরা যুদ্ধকালীন তপরতায় শুরু করে কাজ। প্রথমেই ওই বহুতলে থাকা অফিসের কর্মীদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নিরাপদে। যে রেস্তরাঁয় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, সেখানে রাখা গ্যাস সিলিন্ডার সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। জল ও ফোম ব্যবহার করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে দমকল কর্মীরা। আটকে দেওয়া হয় রাস্তা। বন্ধ করে দেওয়া হয় যান চলাচল। এদিকে আতঙ্কে আশপাশের বহুতল থেকে বাসিন্দারা কোনওরকমে এক কাপড়ে নিচে নেমে আসেন। সকলের চোখে মুখে প্রবল আতঙ্ক। দমকল সূত্রে খবর, ৮ টি ইঞ্জিনের বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়েছে। তবে এখনও পুরোপুরি পরিস্থিতি আয়ত্তে নয়। চলছে কাজ। কী থেকে এই অগ্নিকাণ্ড তা-ও এখনও স্পষ্ট নয়। তবে এই অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আচমকা নদী বাঁধ ভেঙে বিপর্যয় গঙ্গা সাগরে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১১ জুন ঃ এখন খাতায় কলমে বর্ষাকাল শুরু হলেও বৃষ্টি শুরু হয়নি বাংলায়।তীব্র তাপদহে ভুগছে বাংলা।তবে বর্ষা আসার আগেই নদীর জল বেড়ে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হলো সু ঃ দরবনের গঙ্গাসাগরের পযলা ঘেরিতে।জল স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই বেশি বৃদ্ধি পেযেছে। বাঁধের গোড়াতেও চলে এসেছে জল।এখন প্রচন্ড রৌদ্রের মধ্যে দিযে. চলছে শুখা মরশুম।বৃষ্টির দেখা নেই দক্ষিণবঙ্গে।এরই মধ্যে অস্বাভাবিকভাবে নদীর জল এতটা বেড়ে যাওযায় .আতঙ্কিত হযে প।ছে স্থানীযরা।বৃষ্টি শুরু হলে পরিস্থিতি আরও ভযাবহ হযে .উঠতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীযদের।এখানে নদী সংলগ্ন এলাকায প্রায .কযেক শতাধিক মানুষের বসবাস। হঠা করে এমন ঘটনা ঘটায. মঙ্গলবার সকলেই নদী বাঁধ পরিদর্শন করেছেন।কোথাও বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হযেছে কিনা তা বারবার দেখার চেষ্টা করছেন গ্রামবাসীরা। নদী বাঁধে যে সমস্ত ছোটখাটো ফাটল ছিলতা তাঁরা নিজেরাই সারানোর বঃেদাবস্ত করেছেন।সমস্ত ঘটনা খতিযে. দেখা হচ্ছে বলে এদিন জানিযেছেন সাগর পঞ্চাযেত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল সামাদ আলি খান।তিনি মঙ্গলবার বলেন, শীঘ্রই এলাকায .কাজ করা হবে।তবে পুরো পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। বর্ষার আগে কেন এমন হল তা খতিযে .দেখা হচ্ছে। যদিও স্থানীযদের দাবি, আগেও এমন পরিস্থিতি হযেছিল এলাকায। সেবার নদীর বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হযেছিল। কিন্তু কোনওবারই বাঁধ মেরামতের কাজ ঠিক করে হযনি। এ বার দ্রুত পদক্ষেপ না গ্রহন করলে বর্ষার বৃষ্টি শুরু হলেই ভযাবহ বিপর্যয .নেমে আসবে বলে মনে করেন তাঁরা।

মঙ্গলবার বাড়লো সোনার দাম, কমলো রুপোর দর

দুরন্ত বার্তা, লকাতা, ১১ জুন ঃ মঙ্গলবার সোনার দাম বেশ খানিকটা বেড়েছে। জানা গিয়েছে, এদিন ২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম সোনার দাম ১৫০ টাকা অবধি বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৬৫,৮৫০ টাকায়। অন্যদিকে ২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম সোনার দাম ১৭০ টাকা অবধি বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৭১,৮৪০ টাকায়। আর ১৮ ক্যারেট ১০ গ্রাম সোনার দাম ১২০ টাকা অবধি বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৫৩,৮৮০ টাকায়। সোনার দাম বাড়লেও মঙ্গলবার রুপো সস্তা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এদিন ১০০ গ্রাম রুপোর দাম ১২০ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে ৯০৫০ টাকায়। অন্যদিকে এক কেজি রুপোর দাম ১২০০ টাকা অবধি কমে বিক্রি হচ্ছে ৯০,৫০০ টাকায়।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C), Borough VII KMC** invites tender online item rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/VII/PUMP/24-25/01**
Name of work:**Supply, Installation and Operation of 1 No. 3" Dia Portable Pump with Fuel, Lubricant, Helper, Operator etc. at 18, Beliaghata Road in Ward-57.** Estimated Amount: **N/A**. Earnest Money: ₹ **2,500.00**.

2. NIT No.: **KMC/VII/PUMP/24-25/02**
Name of work:**Supply, Installation and Operation of 1 No. 4" Dia Portable Pump with Fuel, Lubricant, Helper, Operator etc. at 8, Pagla Danga (Sump) in Ward-57.** Estimated Amount: **N/A**. Earnest Money: ₹ **3,500.00**.

3. NIT No.: **KMC/VII/PUMP/24-25/03**
Name of work: **Supply, Installation and Operation of 1 No. 3" Dia Portable Pump with Fuel, Lubricant, Helper, Operator etc. at 5, South Tangra Road in Ward-58.** Estimated Amount : **N/A**. Earnest Money: ₹ **2,500.00**.

4. NIT No.: **KMC/VII/PUMP/24-25/04**
Name of work:**Supply, Installation and Operation of 1 No. 3" Dia Portable Pump with Fuel, Lubricant, Helper, Operator etc. at 11, Tangra 2nd Lane in Ward-58.** Estimated Amount : **N/A**. Earnest Money: ₹ **2,500.00**.

5. NIT No.: **KMC/VII/PUMP/24-25/05**
Name of work:**Supply, Installation and Operation of 2 Nos. 3" Dia Portable Pump with Fuel, Lubricant, Helper, Operator etc. at Boinchtala Village in Ward-58.** Estimated Amount : **N/A**. Earnest Money: ₹ **3,500.00**.

6. NIT No.: **KMC/VII/PUMP/24-25/06**
Name of work:**Supply, Installation and Operation of 1 No. 3" Dia Portable Pump with Fuel, Lubricant, Helper, Operator etc. at 19, G.K. Road in Ward-58.** Estimated Amount : **N/A**. Earnest Money: ₹ **2,500.00**.

7. NIT No.: **KMC/VII/PUMP/24-25/07**
Name of work:**Supply, Installation and Operation of 1 No. 3" Dia Portable Pump with Fuel, Lubricant, Helper, Operator etc. at Abinsh Chowdhury Lane in Ward-59.** Estimated Amount : **N/A**. Earnest Money: ₹ **2,500.00**.

8. NIT No.: **KMC/VII/PUMP/24-25/08**
Name of work:**Supply, Installation and Operation of 1 No. 3" Dia Portable Pump with Fuel, Lubricant, Helper, Operator etc. at Ward Office 63 in Ward-63.** Estimated Amount : **N/A**. Earnest Money: ₹ **2,500.00**.

9. NIT No.: **KMC/VII/PUMP/24-25/09**
Name of work:**Supply, Installation and Operation of 1 No. 3" Dia Portable Pump with Fuel, Lubricant, Helper, Operator etc. at 53, Tiljala Masjid Bari Lane in Ward-65.** Estimated Amount: **N/A**. Earnest Money: ₹ **2,500.00**.

10. NIT No.: **KMC/VII/PUMP/24-25/10**
Name of work:**Supply, Installation and Operation of 1 No. 3" Dia Portable Pump with Fuel, Lubricant, Helper, Operator etc. at 11, Tiljala Shibtala Lane in Ward-65.** Estimated Amount : **N/A**. Earnest Money: ₹ **2,500.00**.

11. NIT No.: **KMC/VII/PUMP/24-25/11**
Name of work:**Supply, Installation and Operation of 1 No. 3" Dia Portable Pump with Fuel, Lubricant, Helper, Operator etc. at Ward Office 65 in Ward-65.** Estimated Amount : **N/A**. Earnest Money: ₹ **2,500.00**.

12. NIT No.: **KMC/VII/PUMP/24-25/12**
Name of work:**Supply, Installation and Operation of 2 Nos. 3" Dia Portable Pump with Fuel, Lubricant, Helper, Operator etc. at 44, Iron Side Road in Ward-65.** Estimated Amount : **N/A**. Earnest Money: ₹ **3,500.00**.

13. NIT No.: **KMC/VII/PUMP/24-25/13**
Name of work:**Supply, Installation and Operation of 1 No. 3" Dia Portable Pump with Fuel, Lubricant, Helper, Operator etc. at Tiljala Road in Ward-66.** Estimated Amount : **N/A**. Earnest Money: ₹ **2,500.00**.

14. NIT No.: **KMC/VII/PUMP/24-25/14**
Name of work: **Supply, Installation and Operation of 1 No. 3" Dia Portable Pump with Fuel, Lubricant, Helper, Operator etc. at Ward Office 66 in Ward-66.** Estimated Amount : **N/A**. Earnest Money: ₹ **2,500.00**.

15. NIT No.: **KMC/VII/PUMP/24-25/15**
Name of work:**Supply, Installation and Operation of 1 No. 3" Dia Portable Pump with Fuel, Lubricant, Helper, Operator etc. at 34, C.N. Roy Road (Near Sunny Park) in Ward-66.** Estimated Amount: **N/A**. Earnest Money: ₹ **2,500.00**.

16. NIT No.: **KMC/VII/PUMP/24-25/16**
Name of work:**Supply, Installation and Operation of 1 No. 3" Dia Portable Pump with Fuel, Lubricant, Helper, Operator etc. at Dharmatala Road in Ward-67.** Estimated Amount : **N/A**. Earnest Money: ₹ **2,500.00**.

17. NIT No.: **KMC/VII/PUMP/24-25/17**
Name of work:**Supply, Installation and Operation of 1 No. 3" Dia Portable Pump with Fuel, Lubricant, Helper, Operator etc. at P. Naskar Lane in Ward-67.** Estimated Amount : **N/A**. Earnest Money: ₹ **2,500.00**. Period of contract for operation: **150 days.** (for Sl. No. 1 to 17). Last Date and time of submission of bid: **24.06.2024 up to 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 17). Bid Opening date and time for technical proposals: **26.06.2024 at 12.00 noon.** (for Sl. No. 1 to 17). The bid forms and other details will be available on and from **11.06.2023 (6.55 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 17). The Website **https:// etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 17).

The **Executive Engineer (C), BR-V, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-V/045/02/CK/2024-2025**
Name of work: **Emergency Removal of Chockage / Collapsed Sewer / Damaged Sewer Lines in Ward No.-45, BR-V.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**.

2. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-V/045/03/PIT COVER/2024-2025**
Name of work: **Supplying, Fixing MH Cover/GP Cover / CP Cover/Inspection PIT Cover According to Requirement within 24 Hours in Ward No.-45, BR-V.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **180 days**. (for Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: **20.06.2024 – 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Date and Time of opening to Tender: **22.06.2024 – 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **11.06.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https:// etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (C), BR-VIII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/068/PIT COVER/2024-2025**
Name of work: **Providing and fixing M.H. Cover/G.P. Cover/C.P. Cover/Inspection PIT Cover According to Requirement within 24 hours in Ward No. 68, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**.

2. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/069/PIT COVER/2024-2025**
Name of work: **Providing and fixing M.H. Cover/G.P. Cover/C.P. Cover/Inspection PIT Cover According to Requirement within 24 hours in Ward No. 69, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**.

3. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/070/PIT COVER/2024-2025**
Name of work: **Providing and fixing M.H. Cover/G.P. Cover/C.P. Cover/Inspection PIT Cover According to Requirement within 24 hours in Ward No. 70, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**.

4. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/072/PIT COVER/2024-2025**
Name of work: **Providing and fixing M.H. Cover/G.P. Cover/C.P. Cover/Inspection PIT Cover According to Requirement within 24 hours in Ward No. 72, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**.

5. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/083/PIT COVER/2024-2025**
Name of work: **Providing and fixing M.H. Cover/G.P. Cover/C.P. Cover/Inspection PIT Cover According to Requirement within 24 hours in Ward No. 83, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,50,000.00**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**.

6. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/084/PIT COVER/2024-2025**
Name of work: **Providing and fixing M.H. Cover/G.P. Cover/C.P. Cover/Inspection PIT Cover According to Requirement within 24 hours in Ward No. 84, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,50,000.00**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**.

7. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/085/PIT COVER/2024-2025**
Name of work: **Providing and fixing M.H. Cover/G.P. Cover/C.P. Cover/Inspection PIT Cover According to Requirement within 24 hours in Ward No. 85, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,50,000.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**.

8. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/086/PIT COVER/2024-2025**
Name of work: **Providing and fixing M.H. Cover/G.P. Cover/C.P. Cover/Inspection PIT Cover According to Requirement within 24 hours in Ward No. 86, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,50,000.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**.

9. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/087/PIT COVER/2024-2025**
Name of work: **Providing and fixing M.H. Cover/G.P. Cover/C.P. Cover/Inspection PIT Cover According to Requirement within 24 hours in Ward No. 87, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,50,000.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**.

10. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/088/PIT COVER/2024-2025**
Name of work: **Providing and fixing M.H. Cover/G.P. Cover/C.P. Cover/Inspection PIT Cover According to Requirement within 24 hours in Ward No. 88, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,10,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,200.00**.

11. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/090/PIT COVER/2024-2025**
Name of work: **Providing and fixing M.H. Cover/G.P. Cover/C.P. Cover/Inspection PIT Cover According to Requirement within 24 hours in Ward No. 90, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**.

12. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/068/CHOKAGE/2024-2025**
Name of work: **Urgent Removal of Chokage/Collpase Sewer/Damage Sewer Lines etc. in Ward No. 68, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**.

13. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/069/CHOKAGE/2024-2025**
Name of work: **Urgent Removal of Chokage/Collpase Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No. 69, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**.

14. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/070/CHOKAGE/2024-2025**
Name of work: **Urgent Removal of Chokage/Collpase Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No. 70, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**.

15. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/072/CHOKAGE/2024-2025**
Name of work: **Urgent Removal of Chokage/Collpase Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No. 72, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**.

16. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/083/CHOKAGE/2024-2025**
Name of work: **Urgent Removal of Chokage/Collpase Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No. 83, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**.

17. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/084/CHOKAGE/2024-2025**
Name of work: **Urgent Removal of Chokage/Collpase Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No. 84, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**.

18. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/085/CHOKAGE/2024-2025**
Name of work: **Urgent Removal of Chokage/Collpase Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No. 85, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**.

19. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/086/CHOKAGE/2024-2025**
Name of work: **Urgent Removal of Chokage/Collpase Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No. 86, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**.

20. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/087/CHOKAGE/2024-2025**
Name of work: **Urgent Removal of Chokage/Collpase Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No. 87, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**.

21. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/088/CHOKAGE/2024-2025**
Name of work: **Urgent Removal of Chokage/Collpase Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No. 88, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**.

22. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/090/CHOKAGE/2024-2025**
Name of work: **Urgent Removal of Chokage/Collpase Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No. 90, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**.

23. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/068/POTHOLES/2024-2025**
Name of work: **Urgent Repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No. 68, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,50,000.00**. Earnest Money: ₹ **7,000.00**.

24. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/069/POTHOLES/2024-2025**
Name of work: **Urgent Repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No. 69, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**.

25. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/070/POTHOLES/2024-2025**
Name of work: **Urgent Repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No. 70, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**.

26. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/072/POTHOLES/2024-2025**
Name of work: **Urgent Repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No. 72, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,50,000.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**.

27. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/083/POTHOLES/2024-2025**
Name of work: **Urgent Repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No. 83, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,15,000.00**. Earnest Money: ₹ **6,300.00**.

28. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/084/POTHOLES/2024-2025**
Name of work: **Urgent Repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No. 84, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**.

29. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/085/POTHOLES/2024-2025**
Name of work: **Urgent Repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No. 85, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,30,000.00**. Earnest Money: ₹ **6,600.00**.

30. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/086/POTHOLES/2024-2025**
Name of work: **Urgent Repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No. 86, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **5,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**.

31. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/087/POTHOLES/2024-2025**
Name of work: **Urgent Repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No. 87, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,60,000.00**. Earnest Money: ₹ **3,200.00**.

32. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/088/POTHOLES/2024-2025**
Name of work: **Urgent Repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No. 88, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,70,000.00**. Earnest Money: ₹ **3,400.00**.

33. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-VIII/090/POTHOLES/2024-2025**
Name of work: **Urgent Repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No. 90, Br.-VIII.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,80,000.00**. Earnest Money: ₹ **5,600.00**. Period of Completion: **1 year**. (for Sl. No. 1 to 33). Last Date and Time of submission of Bid: **27.06.2024–12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 33). Date of opening of tender: **29.06.2024–12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 33). The bid forms and other details are available on and from **18.06.024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 33). The website: **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 33).

38/24-25

যোগাশ্রী প্রকল্পে সংখ্যালঘু, অনগ্রসর শ্রেনী ও সাধারন শ্রেনীভুক্তদের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১১ জুন ঃ দরিদ্র ও মেধাবি ছাত্র ছাত্রীদের ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারিং এ সাফল্যের জন্যে রাজ্য সরকার যোগাশ্রী প্রকল্পে সংখ্যালঘু, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেনী ও সাধারন শ্রেনীভুক্তদের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ এক্স হ্যান্ডলে তপশিলী জাতি, উপজাতিভুক্ত ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে চলতি বছর থেকে অন্যান্যরাও একাদশ শ্রেনী থেকে এই প্রকল্পে বিনামূল্যে প্রশিক্ষনের সুবিধা পাবে বলে জানিয়েছেন। এইজন্যে রাজ্যজুড়ে প্রশিক্ষন কেন্দ্রের সংখ্যা বা।য়ে ৫০ ও দুই হাজার প্রশিক্ষিত সহায়ক নিয়োগ করা হয়েছ বলে তিনি জানিয়েছেন। চলতি বছরে এই প্রকল্পে রাজ্যের অনেক ছাত্র ছাত্রী বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন বলেও তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়েছেন।

বাণিজ্যিক গাড়ির পথকর এককালীন জমা দিলে ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুন ঃ রাজ্য সরকার বাণিজ্যিক গাড়ির পথকর এককালীন জমা দিলে ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নবান্নের তরফে জারি করা এক নির্দেশিকায় তিন বছরের কর একসঙ্গে দিলে পনেরো, পাঁচ বছরের জন্যে ৩০ এবং ১৫ বছরের কর একসঙ্গে দিলে চল্লিশ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য এখন ৬ টন পর্যন্ত ওজনের বাণিজ্যিক গাড়ির জন্য তিন মাস অন্তর কর জমা দিতে হয়। সেটা বাড়িয়ে এক বছর অন্তর দেওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে।

বাসের দরজা ভেঙে রাস্তায় পড়ে আহত যাত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুন ঃ চলন্ত বাসের দরজা ভেঙে বিপত্তি মুকুঃদপুরে। বাসের দরজা ভেঙে চলন্ত বাস থেকে রাস্তায় পড়ে গেলেন বেশ কয়েকজন যাত্রী। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার মৌলালিতে এমন ঘটনাই ঘটল হাওড়া থেকে মুকুন্দপুরগামী ২৪এ১ রুটের একটি বাসে। বাস থেকে রাস্তায় পড়ে গিয়ে বেশ কয়েক জন যাত্রী আহত হয়েছেন। তাঁদের অনেককেই এনআরএস হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। বাসের গেটের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন বেশ কয়েকজন যাত্রী, আচমকাই মুকুন্দপুরগামী ২৪এ১ রুটের ওই বাসের দরজা ভেঙে পড়ে। ভারসাম্য হারিয়ে বেশ কয়েকজন যাত্রী রাস্তায় পড়ে যান।

ব্যান্ডেলে সাইকেল আরোহী তরুণীকে পিষে দিল ট্রাক, চালক আটক

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১১ জুন ঃ হুগলির ব্যান্ডেল মোড় এলাকায় বেপরোয়া ট্রাকের চাকায় পিষে মৃত্যু হল সাইকেল আরোহী এক তরুণীর। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ সিমেন্ট বোঝাই করে একটি ট্রাক জিটি রোড ধরে ব্যান্ডেল মোড় থেকে সাহাগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। ওই তরুণী সাইকেল নিয়ে জিটি রোড ধরেই লিচুবাগান এলাকার দিকে যাচ্ছিলেন। পিছন দিক থেকে ট্রাকটি ওই তরুণীকে পিষে দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠায়। দুর্ঘটনার পরই ওই ঘাতক ট্রাকের চালক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তাকে কয়েকজন ধাওয়া করে ধরে ফেলেন। পরে ওই চালককে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনার জেরে সাময়িক যানজট তৈরি হয় জিটি রোডে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, নিহত তরুণীর নাম রিম্পা হরিজন (২০)। তাঁর বাড়ি ব্যান্ডেল লোকপাড়া এলাকায়।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের মালবাহী লোডিং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুন ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে চলতি আর্থিক বছরের ২০২৪-২৫ এর প্রথম দুই মাসে (এপ্রিল-মে) ৩৪.৯১ মিলিয়ন টন মূল মাল লোড করেছে। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে গত অর্থবছরে (অর্থাৎ ২০২৩-২৪) ২১১.৬০ মিলিয়ন টন রেকর্ড মাল লোডিং অর্জন করেছে এবং এই ক্রমবর্ধমান প্রবণতা চলতি অর্থবছরেও অব্যাহত রয়েছে। এসইআর এপ্রিল-মে, ২০২৪ এর মধ্যে ১৮.০৫ মিলিয়ন টন লৌহ আকরিক লোড করেছে, যা গত অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় ৩.৮৫ বেশি। এসইআর এই সময়ের মধ্যে ৮.৯৬ মিলিয়ন টন কয়লা লোড করেছে, যা গত অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় ২.১৭ বেশি। মাল লোডিংয়ের অন্যান্য প্রধান পণ্যগুলি হল পিগ আয়রন এবং ফিনিশড স্টিল, সিমেন্ট, খাদ্যশস্য, সার ইত্যাদি। ২০২৩ সালের একই সময়ের তুলনায় এপ্রিল-মে, ২০২৪-এ মূল মালবাহী রাজস্ব ২.৯৮ বৃদ্ধি পেয়েছে। এপ্রিল-মে, ২০২৪ এর মধ্যে, মালবাহী লোডিং থেকে ৩১৬৬.৬৬ কোটি টাকা আয় হয়েছে। আগের বছরের একই মাসে ৩০৭৬.১৩ কোটি টাকা।

গত এপ্রিল মাস থেকেই মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুন ঃ রাজ্য সরকার পূর্ব ঘোষিত মে মাসের পরিবর্তে গত এপ্রিল মাস থেকেই কর্মচারীদের বর্ধিত হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ নবান্নে অর্থ দপ্তর থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় মে মাসের পরিবর্তে চলতি অর্থ বছরের শুরু এপ্রিল মাস থেকেই সরকারি, আধা সরকারি, পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত কর্মী, স্বশাসিত সংস্থায় কর্মরত কর্মী ছাড়াও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরা এই সুবিধা পাবেন বলে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গত বছর ডিসেম্বরে কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে মে মাস থেকে কর্মচারীদের চার শতাংশ হারে মহার্ঘভাতা দেওয়ার কথা ঘোষনা করেছিলেন। এরজন্যে রাজ্য সরকারের দুই হাজার ৪০০ কোটি টাকা খরচ হবে বলে তিনি জানান। উপকৃত হবেন প্রায় ১৪ লক্ষ সরকারি কর্মীচারী। এরপরে সম্প্রতি নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে তিনি মে মাসের পরিবর্তে এপ্রিল মাস থেকে এই মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার কথা জানান।

মঙ্গলেও যাত্রী দুর্ভোগ অব্যাহত শিয়ালদহ মেন শাখায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুন ঃ সোমবারের পরে ফের মঙ্গলবারেও দেরিতে চলছে শিয়ালদহ মেন শাখার প্রায় সব লোকাল ট্রেন। শুধু শিয়ালদহ মেন শাখা নয়, শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখা এবং শিয়ালদহ-ডানকুনি শাখায় ট্রেনও দীর্ঘক্ষণ দেরিতে চলছে বলে জানা গিয়েছে। সোমবার প্রায় সারাদিন লোকাল ট্রেন দেরিতে চলার পরে মঙ্গলেও প্রায় সব ট্রেন গড়ে তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট দেরিতে চলছে। প্রসঙ্গত গত সপ্তাহে বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে রবিবার দুপুর পর্যন্ত শিয়ালদহ মেন শাখায় ট্রেনের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। চরম দুর্ভোগে প।ছিল বহু যাত্রী। ভিারে চাপে ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছিল এক যাত্রীর, তারপরেও রেলের দাবি ছিল সব কিছু স্বাভাবিক আছে। কিন্তু সোমবার ও তারপরে মঙ্গলবারও চরম দুর্ভোগ হয় যাত্রীদের। একদিকে তীব্র দহন যন্ত্রণা, অন্যদিকে ট্রেন লেট। ভিড়ের মধ্যে অনেকেই অসুস্থ বোধ করেন এদিন। ক্ষুব্ধ যাত্রীরা প্রশ্ন তুলছেন, তিনদিন ধরে তাহলে কী করল রেল? যদিও এই সমস্যা কবে বা কখন মিটবে তা জানা যায়নি রেলের তরফে।

উচ্চ ভলিউম লো স্পিড ফ্যান ইনস্টল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুন ঃ এই প্রচণ্ড গরমে মেট্রো যাত্রীদের জন্য একটি সুখবর! মেট্রো প্রাঙ্গনে যাত্রী সুবিধার উন্নতির অংশ হিসাবে, আজ কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনে একটি অত্যাধুনিক হাই-ভলিউম লো স্পিড ফ্যান ইনস্টল করা হয়েছে। এই স্টেশন ব্যবহারকারী যাত্রীরা এখন মেট্রো ধরার আগে ছাদ থেকে ঝুলন্ত এই বিশাল পাখার মিষ্টি হাওয়া. উপভোগ করতে পারবেন। এই উচ্চ শক্তি দক্ষ BLDC HVLS ফ্যান এই বিরাজমান তীব্র তাপ এবং আর্দ্র অবস্থায়. যাত্রীদের কিছুটা স্বস্তি দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। মেট্রো ব্যবহারকারীদের একটি শীতল এবং সতেজ যাত্রা প্রদান করার জন্য এই ফ্যানটি কৌশলগতভাবে পুরানো কবি সুভাষ এবং নতুন কবি সুভাষ স্টেশনের সংযোগকারী করিডোরে স্থাপন করা হয়েছে। এই পাখাগুলি পার্শ্ববর্তী তাপমাত্রাকে কয়েক ডিগ্রি কমাতে সক্ষম এবং অনেক ঐতিহ্যবাহী পাখা প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম। ভক্তরা উল্লেখযোগ্যভাবে কম শক্তি ব্যবহার করার সময়। এই নতুন ইনস্টল করা ফ্যানটি নীরবে কাজ করে এবং একটি বিশাল এলাকা জুড়ে স্টেশন চত্বরে বায়ু প্রবাহের সঞ্চালন উন্নত করে। বর্তমানে, ব্লু লাইনে এই জাতীয় দুটি ফ্যান স্থাপন করা হয়েছে, একটি কবি সুভাষ স্টেশনে এবং আরেকটি কবি সুভাষ কারশেডে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে। মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ আগামী দিনে আরও ২৫ টি ফ্যান সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করেছে। দমদম, বরানগর ও দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে পর্যায়ক্রমে এই ফ্যান বসানো হবে। মেট্রো যাত্রীদের প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে, এই ধরনের নান্দনিকভাবে সুন্দর এবং শক্তি সাশ্রয়ী ফ্যানগুলি আগামী দিনে অন্যান্য উঁচু স্টেশনগুলিতেও ইনস্টল করা হতে পারে।

কবি স্টেশন পরিদর্শনে মহাব্যবস্থাপক

কলকাতা, ১১ জুন ঃ শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে আজ অর্থাৎ ১১.০৬.২০২৪ মোটরম্যানের ক্যাবে পার্ক স্ট্রিট থেকে ব্লু লাইনের কবি সুভাষ স্ট্রেচ পর্যন্ত একটি ফুটপ্লেট পরিদর্শন করেছেন। শ্রী রেড্ডি ব্লু লাইনের কবি সুভাষ স্টেশন এবং এর পাতাল রেলের সমস্ত জায়গা পরিদর্শনও করেছেন। তিনি এই স্টেশনের স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন, প্ল্যাটফর্ম, টিকিট কাউন্টার, AFC-PC গেট, সিঁড়ি, লিফট, এসকেলেটর পরিদর্শন করেছেন। তিনি কবি সুভাষ কারশেডে রেকের রক্ষণাবেক্ষণও দেখেছিলেন। এই পরিদর্শনের সময়, শ্রী ভি কে শ্রীবাস্তব, প্রধান প্রকৌশলী, শ্রী অসীম মজুমদার, প্রধান প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী, মেট্রো রেল এবং মেট্রো রেলওয়ের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তার সাথে ছিলেন। পরিদর্শন শেষ করার পরে, জিএম যতীন দাস পার্ক স্টেশন পর্যন্ত একটি মেট্রোতে ভ্রমণ করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

মন্ত্রিত্ব পেয়েই আশীর্বাদ নিতে দিলীপের কাছে সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ মন্ত্রিত্ব পেয়েই আশীর্বাদ নিতে দিলীপ ঘোষের কাছে গেলেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। দিলীপ ঘোষের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন তিনি। সুকান্ত মজুমদার সোশ্যাল মিডিয়াতে লেখেন, তৃতীয়বারের মোদী সরকারের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বে বিজেপির অভিজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও দাদা শ্রী দিলীপ ঘোষ মহাশয়ের কাছে আশীর্বাদ নিলাম। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী জির সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। উল্লেখ্য, রবিবার দুপুরেই জানা গিয়েছিল মন্ত্রিত্ব পাচ্ছেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। দুটি মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। বর্তমানে দিল্লিতেই রয়েছেন সুকান্ত। সেখানেই রয়েছেন দিলীপ ঘোষও। মঙ্গলবার সকালে মন্ত্রকের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার আগে সটান দিলীপের কাছে হাজির হন সুকান্ত মজুমদার। পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন তাঁরা। দিলীপের আশীর্বাদ নিয়ে গন্তব্যে রওনা দেন সুকান্ত। এই ভাবে মন্ত্রীত্ব পাওয়াতে তার দলেও আনন্দ বেড়ে যায়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৯২ সংখ্যা, বুধবার, ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

স্কুল অব ট্রপিক্যাল

কলকাতার 'স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন' বিভাগের নাম ইংরেজ আমলে থেকেই আন্তর্জাতিক স্তরে গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। কলকাতা মেডিকেল কলেজে পাশেই গড়ে উঠেছিল এই গবেষণাগারটি। ওখানে ওষুধ নিয়ে গবেষণার কাজে যারা নিযুক্ত তাদের নাম নথিভুক্ত করানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে। গবেষণা ছাড়া এখানে সাধারণ চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই। যেসব ডাক্তাররা নতুন ওষুধ আবিস্কার করার নেশায় মত্ত থাকতেন তাদেরকে এখানে গবেষণা করার সুযোগ করে দেওয়া হয়। কলকাতা 'স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন' বিভাগটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪ সালে। এশিয়ার সেরা মেডিসিন গবেষণা কেন্দ্র। এটাইকে আবার বলা যেতে পারে যে এশিয়ার প্রথম মেডিকাল গবেষণাগার। কলকাতা মেডিকেল কলেজ যেমন এশিয়ার প্রথম মেডিকেল কলেজ ঠিক তেমনি এশিয়ার প্রথম ওষুধ গবেষণাগার হচ্ছে কলকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন। এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লিওনার্ড রজার্স। তিনি ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের সদস্য ছিলেন। পাশাপাশি তিনি আবার বিখ্যাত প্যাথলজির চিকিৎসকও ছিলেন। এই ট্রপিক্যাল মেডিসিন বিভাগকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৩ সালে স্বীকৃতি দেয়। তার আগে এখানকার সব গবেষকেরা ব্রিটেনের মেডিক্যাল কলেজের অধীনে গবেষণার কাজে লিপ্ত হতেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ডিন হন অধ্যাপক বিভূতি সাহা। তিনি একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। ডিরেক্টর ছিলেন অধ্যাপক ডাক্তার প্রদীপ কুমার কুণ্ড। এখানে গবেষণার কাজে নিযুক্ত ছিলেন বিখ্যাত গবেষক রোনাল্ড রস, ইউ এন ব্রহ্মচারী, রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রাম নারায়ণ চক্রবর্তী এবং জ্যোতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। রাম ভূষণ যাদব এখানে গবেষণার কাজে যুক্ত ছিলেন। পরে তিনি নেপালের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। আর বাবা আমাতে ছিলেন লেপ্রসি রোগ চিকিৎসায় জগত বিখ্যাত ব্যক্তি রূপে পরিচিত হন। তবে রোনাল্ড রস এখানে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ম্যালেরিয়া। ১৯০২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তিনি প্রায় পঁচিশ বছর ধরে ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসে কাজ করেছিলেন। লিভারপুল স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন বিভাগের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। আবার তিনি কলকাতা ট্রপিক্যাল মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি দশটি বছর কাটিয়েছেন। চিকিৎসক এবং গবেষক রোনাল্ড রস জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৩ মে ১৮৫৭ সালে আলমোরাতে। তখন এই আলমোরা ব্রিটিশ ভারতের অধীনে ছিল। তাঁর পিতা ছিলেন ব্রিটিশ ভারতীয় সেনার একজন জেনারেল। পিতার নাম ছিল স্যার ক্যাম্বেল ক্লেই গ্রান্ড রস। ছোটবেলা থেকে রোনাল্ড রস পড়াশুনা করেছেন ইংল্যাণ্ডে। সেখানে অক্সফোর্ড এবং ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম স্থানাধিকার লাভ করেন।

সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল

বিজলী গ্রীলের ম্যানেজার সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যালকে জিজ্ঞেস করলেন উনি কে স্যার? নারায়ণ সান্যাল বললেন, আমাদের জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমার। ভাষাবিদ। ম্যানেজার বললেন,আর ক'জন এমন ভাষাবিদ আপনার নিমন্ত্রিত আছেন স্যার? নারায়ণ সান্যাল জবাব দিলেন আর কেউ নেই, আপনি নির্ভয়ে 'ফিস ওর্লী' চালাতে পারেন। বিয়ে বাড়ির নির্ভেজাল আনন্দ সঙ্গে একটু হলেও বিড়ম্বনা! শেষ পর্যন্ত আসরে নামলেন সাহিত্যিকের মেজদা। নিরুপায় হয়ে তিনি সুনীতিকুমারকে বললেন আপাতত এল রান্নাঘরের থেকে। স্রেফ মাছ ভাজা বলে ধরে নিন না। বুৎপত্তিগত না হোক উৎপত্তিগত হদিসটা পেলেন। সুনীতিকুমার সরল রসিকতায় খুশি হয়ে জবাবে বললেন, তাই বলুন মাছ ভাজা! ওর্লী নয়! তাহলে ওপিঠটা খাওয়া যেতে পারে। নারায়ণ সান্যালের বড় মেয়ের বিয়েতে আমন্ত্রিত অতিথি আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর হাতে নিজের লেখা দুটি বই, নারায়ণ বাবুর কন্যাকে বই দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। অতিথিদের রসনাতৃপ্তির দায়িত্বে বিজলী গ্রীল। ছাদেই চলছে রান্নাবান্না। ক্যাটারার সংস্থাকে আগেই বলা আছে প্রথম ব্যাচ বসবে সন্ধ্যে সাতটায়। নারায়ণ সান্যালের দাদা,ভায়রাভাই সহ অন্য স্বজনরা সুনীতিকুমারকে উষ্ণ আতিথেয়তায় মুগ্ধ করে ফেলেছেন। দাদাই বলেছিলেন সব রান্না এখনও শেষ হয়নি,যা হয়েছে সামান্য নিয়ে আসি। সুনীতিকুমার সম্মতি দিয়ে বললেন - আনুন। অল্প অল্প করে চেখে দেখি। বিজলী গ্রীলের ম্যানেজার অমায়িক ভদ্রলোক, দুপুর থেকে রান্নার তদারকী করছেন। তিনিই এগিয়ে আসলেন নারায়ণ বাবুকে আসতে দেখে, বলুন স্যার। - দেখুন, আমার একজন অতি বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক এসেছেন, আপনাদের কি কি রান্না হয়েছে? ম্যানেজার জানালেন পাঁপড় ছাড়া সব রেডি। নারায়ণ বাবু আরও বললেন, ওসব ছ্যাচড়া,ট্যাচড়ার দরকার নেই, তাহলে স্যার খান কয়েক রাধাবল্লভী,মাংস আর ফিস ওর্লী নিয়ে যাই? একটু পরে থালায় খাবার সাজিয়ে ভদ্রলোক নীচে এলেন। সাহিত্যিকের মেজদি আনলেন অন্য পাত্রে দই, মিষ্টি। এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল, হঠাৎ একটি খাবারের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে সুনীতিকুমার বললেন ওটা কি? সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করছেন, নারায়ণ সান্যাল বললেন ইয়ে স্যার ওটা 'ফিস ওর্লী'। - ফিস-এর কি? সুনীতিকুমার খাবার চিবানো বন্ধ করে সোজা হয়ে বসে বললেন -কোন দেশী খাবার? সাহিত্যিকের বিদ্যে শেষ, শরণাপন্ন হতে হল বিজলী গ্রীলের ম্যানেজারের। তিনি উত্তর দিলেন , সেই উত্তরে প্রসন্ন না হয়ে সুনীতিকুমার জানতে চাইলেন রোমান হরফে বানান।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

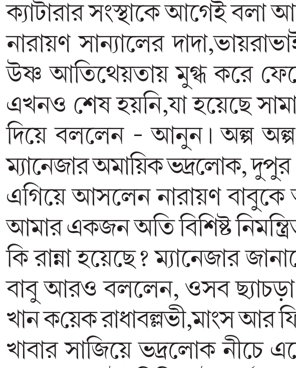

জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তি হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারণ করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বললেন, মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। মা ভবতারিনী হচ্ছেন চক্ষু দানকারী। তিনি চক্ষু দিয়ে জগতকে চেনাতে শেখান। তিনি আছেন বলেই তার সন্তানরা শক্তিশালী এবং বলবান হয়ে থাকেন। মা তার সন্তানদের জ্ঞান চক্ষু দান করে থাকেন। তিনি আছেন বলে জগত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিনী। তিনি শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে পারে। তিনি আছেন বলেই শত্রুকে বিনাশ করা সম্ভব হয়। তিনি আছেন বলেই শুভ শক্তির উদয় ঘটে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বললেন, শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক

ঐতিহ্যময় অতীত কলকাতার স্মৃতি ধরা পড়ে চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 'যখন ছোট ছিলাম' লেখনিতে

রবীন্দ্র কুমার শীল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সত্যজিৎ রায়ের ছেলেবেলা একই রকম ছিল বলা যেতে পারে। শিশু রবীন্দ্রনাথ যেমন ঠাকুর বাড়িতে বড়দের সঙ্গে মিশতে পারতেন না। তাঁর চাকরাই ছিল বন্ধু। ঠিক সেই রকম সত্যজিৎ রায়ের ছেলেবেলায় গড়পারের বাড়িতে রাঁধুনী বামনীর ছেলে হরেন ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই হরেনকে নিয়ে সত্যজিৎ রায় একটি স্বপ্নও দেখেছিলেন সেটা তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর লিখিত 'যখন ছোট ছিলাম' শৈশবকথার সূচনায়। কলকাতার গড়পারে সত্যজিৎ রায়ের আদি বাড়ি। তারপরে সেই বাড়ি ত্যাগ করে চলে আসেন মাত্র পাঁচ বছর বয়সে। কারণ পিতা সুকুমার রায় গড়পারের বাড়িতে পরলোকগমন করেছিলেন। সেই কারণে এই গড় পারের বাড়ি ত্যাগ করে ভবানীপুরে চলে আসেন। গড়পার ছেড়ে চলে এলেও শিশু সত্যজিৎ রায়ের মন থেকে গড় পার একেবারে মুছে যায়নি। তিনি 'স্মৃতিকথা'য় তার উল্লেখ করেছেন। সত্যজিৎ রায় লিখছেন যে ছোটবেলায় যা দেখেছেন তা এখন আর কলকাতায় দেখতে পাওয়া যায়নি। আগে তাঁর বাড়ির রেলিংয়ে লেখা একটি বোর্ড থাকতো তাতে লেখা ছিল 'টু লেট'। তখন তা পাড়ায় পাড়ায় দেখা যেত। এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। কলকাতায় ওয়ালপোর্ড কোম্পানির লাল ডবল ডেকার বাসের ওপরে ছাদ ছিল না। সেই বাসের দোতলায় বসে হাওয়া খেতে খেতে কলকাতা দেখা দৃশ্যকে উপভোগ করা যেত। তখন সব বাসের রং ছিল লাল। এখন তো বাসের রং নীল সাদা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিলাতেও এখনও সেখানকার বাসের রং লাল। তখন কলকাতায় বড় গাড়ি চলত। তবে এতো জ্যাম ছিল না। সেই সব গাড়ির প্রত্যেকের চেহারা এবং হর্ন আলাদা। ফোর্ড শেভ হাম্বার ভক্সহল উলসলি ডজ বুইক অস্টিন স্টুডিবেকার মরিস ওল্ডসমোবিল ওপ্যাল সিয়োর্টা -এখন এই সব গাড়ি শহর থেকে লোপ পেয়েছে। তখন অধিকাংশ কলকাতার সাহেবরা এবং দেশি ধনীরা ইউরোপ থেকে গাড়ি কিনে নিয়ে আসতো। সেই সব গাড়িতে করে হাওয়া খেতে বা ব্যবসার কাজে বের হতো। খুলে গাড়ি বেবি অস্টিন তখন কলকাতার রাস্তায় চালাচল করতো। তা তো এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। তবে 'দ্য স্টেটম্যান'এর ভিনটেজ র‍্যালিতে এই সব প্রাচীন গাড়িগুলি দেখতে পাওয়া যায় বছরে একবারই। ভিনটেজ র‍্যালি এখনও কলকাতায় চালু রয়েছে। সাপের মুখওয়ালা 'বোয়া হর্ন' লাগানো বিশাল ল্যানসিয়া, লাসাল এই সব আমীরী গাড়িগুলির কথা মনে কপড়ে মনে হয় স্বপ্ন দেখেছিলাম। কচ্ছপের খোলের মতো প্রথম ট্রাম্পলাইনড বাড়ি কলকাতায় এলো। ঘোড়ার গাড়ি তো কলকাতায় দেখতে পাওয়া যায় না। সত্যজিৎ রায় লিখছেন, গড়পারে থাকার সময়ে তাঁদের বাড়িতে মোটরগাড়ি ছিল না। ঘোড়ার গাড়ি ছিল। ফিটন চড়তে শিশু সত্যজিতের বেশ আনন্দই হতো। তখন কলকাতার আকাশে টু সিটার প্লেন দেখতে পাওয়া যেত। বেহালা

ফ্লাই ক্লাব শুরু হয়েছে। বাঙালরা প্লেন চালানো শিখছে। এই সব প্লেন থেকে মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনের কাগজ ফেলে দেওয়া হতো আকাশ থেকে। খানকতক বকুলবাগান বাড়ির ছাদে এসে পড়লেছিল। তা তুলে দেখতে পাওয়া গেল বাটার বিজ্ঞাপন। সত্যজিৎ রায়ের যুগে কলিনজে টুথপ্রাস আজকাল কাউকে ব্যবহার করতে দেখা যায় না। কলিনজে টুথপেস্ট। তখন কালো রংয়ের সোয়ান আর ওয়াটারম্যান ফাউন্টেন পেন ছিল। কালি ভরে লিখতে হতো। গরমকালে কলকাতায় কোয়ালিটি ফ্যারিনির যুগে বাড়িতে ফ্রিজার দিয়ে আইসক্রীম এখন আর কেউ তৈরি করে না। বাড়ির তৈরি ভ্যানিলা আইসক্রীম এর সঙ্গে ঠেলাগাড়ির আইসক্রীমের তুলনা চলে না। ছোটবেলায় অসুখ করলে ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখে দিতেন। সেই প্রেসক্রিপশন দেখে মিক্সচার দেওয়া হতো ডাক্তারখানা থেকে। কাচের শিশির গায়ে আটা গিয়ে লাগানো ফিতে লাগানো থাকতো। প্রতিদিন একটি করে খেতেদেওয়া হতো। সেই মিক্সচার থেকে বেশ ভালোই লাগতো। এখন তো আর ডাক্তাররা মিক্সচার দেয় না। মিক্সচার দেওয়াটা উঠে গিয়েছে। সত্যজিৎ রায় লিখছেন তাঁর জন্মগ্রহণ করার পর পিতা সুকুমার রায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মাঝে মাঝে সুস্থ হলে পিতাকে বাইরে চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া হতো। পিতার সঙ্গে শিশু সত্যজিৎ রায় সোদপুর এবং গিরিডি গিয়ে ছিলেন। সোদপুরে থাকার সময়ে বাবা ছবি আঁকছিলেন। তিনি বলে উঠলেন দেখতো জাহাজ যাচ্ছে। সত্যজিৎ রায় দৌড়ে গিয়ে প্রথম ভোঁ বাজানো স্টিমার দেখলেন। গিরিডিতে বাবার সঙ্গে গিয়েছিল। সেখান বুড়ো চাকর প্রয়াগ সত্যজিতের বন্ধু ছিলেন। বালি খুঁড়লে জল বের হয় সেটা প্রথম জানতে পেরেছিলেন তিনি। বুড়ো প্রয়াগ এবং সত্যজিৎ রায় বালি খুঁড়তে শুরু করে দিলেন। জল বের হলো। জল বের হতেই একটি দেহাতি মেয়ে এসে হাত ধুঁয়ে চলে গেল। মনে রাগ হয়েছিল শিশু সত্যজিতের। গড়পারের বাড়ির নম্বর ছিল একশো। গড়পারের বাড়ির মতো আর কোথাও সেই রকম বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়নি। বাড়ির সঙ্গে ছাপাখানা। ঠাকুরদা উপেন্দ্র কিশোর নিজের হাতে নকশা করা এই বাড়িতে থাকতে পেরেছিলেন মাত্র বছর চারেক। তিনি মারা যান সত্যজিৎ রায়ের জন্মের সাড়ে পাঁচ বছর আগে। বাড়ির সামনে দেওয়ালে দিকে উঁচু করে লেখা ছিল 'ইউ রায় অ্যান্ড সন্স, প্রিন্টারস অ্যাণ্ড ব্লক মেকারস'। বাড়ির ছাদে চোর চোর খেলা এবং ঘুড়ি ওড়ানোর মতো জায়গা ছিল। বাড়ির পশ্চিমদিকে মুক ও বধির স্কুল। আপ পুর্বের দিকে ছিল এথিনিয়াম স্কুল। এথিনিয়াম স্কুল থেকে নামতা পড়া এবং বই পড়ার সুর ভেসে আসতো। সেই সব নামতা এবং বই পড়ার সুর থেকে শিশু সত্যজিৎ রায় শেখার চেষ্টা করতেন। নামতা তাঁর মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। ছোট কাকা সুবিমল রায়ের ভাত খেতে দেখে খুব মজা লাগতো। তার কারণ কাকা প্রতিটি গ্রাস বত্রিশবার করে চিবোতেন। তারপরে পেটে চালান করে দিতেন। কাকা বলতেন, নাহলে নাকি খাবার পেটে হজম হয় না। গড়পারের বাড়িতে কুলদারঞ্জন রায় থাকতেন। তাঁকে আবার শিশু সত্যজিৎ রায় ধনদাদু বলে ডাকতেন। ধনদাদু মুগুর ভাঁজতেন, দাদু মৃত লোকের ছব বড় করতেন। দাদু আবার রাতের বেলায় সত্যজিৎ রায়কে সঙ্গে নিয়ে গল্প বলতেন। ধনদাদু কুলদারঞ্জন রায় ক্রিকেট খেলতেন। জাঁদরেল সাহেব টিম ক্যালকাটার বিরুদ্ধে বাঙালি দল টাউন ক্লাবের হয়ে খেলতে গিয়ে সেঞ্চুরি করেছিলেন। যখন সত্যজিৎ রায় ধনদাদুকে দেকেছেন তখন তাঁর খেলার বয়স ছিল না। তবে এম.সি.সি অস্ট্রেলিয়া দল কলকাতায় আসলেই ধনদাদুর মন পড়ে থাকতো ইডেনে। দাদুর পেশা ছিল ছবি এনলার্জ করা। নাটোরের রাজা জগদিন্দ্রনারায়ণের ছবি ফিনিশ করছেন রং দিয়ে। পাশে বসে কাজ দেখতেন নাটোরের নতুন মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ। ইউ রায় সন্স থেকে দারুণ দারুণ ছোটদের জন্য লেখা বই প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল ইলিয়াড, ওডিসিউস, পুরাণের গল্প, বেতাল পঞ্চবিংশতি, বত্রিশ সিংহাসন কথাসরিৎ সাগর। এই ছোটদের বইগুলি আবার জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই গঙ্গগুলি 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম সন্দেশ পত্রিকা প্রকাশিত হয় গড়পার থেকে। রামদহিন ছিল ছাপাখানার একজন কর্মী। কর্মী হলে তিনি ছিলেন একেবারে ঘরের লোক। বিহারের ছেলে। আর তার কাছে ছিল সত্যজিতের আবদার। একটা কাগজে হিজিবিজি একে রামদহিনকে বলে দিতেন, 'রামদহিন এটা সন্দেশে বেরোবে।' রামদহিন তক্ষুনি মাথা নেড়ে বলে দিল 'হ্যাঁ খোকাবাবু, হ্যাঁ।' গড়পার থেকে শিশু সত্যজিৎ রায়ের পড়াশুনা শুরু হয়েছিল। গৃহশিক্ষা। ধনদাদুর মেয়ে বুলুপিসি সত্যজিৎকে ইংরেজি পড়াতেন। বইটির নাম ছিল 'স্টেপ টু স্টেপ'। মাও ছেলেকে পড়াতেন। তবে তিনি ইংরেজি থেকে বাংলা করে সত্যজিৎকে গল্প করে শোনাতেন। দুটো ভুতের গল্প ইংরেজি থেকে বাংলা করে মা তাঁকে শুনিয়েছিলেন। একটি হচ্ছে কোনান ডয়েলের 'ব্লু জন গ্যাপ' আর 'ব্রেজিলিয়ান ক্যাট'। বুলুপিসির পরের বোন ছিলেন তুতুপিসি। তিনি থাকতেন আপার সার্কুলার রোডে। তাঁর বাড়ির পাশ দিয়ে যেত রেল গাড়ি। সেই গাড়ি লোক বহন করতো না। ছোট রেল গাড়ি। শহরের আবর্জনা নিয়ে ধাপার মাঠে ফেলার গাড়ি। লোকে তাই তাকে বলত 'ধাপা মেল'। সত্যজিৎ রায়ের ভাইবোন না থাকলেও তার সময় কাটতো হরেন এবং ছেদির সঙ্গে। ছেদি আবার ভালো ঘুড়ি ওড়াতে পারতো এবং ঘুড়ি তৈরি করতে পারতো। রঙিন কাগজ দিয়ে পাতলা ফানুস তৈরি করতো সেগুলি কালী পুজোর সময়ে ছাদে ওড়ানো হতো। গড় পারে সত্যজিতের বাড়ির কাছাকাছি ছিল জগদীশ চন্দ্র বসুর বাড়ি। সেখানে বিকেল হলেই মাঝে মধ্যে ঘুরতে যেতেন বালক সত্যজিৎ রায়। তাঁর বাড়িতে একটি চিড়িয়াখানা ছিল। সেই চিড়িয়াখানার ওপরে প্রবল আকর্ষণ ছিল বালক সত্যজিতের। আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে থাকতেন কার্তিক, গণেশ বাপী এবং বাবু। চার ভাই। সত্যজিৎ রায় সন্ধ্যে বেলায় তাদের বাড়িতে গেলেই দেখতে পেতেন কার্তিককা এবং গণেশকাকা বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাট হাতে স্ট্রোক প্র্যাকটিশ করছে। ব্রাহ্মদের মাঘোৎসবে হিন্দুদের পুজোর মতো হইচই নেই। ব্রহ্মোপাসনা আর ভগবানের নামগান। কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে সত্যজিৎ রায় ব্রাহ্ম মন্দিরে যেতেন। ওই পাড়াতে বলা হতো 'সমাজ পাড়া'। কালীপজোর সময়ে বাজি পোড়ানো এবং ফানুস ওড়া নোর অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন তিনি। কলকাতায় ক্রিস্টানদের বড়দিন জাঁকজমক করে পালন করা হতো। তখন কলকাতায় সাহেবদের বড় ডিপার্মেন্ট স্টোর ছিল হোয়াইট আওয়ে লেইড্ল। সুরেন ব্যানার্জি রোজের বড় বাড়িটার নাম ছিল হোয়াইট আওয়ের হাউস। সেখান টয়ল্যাণ্ড বলে একটি দোকান ছিল। মায়ের হাত ধরে টয়ল্যাণ্ড দোকানে দিয়ে উপস্থিত হতাম। সেখানে গালফোলা হাসি নিয়ে দাড়িমুখো লাল জামা লাল টুপি পরা তিন মানুষ সমান বড় ফাদার ক্রিসমাস। সাধ্যমতো এক বাক্স ক্র্যাকার নিয়ে বাড়ি ফিরতেন তিনি। সেই রকম ক্র্যাকার আর দেখতে পাওয়া যায় না। হোয়াইটআওয়েরে দোকানের কাছেই ছিল বাঙালির দোকান। কার অণ্ড মহলানাবিশ। গ্রামাফোন এবং খেলনার দোকান। এই দোকানে বসতেন বুলাকাকা। ওই দোকানে একটি চেয়ার ছিল সেটা আসলে ওয়েটিং মেসিন। এই চেয়ারে বসলেই শরীর ওজন হয়ে যেত। তাঁর শখ ছিল দোকানের এই চেয়ারে বসে শরীরটার ওজন নেওয়ায়। পিতা সুকুমার রায় মারা যাওয়ার পরে বুলাকাকা আমাকে একটি গ্রামোফোন দিয়েছিলেন। সেই থেকেই গ্রামাফোন এবং রেকর্ড এর শখ। বালক সত্যজিতের কাছে দুটো খেলনা গ্রামাফোন ছিল। একটি হচ্ছে পিগমিফোন আর আর একটি হচ্ছে কিডিফোন। তাদের সঙ্গে বেশ কয়েকটি গানের রেকর্ড ছিল লুচির সাইজের। কলকাতায় রেডিও স্টেশন চালু হওয়ার পর বুলাকাকাই সত্যজিৎকে রেডিও উপহার দিয়ে ছিলেন। সেই রেডিও আজকালের মতো গান শুনতে পাওয়া যেত না। সেটা ছিল ক্রীস্টাল সেট। কানে হেড ফোন লাগিয়ে গান শুনতে হতো। একজনের বেশি কেউ গান শুনতে পারতো না। বুলাকাকার সঙ্গে বালক সত্যজিৎ রায় গিয়েছিলেন উটরাম রেস্টোরেন্টে। উটরাম ঘাট বাহারের রেস্টুরেন্ট জলের ওপরে ভাসতো। দেখতে জাহাজের ডেকের মতো। ঘাটের উল্টোদিকে ইডেন গার্ডেন। তার চারদিকে গ্যাসের বাতি। বাগানের মাঝখানে ছিল ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড। সন্ধ্যা বেলায় গোরা সেনাদের ব্যাণ্ড বাজতো। উটরাম রেস্টুরেন্টে প্রথম আইসক্রীম খেয়েছিলেন বালক সত্যজিৎ রায়। এই নিয়ে অনেক ঠাট্টা শুনতে হয়েছিল। কারণ প্রথম চামচ মুখে দিয়েই তিনি ভীষণ সিরসির করায় আমি বলেছিলাম আইস ক্রীমটা একটু গরম করে দিতে। তাতে সবাই হাসতে শুরু করেছিল। হাসিতে ভরে গিয়েছিল গোটা রেস্টুরেন্ট। তারপরে বাড়িতে এসে সবার কাছে আমার কথা বলতেই হাসতে শুরু করে সবাই। আমি যে কী ভুল করেছি তা বুঝতে পারলাম না সেদিন। পরে বুঝতে পেরেছিলাম। তখন তো আমি বড় হয়ে গিয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কলকাতাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা নিয়ে একটি কবিতাও লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'কিশলয়' গ্রন্থে। ''একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু/ 'চেয়ে দেখো চেয়ে দেখো' বলে যেন বিনু।/চেয়ে দেখি, ঠোকাঠুকি বরগা কড়িতে,/ কলকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।/ ইঁটে গড়া গণ্ডার বাড়িগুলো সোজা / চলিয়াছে দুদ্দাড় জানালা দরজা।/ রাস্তা চলেছে যত অজগর সাপ,/ পিঠে তার ট্রাম গাড়ি পড়ে ধুপধাপ।'

বারাণসী কড়চা ঃ কাশীর গঙ্গার মাহাত্ম্য ও বিভিন্ন ঘাটের ইতিবৃত্ত

জয়দেব দাস

মোঘল শাসনের অবসানের পর থেকেই বারাণসীর গঙ্গায় একের পর এক ঘাট নির্মিত হয়েছে। হয়েছে ঘাটের সংলগ্ন অট্টালিকা, প্রাসাদ ও রাজমহল। ব্রিটিশ চিত্রশিল্পী উইলিয়াম হজেস, টমাস ড্যানিয়েল থেকে শুরু করে জেমস প্রিন্সেপ যখন বেনারস নিয়ে মাতোয়ারা। ফ্যানি পার্কস মারিয়া গ্রাহাম সহ আরও অনেকে ছবি আঁকে মুগ্ধ হয়েছে এই কাশীর প্রেমে। মিরজা গালিবের চিরাগ-এ-দাইর কে ভুলতে পারে। কথা হল কাশীর মহাত্মা এই গঙ্গার জন্য। সৌন্দর্যও তাঁরই জন্য। কল্পনা করুন কাশী গেলেন আর নদী পেলেন না। পাথরের সেই ঘাটের অপরের অট্টালিকাগুলোর পায়ের তলায় যে নদী বয়ে যেত সেখানে দূর পর্যন্ত সুধুই ধু ধু মাঠ! ব্রহ্মপুরাণ অনুসারে জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দশমীতে গঙ্গা স্নান করলে নাকি তিনটি শারীরিক, চারটি মৌখিক ও তিনটি মানসিক পাপ সহ দশ প্রকার পাপ মোচন হয়ে যায়। ছয়টি দোষ সমাধান হয়। গঙ্গার জলে উপস্থিত বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহগুলির অশুভ প্রভাব দূর করে। বিভিন্ন গ্রহ দোষ, মাতৃ ও পিতৃ দোষের যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। যে কোনো রোগ, দুর্যোগ ও ভয়-বন্ধন থেকেও মুক্তি পায়। সর্বার্থ সিদ্ধ যোগ, রবি যোগ এবং অমৃত সিদ্ধি যোগের সাথে গঙ্গা অব তারনা উৎসব ১৬ই জুন উদযাপিত হবে। গঙ্গা ভারতীয় সমাজে দেবী রূপেই পূজিত হন। কিন্তু আদৌ কি তা সত্যি? কাশির ঘাটে বর্তমানে আরতির রোল। শঙ্খ, ঘণ্টা, সাউণ্ড বক্স মানে ধ্বনি। কলরব। আপনি বলবেন এটাই তো এই শহরের পরিচিতি। না তা নয়। এই শহরের ধ্বনি থাকলেও সেটা এই রকমের ছিল না। আরতির ইতিহাস শতাব্দী প্রাচীন হলেও কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গা সেবা সমিতির পক্ষ থেকে প্রতিদিনই গঙ্গা আরতির আয়োজন ১৯৯১ থেকে অনবরত হয়ে চলেছে। হরিদ্বারের হরকি পৌড়িতে যে গঙ্গা আরতি করা হয়, তা আজকের নয়, যুগ যুগ ধরে হয়ে আসছে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে হারকি পইড়িতে মা গঙ্গার আরতি স্বয়ং ভগবান ব্রহ্মা নিজের হাতে করেছিলেন। এখানে করা গঙ্গা আরতি সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগে এবং কলিযুগেও বর্তমান।

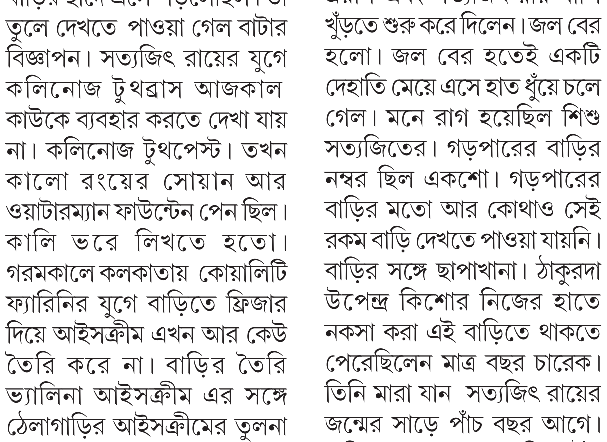

রামায়ণে রামচন্দ্র গঙ্গারতি করে ছিলেন। তিনি গঙ্গার পুজোও দিয়েছিলেন লঙ্কা যাত্রার করার আগে। রামচন্দ্র দুর্গা পুজোর আয়োজন যখন করেছিলেন তখন তার পুরোহিত হয়েছিলেন শত্রু রাবণ। রাবণ রামের দুর্গা পুজোর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। সেখানেও রামচন্দ্র এবং রাবণ গঙ্গার জল নিয়ে এসে পুজোর আয়োজন করেছিলেন। দুর্গা পুজো গঙ্গার জল না পেলে অসমাপ্ত হয়ে থাকতো। সেটা কোন রকমভাবে হতে দেননি রামচন্দ্র। প্রাচীনকাল থেকে এই গঙ্গা আরতির পদ্ধতিগত রূপের সঞ্চালনার জন্য শ্রী গঙ্গা সভার প্রতিষ্ঠাতা ভারতরত্ন মহামনা পণ্ডিত মদন মোহন মাল ব্যের কৃতিত্ব ১৯১৬ সালে শ্রী গঙ্গা সভা নির্মাণের পর মালব্য নিজ হাতে গঙ্গা আরতি করেছিলেন। তারপর থেকে আজ অবধি হারকি পৌড়ি ঘাটে প্রতিদিনই গঙ্গা আরতি করা হয়। বলতে গেলে এক প্রকার বাধ্য হন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। ১৯১৪ সালে, ব্রিটিশ সরকারের খাল বিভাগ দ্বারা গঙ্গার উপর একটি বাঁধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই খবর শোনা মাত্র হরিদ্বারের স্থানীয় তীর্থযাত্রী পুরোহিত এবং শ্রীমহন্তরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, ভারতরত্ন মহামনা পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আন্দোলনের ফলে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের সিংহাসন নড়ে ওঠে এবং ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনকারীদের সব দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। ভারতরত্ন মহামনা পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য ১৯১৬ সালে হরিদ্বারের তীর্থ পুরোহিত এবং শ্রী মহন্তের সহযোগিতায় শ্রী গঙ্গা সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই আরতির পিছনে উদ্দেশ্য ছিল, ভারতবাসীনিজের সম্পদ ও সংস্কৃতির রক্ষার্থে সব ভেদাভেদ ভুলে একত্র ও সংগঠিত হয়। যাতে ব্রিটিশদের দ্বারা এমন কোনও কাজ আর না করা হয়। বারাণসীর কেদারঘাট, অসিঘাট প্রায় সব ঘাটেই গঙ্গারতির আয়োজন করা হয়েছে। দশাশ্বমেধ ঘাটে সন্ধ্যা ছটার সময়ে গঙ্গারতি করা হয়। তারপরে কেদারঘাটে সাড়ে ছটায়, অসি ঘাটে সন্ধ্যা সাতটা গঙ্গারতির আয়োজন করা হয়ে থাকে। সর্বপ্রথমে দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গারতি দিয়ে শুরু হয়। সেটা শেষ হলে তারপরে আর ঘণ্টা বাদ বাদ অন্য সব ঘাটে গঙ্গারতি হতে থাকে। কলকাতায় এবার থেকে গঙ্গারতি দেখতে পাওয়া যাবে। তারপর সেই গঙ্গারতি ক্রমশ প্রায় সব গঙ্গার তীরে আরতি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বেনারস থেকে থেকে কলকাতা কেন পিছিয়ে থাকবে। গঙ্গাসাগর মেলা জনপ্রিয় হতে শুরু করলে তার মধ্যে দিয়ে গঙ্গারতি আয়োজনের ভাবনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাগবাজার ঘাটে গঙ্গারতির আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছে। বাবুঘাটে গঙ্গারতি করার কথা ভাবতে শুরু করেছে সবাই। হরিদ্বারে প্রথম গঙ্গারতি শুরু করেছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়। সালটা ১৯১৪-১৫। তারপরে মালবীয় মডেল মানা হয়নি। একেবারে নতুন চিন্তা নিয়ে গঙ্গারতি শুরু হয়েছিল ১৯৯৫ সালে। এরপরে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে গঙ্গারতির আয়োজন শুরু হয়ে গেল। গঙ্গা সাগরে গঙ্গারতি দেখতে পাওয়া গেল। গঙ্গারতি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। দেখাদেখি না জানি আরও কত জায়গায় আরতি আরম্ভ হবে তা হোক। নদীর কলুষিত অব স্থানের কি হবে? নদীর বহমানতার কি হবে? প্রশ্ন থাকছে। সেই সময় নদির অপর বাঁধের জন্য বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু আজ কত নদীর অপর একের পর এক বাঁধ হয়েই চলেছে। প্রতিবাদ শুনছে কে?

(ক্রমশ)

আসামের 'লোক' ও 'ঐতিহ্য'

জয়দেব দাস, কাশী

'লোক' ও 'ঐতিহ্য' শব্দদ্বয়ের সমন্বিত রূপ লোকঐতিহ্য। 'লোক' অর্থাৎ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসরত কোনও জনগোষ্ঠী, যাদের নিজস্ব আর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইত্যাদি অবস্থানগত পরিচয় অনুবাদপ্য বিদ্যমান। আর, কোনও এক কালে উদ্ভাবিত হয়ে, পারম্পর্যক্রমে চলে-আসা মানুষের সাংস্কৃতিক বিভিন্ন অনুষঙ্গকে

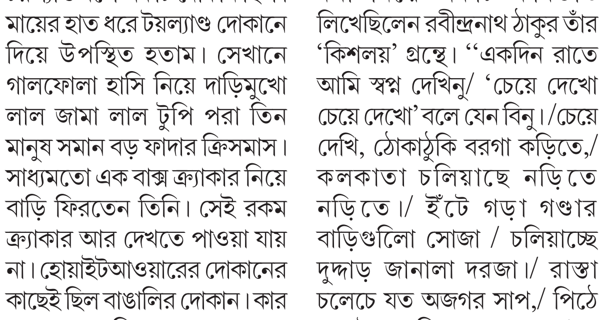

'ঐতিহ্য' বলা চলে। অর্থাৎ 'লোকঐতিহ্য' হচ্ছে 'লোক'-এর ঐতিহ্য। মানুষ তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে দৈহিক-মানসিক কিছু প্রলক্ষণ, প্রবৃত্তি বা প্রবণতা যেমন লাভ করেছে, তেমনই তাঁদের রচিত সাংস্কৃতিক নানা সমিধ বহন করে চলেছে সমকালীন সমাজকে আশ্রয় করে। সহস্রত সমাজে প্রচলিত এসব প্রথা-পরম্পরাকে 'লোকঐতিহ্য' আখ্যা দেওয়া যায়। 'লোকঐতিহ্য' অনুবদ্ধ হলেও, জোড়শব্দের ভেতরে বিভিন্ন বিষয়-আশয় নিহিত রয়েছে। পাল-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠান, প্রথা-পদ্ধতি, রীতিনীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, খাদ্য-পানীয়, ব্যবহার্য সাজ-সামগ্রী, খেলাধুলা, সাহিত্য-সঙ্গীত ইত্যাদি আরও অনেককিছু এর অন্তর্গত। এগুলো কবে, কখন উদ্ভূত হয়েছে, তা পাঁজি ঘেটে নির্ণয় করা শিবেরও অসাধ্য। মানুষ হাজার-হাজার বছর ধরে কোনও না কোনও সমাজে বসবাস করে আসছে। তাই সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ায় এগুলোর উদ্ভাবন-সম্ভাবনা প্রকট রয়েছে বলা যায়। অনাদিকে কৃষিব্যবস্থার পত্তন এবং অগ্রগমনের সঙ্গে ওগুলোর গভীর সংশ্লেষণ বিদ্যমান লক্ষ করেছেন। কারণ কৃষি আবিষ্কারের ফলস্বরূপ যাযাবর মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করার অবকাশ পেল। ভূমি স্থায়ী; ভূমিকেন্দ্রিক উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত মানুষও স্থায়ী বাসিন্দা হল; ভৌগোলিক পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখেও একথা বলা যায়। তবে প্রাকৃতি পর্বে প্রত্ন মানুষের সাংস্কৃতিক অভ্যাস অনুপস্থিত ছিল, একথা বলেন ইতিহাস অবমাননা করা হয়। কৃষিনির্ভরতা সমকালীন সমাজ জীবনে স্বসম্পূর্ণতা, নিশ্চিন্ত স্থিতি ও নিরাপত্তা এনেছিল ঠিক, কিন্তু এই উৎপাদন ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রত্নমানুষকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হত প্রকৃতির ওপর। প্রকৃতির ঋতু পরিবর্তন, নানা লীলাখেলা মানুষকে যুগপৎ বিস্মিত ও নিশ্চিন্ত করত। স্বাভাবিকভাবে এসবের পশ্চাতে কোনও শক্তির ক্রিয়ামাণতাকে মানুষ কল্পনা করল এবং তার তুষ্টিবিধানের ব্যবস্থাদি আয়োজন তারা করল। প্রাগুক্ত সাংস্কৃতিক উপকরণের বীজ-অঙ্কুর-মহীরূহ সেই সমাজবিন্যাসে উপ্ত ছিল, লক্ষ করা যায়। কালক্রমে সমকালীন সমাজকে আধার করে ওগুলো প্রসারিত হতে থাকে, যার প্রশস্তি অদ্যাবধি বিরাজমান। প্রথা-পরম্পরার (ক্রমশ)

ফেলে যাওয়া সোনার গহনাসহ, টাকা ফিরিয়ে দিলো অটোচালক ও ট্রাফিক পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ১১ জুন ঃ শ্বশুরবাড়ি কান্দি থেকে বাবার বাড়ি বহরমপুর যাওয়ার পথে অটোতে ৫ ভরি সোনার গহনা সহ ৫ হাজার নগদ টাকার ব্যাগ অটোতে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল কান্দির হাটপাড়ার বাসিন্দা রৌশোনা বেগম। সেই হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ অটোচালক আকবর সেখ এবং মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের তৎপরতায় কান্দির হাটপাড়ার বাসিন্দা রৌশোনা বেগম সোনার গয়না, টাকা- পয়সা সমেত ব্যাগ ফেরত পেলেন। জানা যায় আকবর সেখ শিয়াল মারার বাসিন্দা সে খাগড়াঘাট স্টেশন থেকে বহরমপুর বাসস্ট্যান্ডের সামনে অটো স্ট্যান্ড পর্যন্ত তার অটো করে যাত্রী নিয়ে আসা-যাওয়া করেন। বহরমপুর অটো স্ট্যান্ডের সামনে সে যখন তার গাড়ি স্ট্যান্ডে রেখে, গাড়ি থেকে নামার সময় চালক আকবর লক্ষ্য করে তার গাড়ির সিটের উপর একটি ব্যাগ। সঙ্গে সঙ্গে আকবর সেখ সেই ব্যাগে সোনার গয়না, টাকা- পয়সা ইত্যাদি দেখতে পান। আকবর শেখ সে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের বহরমপুর সদর ট্রাফিকে জানান এবং সেই ব্যাগ জমা দেন। এরপর বহরমপুর সদর ট্রাফিক তাদের ফোন নম্বর খুঁজে পেয়ে ওই মহিলাকে ফোন করেন। ওই মহিলা বহরমপুর বাসস্ট্যান্ডের ট্রাফিকের অফিসে এসে তার ৫ ভরি সোনার গয়না ও তিন থেকে চার হাজার নগদ টাকা সমেত তার ব্যাগ নেন। অটোচালক আকবর সেখ বলেন ব্যাগ খুলতে দেখি সোনার গহনা ও টাকা। আমাদের অটো ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বলে বহরমপুর ট্রাফিক পুলিশের হাতে ব্যাগ তুলে দিয়ে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিতে বলি। তারপর পুলিশ ফোন করে , ব্যাগের মালিক আসে। তিনি সোনার গহনাসহ টাকা ফেরত নিয়ে যায়। খুব ভালো লাগছে এই ভেবে যে, মানুষের কিছু উপকার করতে পেরেছি। হাটপাড়ার রৌশোনা বেগম বলেন শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবার বাড়ি যাওয়ার পথে অটোতে ব্যাগটি রেখে তারপর সেই ব্যাগ নিয়ে যেতে ভুলে যান। তিনি বলেন, অটোচালক এবং ট্রাফিক পুলিশের সততায় আমি মুগ্ধ, আমার যখন খেয়াল পরে ব্যাগ হারিয়ে গেছে তখন যেখানে পাগলের মত খুঁজে বেড়াই ইতিমধ্যে আমাকে ফোন করে জানানো হয় যে আমার ব্যাগ বহরমপুর বাস স্ট্যান্ড ট্রাফিক অফিসে জমা আছে। ব্যাগের মালিক রৌশোনা বেগম তিনি বারবার অটোচালক আকবর শেখ এবং বহরমপুর সদর ট্রাফিক কে ধন্যবাদ জানান।

হাতির তাণ্ডব

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ জুন ঃ বর্ষা নামতেই পুনরায় শুরু হল হাতির অত্যাচার। মঙ্গলবার ভোর রাতে একদল হাতি হানা দিল মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম খয়েরবাড়ির মাস্টার পাড়ায়। হাতির হানায় ভাঙলো পৃথক ৪ টি পরিবারের ঘর। সাবাড় করল সঞ্চিত ধান, চাল, ডাল ইত্যাদি। ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিল আসবাব পত্র সহ রান্নায় ব্যবহৃত সামগ্রী। খবর পেয়ে ছুটে আসেন মাদারিহাট রেঞ্জের বন কর্মীরা। তারা হাতিগুলিকে তাড়িয়ে ধুমচির জঙ্গলে তাড়িয়ে দেন। ক্ষতিগ্রস্তরা জানান, এদিন ভোরে হঠাৎ প্রায় ১৫ থেকে ২০ টি হাতির দল হানা দিয়ে ঘরের বেড়া ভেঙ্গে সব কিছু সাবাড় করে তছনছ করে। বন দপ্তর সূত্রে জানা যায়, ক্ষতিগ্রস্থরা আবেদন করলে সরকারি নিয়ম মেনে ক্ষতিপূর্ন পাবেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমি অনুপ কুমার ঘোষ, পিতা-রাধারমন ঘোষ, হাওড়া জেলার রানিহাটি A.D.S.R অফিসে ০৬/০৩/২০২৪ তাঃ ১৪০৫ আমমোক্তারনামা দ্বারা রনজিত জানা ও অষ্ট জানা, পিতা-লোচন জানা ইয়াদের নিকট হইতে কুলডাঙ্গা মৌজার হাল দাগ নং ৩৪৫ ও হাল খঃ নং ১৯৯৯ প্রায় ০৬.১৯ শঃ জমির দেখাশোনা বিক্রয় ও অন্যান্য কাজকর্ম করার ক্ষমতা পেলাম।
যদি কারোর কোন প্রকার আপত্তি থাকে তাহলে পাঁচলা B.L.&.L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

ইতি
অনুপ কুমার ঘোষ

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আমি গোপীনাথ ঘোষ, পিতা-দেবু ঘোষ, হাওড়া জেলার রানীহাটি-A.D.S.R অফিসে 24/07/2023 তাং 4067 আমমোক্তারনামা দ্বারা বিপ্লব ও সৌম্য চ্যাটার্জী, পিতা-সুভাষ চ্যাটার্জী এবং মাতা-রুমা চ্যাটার্জী, (স্বামী-সুভাষ চ্যাটার্জী), ইহাদের নিকট হইতে দেউলপুর মৌজার হাল- দাগ নং-৪৭১৬, ৪৭১৭, ৪৭১৮-ও হাল-খঃ নং ৭৪৫৪, ৭৪৫৫, ৭৫০৪, ৮১২৩, ৮১২৪, ৮১২৫, প্রায় ১৯ শঃ জমির দেখাশোনা, বিক্রয় ও অন্যান্য কাজকর্ম করার ক্ষমতা পেলাম।
যদি কারোর কোন প্রকার আপত্তি থাকে তাহলে পাঁচলা B.L.&.L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

ইতি
গোপীনাথ ঘোষ

Lost & Found

client is Mr. Durgaprasad Maity, s/o Cate Bankim chandra Meity, vin- kastala, P. o- Sagar Phulbari P.S. Sagar, Dist- South 24 Parganas, My client loses a land Dead on 20/05/2021 cat lote No-8 Bus stop, when he was going to kakdwif from kastala, It was Registared on kakdwip A.D.S.R office (Deed ND-4610/1986) @ the GD. NO - (693/12/05/2024)가If any kind abgental man/women get this landDeed, kindly return it.Please be the needfull--- Contact Phone Numer 7585889821/ 9733146169

NOTICE INVITING e-TENDER

Notice inviting e-Tender 3(Three) no work of 15 th CFC within Bargachia-I Gram Panchayat. will be available at https://wbtenders.gov.in 1) 2024_ZPHD_691702_1, 2) 2024_ZPHD_691466_1, 3) 2024_ZPHD_691842_1. Submission closing date(online): 19/06/2024 at 11:00 A.M.

Sd/- Pradhan
Bargachia-I Gram Panchayat

Notice Inviting e-Tender (3rd Call) No – 22/2023-24 (2024_ZPHD_691792), 23/2023-24 (2024_ZPHD_692026)

Pradhan Ramsagar GP has invited percentage rate e- Tender for total 13 (thirteen) nos works. Last date of documents download and bid submission is 18th June, 2024 at 18:00 hrs. For details please visit website https://wbtenders.gov.in.

Sd/-
Pradhan
Ramsagar Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-এলএইচএস-এমএওয়াইপি-এএমবিজি-২৪-২৫, তারিখঃ ১০.০৬.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নংঃ এসডিএসটিই-এলএইচএস-এমএওয়াইপি-এএমবিজি-২৪-২৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডদাতারা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নামঃ** শিডিউল-এ-হাওড়া ডিভিসনের শেওড়াফুলি-গোঘাট শাখায় কিমি ৫৩/১১-১২-তে মায়াপুর এবং আরামবাগ প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের মধ্যে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নং. ২৬ নির্মাণ। শিডিউল-বি-হাওড়া ডিভিসনের শেওড়াফুলি-গোঘাট শাখায় মায়াপুর এবং আরামবাগ প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের মধ্যে কিমি ৫৮/১৪-১৬-তে এল.সি. গেট নং. ২৮সি এবং ২৯সি-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। শিডিউল-সি-হাওড়া ডিভিসনের শেওড়াফুলি-গোঘাট শাখায় মায়াপুর এবং আরামবাগ প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের মধ্যে কিমি ৬৭/৩-৪-তে এল.সি. গেট নং. ৩২সি-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। **বিডিং সিস্টেমঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ১,৪৫,০১,২৯৭.৮৬ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,২২,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১৮ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ ও সময়ঃ** ১০.০৬.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৫.৪৮ মিনিট। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ২১.০৬.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৫.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে।

HWH-105/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. সিওএম/ডিইভি/ক্যাশ-পিক আপ/এইচডব্লুএইচ/২০২৪, তারিখঃ ১০.০৬.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, নিউ কমপ্লেক্স, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ (পরবর্তী সময়ে ''রেলওয়ে প্রশাসন'' হিসাবে সম্বোধন করা হবে) নিম্নলিখিত কাজের জন্য যোগ্য ব্যাঙ্কের থেকে দুই প্যাকেট সিস্টেমের অধীনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** দুই (০২) বছর সময়সীমার জন্য পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ডে বিস্তৃত পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনের ১৫৬টি স্টেশন/অবস্থান থেকে দৈনিক ভিত্তিতে স্টেশন ক্যাশ এবং ইনস্ট্রুমেন্ট সংগ্রহ এবং এফএ অ্যান্ড সিএও, পূর্ব রেলওয়ের অ্যাকাউন্টে ক্রেডিটিংয়ের জন্য ব্যাঙ্কে জমা করা। **বিডিং সিস্টেমঃ** দুই প্যাকেট। **কাজের আনুমানিক মূল্যঃ** ৯,৩২,৮৫,২২৯.৭৬ টাকা। **বায়না মূল্য জমা (ইএমডি)ঃ** ৬,১৬,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ১১,২০০ টাকা। **চুক্তির সময়সীমাঃ** দুই বছর সময়সীমার জন্য চুক্তি হবে। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ ও সময়ঃ** ১০.০৬.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬.১৫ মিনিট। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ১৮.০৬.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০২.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০২.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। কেবলমাত্র অনলাইনে বিড জমা করতে হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-107/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

টিএসএস ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN: L70109WB1985PLCO39064
রেজি. অফিসঃ ২৪, আবুল কালাম আজাদ রোড হাওড়া - ৭১১১০১

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১১০ এর বিধান অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ২২ এর সাথে পঠিত শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে (ভৌতিক এবং ইলেকট্রনিক আকারে) তালিকাভুক্ত করার জন্য চাওয়া হয়েছিল সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ডিলিস্টিং অফ ইক্যুইটি শেয়ার) রেগুলেশনস, ২০২১ এর পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড থেকে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার এবং যখন এবং কখন করা হয়েছে সংশোধনগুলি বিবেচনা করে। পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে ১০.০৪.২০২৪ তারিখের বিশেষ রেজোলিউশন এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি এর সাথে সংযুক্ত।
কোম্পানির ডিরেক্টর জনাব বিকাশ আগরওয়াল ২৭ মে, ২০২৪ তারিখের রিপোর্টের ভিত্তিতে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়ার ফলাফল ঘোষণা করেছেন কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর বিধান অনুসারে নিযুক্ত স্ক্রুটিনাইজার তৌসিফ এবং অ্যাসোসিয়েটস দ্বারা।
শারীরিক ও ইলেকট্রনিক মোডে প্রাপ্ত ডাক ব্যালটের বিশদ বিবরণ এবং ফলাফলগুলি নিম্নরূপঃ

ক্রম নং	বিবরণ	শেয়ার সংখ্যা		
		প্রোমোটার	পাবলিক	মোট
ক	সম্মতি সহ পোস্টাল ব্যালট - শারীরিক	০০	৬০৪৫০	৬০৪৫০
খ	সম্মতি সহ পোস্টাল ব্যালট - ইলেট্রনিক	০০	০০	সিও
ক + খ	ফিজিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক মোডে সম্মতি সহ মোট ডাক ব্যালট	০০	৬০৪৫০	৬০৪৫০
গ	ভিন্নমতের সাথে পোস্টাল ব্যালট - শারীরিক	নেই	নেই	নেই
ঘ	ভিন্নমতের সাথে পোস্টাল ব্যালট - ইলেকট্রনিক	নেই	নেই	নেই
গ + ঘ	ফিজিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক মোডে ভিন্নমতের সহ মোট ডাক ব্যালট	নেই	নেই	নেই

দ্রষ্টব্যঃ ''পাবলিক শেয়ারহোল্ডার'' এবং ''প্রোমোটার শেয়ারহোল্ডার'' শব্দগুলির একই অর্থ রয়েছে যা তাদের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইক্যুইটি শেয়ারের ডিলিস্টিং) রেগুলেশন, ২০২১-এর অধীনে দেওয়া হয়েছে।
তদনুসারে, ১০.০৪.২০২৪ তারিখের নোটিশে উল্লিখিত বিশেষ রেজোলিউশনটি সর্বসম্মতভাবে বহন করা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

বোর্ডের আদেশ দ্বারা,
টিএসএস ইন্ডিয়া লিমিটেড
স্বা /- বিকাশ আগরওয়াল
DIN:00605589

তারিখঃ ২৭.০৫.২০২৪
স্থানঃ হাওড়া

মন্ত্রিত্ব পেয়েই দিলীপের আশীর্বাদ নিতে ছুটল সুকান্ত!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ১১ জুন ঃ সুকান্ত মজুমদার ও দিলীপ ঘোষের সম্পর্ক নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। মন্ত্রিত্ব পেয়েই আশীর্বাদ নিতে সেই দিলীপের কাছেই বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন তিনি। কলকাতা ফিরেই আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করবেন সুকান্ত মজুমদার। দিল্লির মাটিতে দিলীপ-সুকান্তের এই সাক্ষাতে রাজনীতির অলিন্দে শুরু হয়েছে গুঞ্জন। সেই গুঞ্জনে ভেসে বেড়াচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নামও। বাংলায় শুভেন্দু- দিলীপের 'বৈরিতা' এখন আর অজানা নয়। বস্তুত, লোকসভা ভোটে দিলীপের আসন বদল এবং দিলীপের পরাজয়ের কারণ নিয়ে দিলীপ-পন্থীদের আলোচনা এবং বিশ্লেষণে বারেবারেই উঠে এসেছে শুভেন্দুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের 'জটিলতা'র কথা। দিলীপও তাঁর পরাজয়ের কারণ হিসাবে প্রকাশ্যেই দায়ী করেছেন তাঁর আসন- বদলের সিদ্ধান্তকে। বলেছেন, তাঁকে তাঁর কেন্দ্র মেদিনীপুর থেকে সরিয়ে বর্ধমান-দুর্গাপুরে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল না। কারও নাম না-করলেও রাজ্য বিজেপির অন্দরে এই 'কাহিনি' কারও অজানা নয় যে, এ বার লোকসভা ভোটে প্রার্থী নির্বাচনে শুভেন্দুকে কার্যত 'অবাধ ছাড়পত্র' দিয়েছিল দিল্লি বিজেপি। তার সঙ্গে রয়েছে অতীতেও রাজ্য বিজেপির অন্দরে শুভেন্দু - দিলীপ সম্পর্কের 'অমসৃণতা'। বস্তুত, সুকান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি কে হবেন, তা নিয়ে জল্পনার মধ্যেই ফেসবুকে শুভেন্দু এবং দিলীপের 'অনুগামী' পরিচয় দিয়ে 'পেজ' খুলে দু'পক্ষের আকচাআকচি শুরু হয়েছে। যদিও বিজেপির দাবি, ওই কাজ 'বেনামে' করছে তৃণমূল। তারা চায়, রাজ্য বিজেপির অন্দরে কোন্দল লাগিয়ে দিতে। সুকান্ত-শুভেন্দু সম্পর্কও যে দারুণ 'মসৃণ', তা-ও মনে করে না রাজ্য বিজেপির একাংশ। যদিও প্রকাশ্যে দু'জনেই একে অপরের সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল। বিশেষত, 'দিলীপ-বিরোধিতা'র প্রশ্নে দু'জনে একই ধারনা পোষণ করেন। বিজেপি নেতৃত্বের প্রায় সকলেই জানেন, ভোটের আগে দিলীপ যখন বাংলার বিজেপি নেতৃত্ব নিয়ে 'বিরূপ' হয়েছিলেন, তখন সুকান্ত- শুভেন্দু মিলিত ভাবে দিল্লিতে গিয়ে অভিযোগ করেছিলেন দিলীপের বিরুদ্ধে। কিন্তু ঘটনাচক্রে, শুভেন্দু- সুকান্তের 'জুটি'তেই বাংলায় লোকসভা ভোটে বিজেপির বিপর্যয় হয়েছে। দিলীপ থেকে গিয়েছেন নির্বাচনী রাজনীতির প্রেক্ষিতে বঙ্গ বিজেপির 'সফলনতম' সভাপতি। এই প্রেক্ষিতেই দিলীপের সঙ্গে সুকান্তের সাক্ষা এবং তাঁর আশীর্বাদ নেওয়া। প্রসঙ্গত, সুকান্ত প্রথম থেকে দিলীপেরই 'পছন্দ' ছিলেন। দিলীপের পরামর্শেই সুকান্তকে রাজ্য সভাপতি করা হয়েছিল। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনেও সুকান্তকে বালুরঘাটের প্রার্থী করেছিলেন দিলীপই। সঙ্ঘ পরিবারের ছেলে, শিক্ষিত ইত্যাদি দেখে সুকান্তের প্রার্থিপদের সুপারিশ করেছিলেন তৎকালীন বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ। এমনকি, ২০২১ সালে যখন দিলীপকে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা প্রশ্ন করেছিলেন, বঙ্গ বিজেপির সভাপতি হিসাবে দিলীপ কাকে দেখতে চান, তখনও সুকান্তেরই নাম বলেছিলেন দিলীপ। অর্থাৎ সুকান্তের রাজনৈতিক জীবনের যে প্রথম দু'টি সাফল্য, তার নেপথ্যে রয়েছেন দিলীপই। আবার সুকান্তও বঙ্গ বিজেপির সভাপতি হওয়ার পরে দিলীপকে পাশে নিয়ে প্রথম সাংবাদিক বৈঠকটি করেছিলেন। এমন সম্পর্ক প্রথম ধাক্কা খায় পঞ্চায়েত ভোটের সময়। দিলীপ প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, সুকান্তের অভিজ্ঞতা কম। পাল্টা জবাব দেন সুকান্তও। যা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে মনোমালিন্য তৈরি হয়। পরে অবশ্য তা ঠিকও হয়ে যায়। তার পরে আবার রাজ্যের নেতৃত্ব নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে শুরু করেন দিলীপ। বিজেপির অভ্যন্তরের খবর, সেই সময় বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুই দিল্লি নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ করেছিলেন দিলীপকে নিয়ে। যার জন্য দিলীপের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতির পদ খোয়া যায়। দিলীপ- সুকান্তের দূরত্ব তৈরি হয়। আশীর্বাদে সেই পর্ব মিটেছে বলেই আশা রাজ্য বিজেপির নেতাদের একাংশের।

Govt. of West Bengal
Tender Ref No.: KNESD I/NIQ-18 of 2024-25

Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWDte, Kolkata North Electrical Sub Division-I, 166/10, B.T. Road, 3 rd Fl, Dunlop More, Kol-108, from the eligible contractors for the following works: Name of Work: Commissioning of EVMs and VVPATs, preparation of DC-RC venue, distribution/ storing of election materials, preparation of strong room, counting venue etc in connection with Bye- Election to 167-Maniktola Assembly constituency , 2024-at Rabindra Bharati University, B.T. Road Campus--- Temporary E.I. Work Bid submission start: 10.06.24 at 02.00 PM Bid Submission end: 12.06.24 at 02.00 PM Bid opening Date: 12.06.24 after 02.00 PM Details of NIQ, SPECIFICATION & tender document will be available from this office Corrigendum, if any, will be published in Website only.

Sd/- H. Mondal
Assistant Engineer, PWDte.
Kolkata North Electrical Sub-Division I
Govt. of West Bengal

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/কন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা **০২.০৭.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩.৩০টায় খোলার জন্য** ধার্য করা হয়েছে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে উপেক্ষা করা হবে। **কাজের নাম ঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার যশোর রোড-জয় হিন্দ শাখার ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গে জিএসএম-আর নেটওয়ার্কের পরিধি, ভূগর্ভে জয় হিন্দ স্টেশনের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আইবিএস সলিউশন এবং নোয়াপাড়া-জয় হিন্দ শাখায় লাস্ট মাইল কানেক্টিভিটিতে ইথারনেটভিত্তিক যোগাযোগের ব্যবস্থাকরণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৬,১২,১১০.২০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন। ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ টেন্ডারটি দেখা যাবে। টেন্ডারদাতা/বিডারদের অবশ্যই ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্টার্ড হতে হবে। কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতা/বিডার ই-টেন্ডারিংয়ে অংশ নিতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময়ে সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র অবশ্যই আপলোড করতে হবে।

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসঅ্যান্ডটি/ওয়ার্ক_১৩-২০২৪

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.

WBMADUM/612/e-Tender/2023-24(2 nd Call), Dated: 11.06.2024,
WBMADUM/236/e-Tender/2023-24(2 nd Call), Dated: 11.06.2024,

(Construction of Cement Concrete road & Drain in different ward under Uluberia Municipality). Details are available in the www.wbtender.gov.in.

Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

কাটিহার ডিভিশনে ক্যাটারিং কন্ট্রাক্ট (এমপিএস) ইউনিট

কাটিহার ডিভিশনে মাল্টি পারপাস স্টল ক্যাটারিং (এমপিএস) এর ব্যাবস্থার জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ সি-এমপিএস-কেআইআর- ; নিলাম শুরু (সমস্ত লট) ঃ** ২৪-০৬-২০২৪ তারিখে **১২:০০** ঘন্টায়; **একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **দিন ঃ** ১৮২৬;

ক্রম নং	লট নং/ শ্রেণী	স্টেশন
এএ/১	এমপিএস-কেআইআর-কেআইআর-এমপিএস-১-২৪-১(বহুমুখী স্টল)	কাটিহার
এএ/২	এমপিএস-কেআইআর-এফবিজি-এমপিএস-৩-২৪-১(বহুমুখী স্টল)	ফোর্বসগঞ্জ
এএ/৩	এমপিএস-কেআইআর-কেআইআর-এমপিএস-২-২৪-১(বহুমুখী স্টল)	কাটিহার
এএ/৪	এমপিএস-কেআইআর-এমএলএফসি-এমপিএস-৪-২৪-১(বহুমুখী স্টল)	মালদা কোর্ট

নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় ঃ ২৪-০৬-২০২৪ তারিখে **১৩:০০** ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। সর্বাধিক স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধি ঃ ১০ বার। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী/দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সংশোধনী নং.-০১

অনুগ্রহ করে **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কেআইআর/ইএনজিজি/২২ অব ২০২৪ তারিখ ০৩-০৬-২০২৪**-এর পরিবর্তিত **"কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ"** পড়ুন। এখন অনুগ্রহ করে পড়ুন ঃ- **টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** গলগলিয়া (জিএজিএ) স্টেশনকে ডি-ক্লাস থেকে বি-ক্লাসে রূপান্তর। (সিভিল কাজ)-***এর পরিবর্তে*** গলগলিয়া (জিএজিএ) স্টেশনকে ডি-ক্লাস থেকে বি-ক্লাসে রূপান্তর। (স্টেশন বিল্ডিং, প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ, রাস্তার কাজ, সার্কুলেটিং এরিয়া ও আরসিসি ওভারহেড ট্যাংক ইত্যাদির সমন্বয়ে সিভিল ইএনজিজি. কাজ)। **টেন্ডার নং. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** গলগলিয়া (জিএজিএ) স্টেশনকে ডি-ক্লাস থেকে বি-ক্লাসে রূপান্তর। (আর্থওয়ার্ক/ফর্মেশন এবং পি. ওয়ে কাজ)-***এর পরিবর্তে*** গলগলিয়া (জিএজিএ) স্টেশনকে ডি-ক্লাস থেকে বি-ক্লাসে রূপান্তর। (আর্থওয়ার্ক সহ ট্র্যাকের কাজ)। উপরের টেন্ডারের অন্যান্য সমস্ত নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

DHULIYAN MUNICIPALITY
P.O DHULIYAN, DIST. MURSHIDABAD
PIN-742202, WEST BENGAL
Employment Notice No.754/DM Date: 11.06.2024

Application are invited in prescribed format from suitable candidates for filling up the post of Health Officer under Dhuliyan Municipality. Last Date of submission of application: 25.06.2024 within 5.00 PM. The Candidates have to submit their applications through e-mail only at dhuliyanmunicipality@gmail.com. Details of 'Employment Notice' and 'Application format' are available at the Office Notice Board and website www.dhuliyanmunicipality.in and SUDA Website:- www.sudawb.org, UD & MA Department Website:- www.wburbanservices.gov.in

Sd/- Chairman
Dhuliyan Municipality &
Chairman of the Selection Committee.

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেট লিমিটেড

CIN: L34202WB1986PLC040542
রেজি. অফিসঃ ডানকান হাউস, ৩১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ওয়েবসাইট ঃ www.qcml.in । ইমেলঃ secretarial.qcml@rpsg.in । টেলিফোনঃ০৩৩-৬৬২৫ ১০০০

৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ৩৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ০৯ জুলাই, ২০২৪ মঙ্গলবার সকাল ১১.০০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই আহ্বান করা হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ (SEBI LODR) এর প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে একটি সাধারণ ভেন্যুতে সদস্যরা মন্ত্রকের জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির সাথে পড়ে কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স এবং SEBI বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত হিসাবে ব্যবসা লেনদেন করতে। এজিএম-এর জন্য প্রক্সি নিয়োগের সুবিধা পাওয়া যাবে না এবং তাই, প্রক্সি ফর্ম এবং অ্যাটেনডেন্স স্লিপ সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা এখানে দেওয়া হয়েছে এবং এজিএমের বিজ্ঞপ্তির সাথে সংযুক্ত করা হয়নি।
এজিএম-এ যোগদানের জন্য লগইন বিশদ সহ AGM - এর বিজ্ঞপ্তি ১০ জুন, ২০২৪-এ ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হয়েছে যারা কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) বা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন। এমসিএ সার্কুলার এবং SEBI সার্কুলার অনুসারে সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীরা। সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে দূরবর্তী ইলেকট্রনিক ভোটিং বা কাস্টিং ভোটে অংশগ্রহণের পদ্ধতি সভার বিজ্ঞপ্তিতে সরবরাহ করা হয়েছে। কোম্পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভিসি বা ওএভিএমের মাধ্যমে উপস্থিত সদস্যদের উপস্থিতি গণনা করা হবে। এজিএমের বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.qcml.in-এও পাওয়া যাবে। এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের ওয়েবসাইটে যেমন https://www.evotingindia.com। এই বিষয়ে, সদস্যদের অবগত করা হচ্ছে যেঃ
ক) কোম্পানি ১০ জুন, ২০২৪-এ বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৩-২০২৪ সহ ৩৮তম এজিএম-এর নোটিশ প্রেরণ সম্পন্ন করেছে।
খ) ইলেকট্রনিক মাধ্যমে দূরবর্তী ই- ভোটিং ০৬ জুলাই, ২০২৪ শনিবার সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে এবং ০৮ জুলাই, ২০২৪ সোমবার বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হবে।
গ) ই- ভোটিংয়ের জন্য কাট-অফ তারিখ মঙ্গলবার, ০২ জুলাই, ২০২৪ হবে
ঘ) যে সদস্যদের নাম ০২ জুলাই, ২০২৪ তারিখে সদস্যদের নিবন্ধন / উপকারী মালিকদের তালিকায় উপস্থিত রয়েছে, অর্থাৎ রেকর্ডের তারিখ ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদান করা হবে বোর্ড দ্বারা প্রস্তাবিত হিসাবে, এবং যদি ৩৮তম এজিএমে সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত।
ঙ) যে সদস্য দূরবর্তী ই- ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তিনি এজিএম-এ যোগদানের জন্য যোগ্য হবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। একবার ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে দেওয়া হবে না।
চ) যদি এজিএম চলাকালীন উপলব্ধ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা কোনও ভোট দেওয়া হয় এবং একই শেয়ারহোল্ডাররা যদি ভিসিও / এভিএম সুবিধার মাধ্যমে সভায় অংশ না নেন, তবে এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের দেওয়া ভোটগুলি সুবিধা হিসাবে অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। মিটিং চলাকালীন ই-ভোটিং শুধুমাত্র সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারদের জন্য উপলব্ধ।
ছ) সদস্যরা নোটিশে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সভা শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগে এবং পরে ভিসিও/এভিএম মোডে এজিএম-এ যোগ দিতে পারেন। ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের সুবিধা কমপক্ষে ১০০০ জন সদস্যকে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে উপলব্ধ করা হবে। এতে বড় শেয়ারহোল্ডার (২ শতাংশ বা তার বেশি শেয়ারহোল্ডিং ধারণকারী শেয়ারহোল্ডার), প্রচারক, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, পরিচালক, মূল ব্যবস্থাপক কর্মী, অডিট কমিটির চেয়ারপার্সন, মনোনয়ন ও পারিশ্রমিক কমিটি এবং স্টেকহোল্ডার রিলেশনশিপ কমিটি অন্তর্ভুক্ত থাকবে না, যারা এজিএম-এ অংশ নিতে পারবেন। আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে সীমাবদ্ধতা ছাড়াই।
জ) ইলেকট্রনিকভাবে লভ্যাংশ পাওয়ার জন্য, সময়মত, সদস্যদের তাদের সম্পূর্ণ ব্যাঙ্কের বিবরণ নিবন্ধন / হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ
১) তাদের নিজ নিজ ডিপির সাথে যাদের কাছে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট বজায় রাখে যদি প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিয়ে শেয়ারগুলি ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে রাখা হয় এবং
২) RTA এর সাথে, যদি শেয়ারগুলি প্রকৃত আকারে রাখা হয়, জমা দেওয়ার মাধ্যমে (।) স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্রের স্ক্যান কপি যাতে সদস্যের নাম, ফোলিও নম্বর, ব্যাঙ্কের বিবরণ যেমন ব্যাঙ্ক এবং শাখার নাম, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, MICR থাকবে , IFSC কোড, (।।) প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি (।।।) বাতিল চেক পাতা।
ঝ) ফাইন্যান্স অ্যাক্ট, ২০২১ অনুসারে, লভ্যাংশ আয় সদস্যদের হাতে করযোগ্য হবে এবং কোম্পানিকে আয়কর আইন, ১৯৬১-এ নির্ধারিত হারে সদস্যদের দেওয়া লভ্যাংশ থেকে TDS কাটতে হবে, ট্যাক্স স্ট্যাটাস আপডেট অনুযায়ী ডিপোজিটরি / আরটিএ সহ।
ঞ) ১৭ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখের SEBI সার্কুলার অনুসারে প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডাররা যারা PAN বা নমিনেশনের পছন্দ বা যোগাযোগের বিবরণ বা মোবাইল নম্বর বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ বা নমুনা স্বাক্ষর আপডেট করেননি ভৌত ফোলিও, লভ্যাংশ / সুদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে। ০১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে অর্থপ্রদান করা হবে যা সম্পূর্ণভাবে পূর্বোক্ত সমস্ত বিবরণ প্রদান করার পরে।
ট) আইনের ধারা ১০৮-এর বিধান অনুসারে বিধিগুলির সাথে পঠিত মিঃ তরুন গোয়াল, একজন প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সদস্য নং ২৫২৫৫) কে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং ভোটের মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটগুলি যাচাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। সভা চলাকালীন একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ই-ভোটিং ব্যবস্থা।
ঠ) ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগ মিঃ রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫ তম তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এর কাছে সম্বোধন করা যেতে পারে। এন এম যোশী মার্গ, লোয়ার পেরেল (পূর্ব) মুম্বই- ৪০০০১৩ অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com বা টোল ফ্রি নম্বরে একটি ইমেল পাঠান। ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ দ্বারা
স্বা /-ভাবনা আগরওয়াল
কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখ ঃ ১১ জুন, ২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা

যুবককে ধারালো অস্ত্রের কোপ, আটক অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১১ জুন ঃ ভরদুপুরে ভরাবাজারের মত জনসমাগম এলাকায় এক যুবককে ধারালো অস্ত্রের কোপ মারার অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরের পুটশুড়ি এলাকায়। ঘটনায় পর রক্তাক্ত ও গুরুতর জখম হন আজহারুলের যুবক রাহুল শেখ। তাকে মন্তেশ্বর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। পরিবারের লোকজন জানান তার ডানদিকের পেটের কাছে ও বাঁদিকের পিঠে ছুরি চালিয়ে দেয় ওই দুষ্কৃতী। আক্রান্তের বাবা খায়রুল শেখ জানান, তার ছেলে রাহুল গুজরাটের রাজকোটে সোনার দোকানে কাজ করে। কয়েকদিন আগেই সে বাড়ি ফিরে আসে। পুটশুড়িতে ফলের দোকানে বাবাকে সাহায্য করতেই সে গেছিল। এরপর মহাজনকে টাকা দিতে যাওয়ার সময় ওই দুষ্কৃতি ভরা বাজারে তার মোবাইল কেড়ে নিতে যায় বলে অভিযোগ। তার কাছে বেশ কয়েক হাজার টাকাও ছিল। মোবাইল ছিনতাই করতে গেলেও তা না পাওয়ায় ওই দুষ্কৃতি রাহুলের উপর ধারালো অস্ত্র চালিয়ে দেয়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে তেঁতুলিয়ার বাসিন্দা অভিযুক্ত ওই যুবক কয়েকদিন আগে খায়রুল শেখের ফলের দোকান থেকে ফল কেনে। পরে সেটা সাদা কেন সেই নিয়ে দুইপক্ষের মধ্যে বচসা হয়। পূর্বপরাধবশতই ওই এই ঘটনা বলে পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে। অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএন/কেজিপি-টিএন্ডিকে-জুন-২০২৪, তারিখঃ ০৭.০৬.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল পার্সোনেল অফিসার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** টিএন্ডিকে-র বদলে চুক্তির ভিত্তিতে পরিবারের ভাড়া করা। **কাজের মূল্যঃ** ১,৩৪,৭৪,৩৩৮.৭২ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,১৭,৪০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ ও খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** খুলবে - ২০.০৬.২০২৪, সকাল ১০টা এবং বন্ধ হবে - ০৪.০৭.২০২৪, দুপুর ৩টা। **টেন্ডারের বিশদের জন্য ওয়েবসাইট ঃ https://www.ireps.gov.in (PR-233)**

আরই কনফারেন্স হলের জন্য পিএ সিস্টেম সহ বেসিক টেলিফোনি ও ভিডিও ওয়ালের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নং.ঃ এসএনটি-২১-এলএমজি-২০২৪-২৫, তারিখঃ ০৭-০৬-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ও স্থানঃ** নতুন আরই ডিআরএম বিল্ডিং লামডিঙে আরই কনফারেন্স হলের জন্য পিএ সিস্টেম সহ বেসিক টেলিফোনি ও ভিডিও ওয়ালের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্যঃ ৩২,২০,৪৩১.৮৯টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১৬,১০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০১-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০১-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। সবিশেষের জন্য www.ireps.gov.in দেখুন।

সিনি. ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

JANAI GRAM PANCHAYAT
Vill-Janai PO-Janai Dist-Hooghly West Bengal

E-Tender are invited by the Prodhan of Janai Gram Panchayat under Chanditala-II Dev block, janai , Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work **Sl no 1 :- 3 RD CALL NIT no-218/JGP dt 11.06.2024 Tender id- 2024_ZPHD_662359_3 Publish Date- 11.06.2024 10.00 AM ; Name of The Work- RENOVATION OF JANAI BAZAR UNDER JANAI GRAM PANCHAYAT ; Fund – 5 TH SFC (2023-24) ; Estimated Amount - Rs. 11,81,774.00 , Completion Time - 15 days . Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:- 24.06.2024, 11.30 AM, DATE of opening technical & Financial BID 26.06.2024 12.30PM For details visit website https://wbtenders.gov.in.**

গরমের বলি, যুবকের মৃত্যুতে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১১ জুন ঃ বৃষ্টির দেখা নেই। দক্ষিণবঙ্গের চার জেলায় যখন তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর, তখন অতিরিক্ত গরমেই কি মৃত্যু যুবকের? চাঞ্চল্য বাঁকুড়া শহরে। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিস। স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম শোভন পূজারী। টোটো চালাতেন তিনি। আদতে বাঁকুড়ার ইন্দপুর ব্লকের পায়রাচালি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন শোভন। থাকতেন বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের আঁচুড়ি এলাকায় কাকা আত্মীয়ের বাড়িতে। রোজকার মতোই এদিনও টোটো নিয়ে বাঁকুড়া শহরে গিয়েছিলেন ওই যুবক। এদিকে গত কয়েক দিন ধরে রীতিমতো দাবদাহ চলছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ব্যতিক্রম নয় বাঁকুড়াও। টোটো চালাতে চালাতেই তৃষ্ণার্ত বোধ করেন শোভন। কিছু স্থানীয় পাথরপাড়া এলাকায় একটি নলকূপ থেকে জল খাওয়ার পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এরপর ওই যুবককে যখন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যান স্থানীয়রা, তখন তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। কীভাবে মৃত্যু? স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবারের লোকেদের অনুমান, অতিরিক্ত গরমের কারণে হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলেন শোভন। হিট স্ট্রোকের সম্ভবনা উড়িয়ে দেননি বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। তারা জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্টেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

e-Tender Notice

The Prodhan Amdahara Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful contractors for the NIeT Nos. i) 01 / 15th FC/ AGP/ 24-25 & ii) 02 / 15th FC/AGP/ 24-25. Both dated: - 07/06/ 2024. Last date of Bid submission for both NIeTs:- 17/06/2024 upto 1.00 PM. visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan Amdahara G.P.
Bhagwangola- II Block, MSD

Govt. of West Bengal
Tender Ref No.: KNESD I/NIQ-19 of 2024-25

Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWDte, Kolkata North Electrical Sub Division-I, 166/10, B.T. Road, 3 rd Fl, Dunlop More, Kol-108, from the eligible contractors for the following works: Name of Work: Commissioning of EVMs and VVPATs, preparation of DC-RC venue, distribution/ storing of election materials, preparation of strong room, counting venue etc in connection with Bye- Election to 167-Maniktola Assembly constituency , 2024-at Rabindra Bharati University, B.T. Road Campus--- Temporary A.C. Installation and PA System Bid submission start: 10.06.24 at 02.00 PM Bid Submission end: 12.06.24 at 02.00 PM Bid opening Date: 12.06.24 after 02.00 PM Details of NIQ, SPECIFICATION & tender document will be available from this office Corrigendum, if any, will be published in Website only.

Sd/- H. Mondal
Assistant Engineer, PWDte.
Kolkata North Electrical Sub-Division I
Govt. of West Bengal

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
05/GPW/ WBFDC/ 2024-25	Supply of Lawn Mower at MTPS, DVC under Mejia URF Range.	12.06.2024	20.06.2024

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
03/GPW/ WBFDC/ 2024-25	Sweeping, Cleaning including supply of materials for 19 Nos Toilets at Banabitan Park for the month of July'2024 to March'2025	12.06.2024	20.06.2024
04/GPW/ WBFDC/ 2024-25	Outdoor Gym Equipments at Banabitan Park, Salt Lake.		

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

HALLYAN GRAM PANCHYAT
Vill.- BASUDEBPUR, P.O.- AMARDAHA
P.S.- BAGNAN, DIST. - HOWRAH
NIT No. WB/HOW/BAG2/NIET-1/ 24-25, DT- 10.06.2024

An e-tender notice for seven (07) no. GWM work from SBM (G) & XV Finance commission (Tied) fund under Hallyan Gram Panchyat area, has been published as per NIET refferred above. Details are available in http://wbtenders.gov.in. Bid Submission Start Date: 11.06.2024 at 5.00 PM. Bid Submission Closing Date : 22.06.2024 at 1.00 PM.

Sd/-
Pradhan
Hallyan Gram Panchyat
Basudebpur, Bagnan, Howrah

মেরামতের জন্য সংশোধনমূলক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপিডিজে/০৪/২৪-২৫। নিম্নে উল্লিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা.এপি/ইএল/০৪/২৪-২৫। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলে এলএইচবি শ্রেণীর কোচসমূহের [illegible] হেতু [illegible]। টেন্ডার মূল্যঃ [illegible] টাকা। বায়না রাশিঃ [illegible] টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময়ঃ ০১-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ০১-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট অবলোকন করুন।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরএস, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ভ্রমণ

কম খরচে বিদেশ ভ্রমণের ৫ পরামর্শ

বিশ্বাস করুন! কাপড়চোপড়, টুকিটাকি জিনিসপত্রে ঠাসা ভারী ব্যাগটা কাঁধে নেওয়ামাত্রই শরীরটা কেমন হালকা হালকা লাগে। মনে হয় কোনো ডায়েট কিংবা ব্যায়ামের ঝক্কি ছাড়াই এক লাফে ওজন কমে গেল অনেকখানি। ব্যাগ কাঁধে কোনো ভ্রমণে বেরোনোর মুহূর্তে এই অ্যাড্রিনালিন রাশ, এই রোমাঞ্চটা বোধ হয় সব পর্যটকই টের পান। তাই ডলারের দাম, মূল্যস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে ভ্রমণপ্রেমীরা বেরিয়ে পড়েন ঠিকই। ভিনদেশে বেড়ানোটাও এখন আর শুধু ধনীদের একচেটিয়া না। ‘বাজেট ট্রাভেলার’ কথাটা আজকাল বেশ প্রচলিত। একটু বুদ্ধি খাটালে বাজেট অল্প হলেও আপনি আশপাশের কয়েকটা দেশ অন্তত ঘুরে আসতে পারবেন। এমনকি সে জন্য কোনো ট্রাভেল এজেন্সির ‘কম দামি প্যাকেজের’ অপেক্ষায় থাকারও প্রয়োজন নেই। আপনি নিজেই সবকিছুর বন্দোবস্ত করে ফেলতে পারবেন।

কম খরচে বিদেশ ভ্রমণের কয়েকটা উপায় জেনে নিই, চলুন

টিকিট কাটুন আগেভাগে, চোখ রাখুন ওয়েবসাইটে

বিমানের টিকিট যত আগে কাটবেন, ভাড়া পড়বে তত কম। এ ছাড়া একেক এয়ারলাইনস একেক সময়ে ছাড় দেয়। এয়ারলাইনসগুলোর ফেসবুক পেজ বা ওয়েবসাইটে নিয়মিত চোখ রাখলে ছাড়ের খবর পেয়ে যাবেন। অনেক সময় আপনাকে হয়তো ‘কানেক্টিং ফ্লাইট’ বেছে নিতে হতে পারে। তাতে যাত্রা একটু লম্বা হয়ে যাবে, ট্রানজিটে একটা বড় সময় অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু টিকিটটা পাবেন কম দামে।

ভ্রমণ করুন অমৌসুমে

একেক দেশে ভ্রমণের মৌসুম একেক সময়ে। যখন মৌসুম চলে, তখন বিমানের টিকিটের দাম থেকে শুরু করে হোটেল ভাড়া, সবই বেড়ে যায়। তাই চেষ্টা করুন অমৌসুমে ভ্রমণ করতে। থাইল্যান্ডে যেমন এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত পর্যটকের চাপ কম থাকে। মালদ্বীপে খরচ একটু কম থাকে মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত। অন্যদিকে দুবাইতে যদি ঘুরতে যান রমজান মাসে, তাহলে খরচ কম পড়বে। দর্শনীয় জায়গাগুলোতে ভিড় কম পাবেন। আবার ভিন্ন একটা দেশে রমজান পালনের অভিজ্ঞতাও হবে। এভাবে ভ্রমণের সময়টা একটু এদিকওদিক করে নিলেই দেখবেন অনেক ক্ষেত্রেই টাকা বেচে যাচ্ছে।

কম খরুচে হোটেল, এয়ারবিএনবি

ভারত, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, নেপালের মতো দেশগুলোতে মোটামুটি অল্প খরচেই আপনি হোটেল পেয়ে যাবেন। বুকিং ডটকম, অ্যাগোডা, গুগলের মতো প্ল্যাটফর্মগুলোর পাশাপাশি সরাসরি হোটেলের ওয়েবসাইট বা ফেসবুক পেজের মাধ্যমেও যোগাযোগ করতে পারেন। কখনো কখনো সরাসরি যোগাযোগ করলে দাম কিছুটা কম পড়ে। বন্ধুবান্ধব মিলে যদি ভ্রমণ করেন, হোটেলে না উঠে ‘ব্যাকপ্যাকারস হোস্টেল’গুলোতে উঠতে পারেন। নানা দেশের পর্যটকের সঙ্গে এক ঘরে থাকাও কিন্তু একটা ভিন্ন অভিজ্ঞতা। হোটেলের ভাড়া অনেকটাই নির্ভর করে জায়গার ওপর। যেমন ধরা যাক আপনি যদি থাইল্যান্ডের ফুকেটে বেড়াতে যান, পাতং সৈকতের যত কাছাকাছি থাকবেন, ভাড়া তত বাড়বে। বড় বড় শপিং মলগুলোর কাছাকাছি যেসব হোটেল, সেগুলোরও খরচ সাধারণত বেশি। তাই একেবারে পর্যটকদের কেন্দ্রগুলোতে না থেকে ৫১০ মিনিটের হাঁটা দূরত্বে কোনো হোটেল বেছে নিন। কোনো কোনো দেশে হোটেলের তুলনায় এয়ারবিএনবিতে খরচ বেশ কম পড়ে। এয়ারবিএনবিকে সহজ ভাষায় বলা যায় অল্প দিনের জন্য রেডি ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়ার একটি প্ল্যাটফর্ম। এয়ারবিএনবির ওয়েবসাইট বা অ্যাপ ঘাঁটলেই নানা রকম ফ্ল্যাটের খোঁজ পেয়ে যাবেন।

গণপরিবহন ও স্কুটার

বিদেশে ভ্রমণে গেলে উবার, গ্র্যাব, ট্যাক্সি ব্যবহার না করে যতটা সম্ভব গণপরিবহন ব্যবহারের চেষ্টা করুন। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলোতে যেমন পরিবহন পাস (এক ধরনের কার্ড) কিনে নিতে পারবেন। এই পাস ব্যবহার করেই এমআরটি, বাসসহ অধিকাংশ গণপরিবহনে চড়তে পারবেন। শুধু গণপরিবহন ব্যবহার করেই কতটা সাশ্রয় করা সম্ভব, তার একটা উদাহরণ দিই। ধরুন আপনি মালদ্বীপে বেড়াতে গেছেন। মালে থেকে মাফুশি দ্বীপে যদি ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় স্পিডবোটে চড়ে যান, জনপ্রতি খরচ হবে ২৫ ডলার। অথচ ফেরিতে গেলে খরচ পড়বে মাত্র ৪৫ ডলার। একআধ ঘণ্টা সময় বেশি লাগবে। তাতে কী? একটু বেশি সময় ধরেই নাহয় সাগরের সৌন্দর্য উপভোগ করলেন!

এশিয়ার দেশগুলোতে ভ্রমণের ক্ষেত্রে ইদানীং স্কুটার বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনামের মতো দেশগুলোতে মোটামুটি কম খরচেই স্কুটার ভাড়া করে নিতে পারবেন। যত বেশি দিনের জন্য ভাড়া নেবেন, খরচ পড়বে তত কম। স্কুটার ভাড়া করে নিলেও ঘোরাঘুরিটা অনেকটাই সাশ্রয়ী হয়ে যায়। অবশ্য তার জন্য আপনাকে স্কুটার চালাতে জানতে হবে আর আপনার আন্তর্জাতিক ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় অ্যাপ

বিভিন্ন অ্যাপ আজকাল ঘোরাঘুরির ক্ষেত্রে বেশ কাজে লাগে। এসব অ্যাপে দর্শনীয় স্থানগুলোর টিকিট আপনি ‘বান্ডল প্যাকেজ’ হিসেবে কম খরচে কিনে নিতে পারবেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ক্লুকের কথা। একেক দেশে বেড়ানোর ক্ষেত্রে ক্লুকে একেক রকম অফার পাবেন। তবে সব অফারই যে আপনাকে সবচেয়ে কম খরচের নিশ্চয়তা দেবে, তা নয়। ওয়েবসাইট, ফেসবুক, ইউটিউব ঘেঁটে যাচাইবাছাইটা আপনাকেই করতে হবে। সব মিলিয়ে আপনার ‘রিসার্চ’ যত ভালো হবে, খরচ হবে তত কম।

গুয়াহাটি রেলস্টেশনে গ্রেফতার মহিলা সহ দুই বাংলাদেশি নাগরিক

গুয়াহাটি, ১১ জুন ঃ অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের দায়ে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে জিআরপি-র হাতে গ্রেফতার হয়েছেন মহিলা সহ দুই বাংলাদেশি নাগরিক। জিআরপি থানা সূত্রে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে দুই অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতরা যথাক্রমে সুহাগ গাজি (২৪) এবং জাহানারা বেগম (৫০)। উভয়েই বাংলাদেশের খুলনা বাগেরহাট জেলার অন্তর্গত রান্ধা পোস্ট অফিসের অধীন গোলবুনিয়া গ্রামের বাসিন্দা। ধৃতদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে জিআরপি সূত্র জানিয়েছে, সুহাগ গাজি এবং জাহানারা বেগম গত ৭ মে দালালের হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। কর্মসংস্থানের সন্ধানে তারা বেঙ্গালুরু গিয়েছিলেন। বেঙ্গালুরুতে কিছুদিন থাকার পর তারা ত্রিপুরা হয়ে বাংলাদেশে ফেরার অভিপ্রায়ে গতকাল গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে এসেছিলেন। অভিবাসন আইন এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত আইনের ধারায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে।

উত্তরপূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় ফুলের বাগান তৈরি হবে ত্রিপুরার পূর্ব তকছায়া এডিসি ভিলেজে

আগরতলা, ১১ জুনঃ ত্রিপুরায় উত্তরপূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় ফুলের বাগান তৈরি করা হবে। পাইলট প্রকল্পে রাজ্যের খোয়াই জেলার তুলাশিখর ফরেস্ট রেঞ্জের পূর্ব তকছায়া এডিসি ভিলেজে প্রস্তাবিত ফুলের বাগান গড়ে তোলা হবে। মঙ্গলবার সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলএ আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা এ কথা জানান। বনমন্ত্রী জানান, রাজ্যে সড়ক, জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জন্য গাছ কাটার প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গাছ কাটার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার

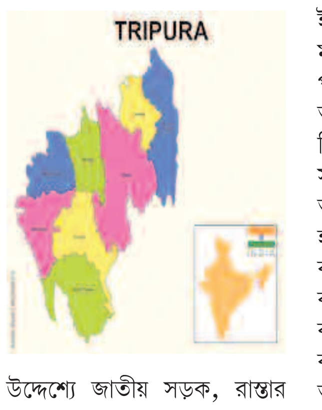

উদ্দেশ্যে জাতীয় সড়ক, রাস্তার পাশে, ফুল ও ফলের গাছ লাগানোর জন্য বন দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি জানান, বড়মুড়া ইকোপার্কে একটি আধুনিক মানের মাল্টি ইউটিলিটি হল নির্মাণ করারও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আগরতলা হেরিটেজ পার্কের ভিতরে অবস্থিত মঞ্চে প্রতি সপ্তাহান্তে একদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বন দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। তিনি আশা ব্যক্ত করেন, পাইলট প্রকল্পে এই ফুলের বাগান তৈরি হলে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হবে। পরবর্তী সময়ে রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিতেও এ রকম ফুলের বাগান গড়ে তোলা হবে।

মহিলা পদ্মশ্রী প্রাপক ও কৃতী ছাত্রীদের সম্মাননা জ্ঞাপন ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের

আগরতলা, ১১ জুন ঃ ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের উদ্যোগে মঙ্গলবার কমিশনের কার্যালয় প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানে পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার ও পদ্মশ্রী স্মৃতিরেখা চাকমাকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। তছাড়াও অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত এ বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৩ জন কৃতী ছাত্রীকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার ও পদ্মশ্রী স্মৃতিরেখা চাকমার হাতে মানপত্র, উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক ও গাছের চারা তুলে দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন। তাছাড়া চেয়ারপার্সন সহ অন্যান্য অতিথিগণ ১৩ জন কৃতী ছাত্রীর হাতে মানপত্র, উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক ও গাছের চারা তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের ভাইস-চেয়ারপার্সন মধুমিতা চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা কৃতী ছাত্রীদের পরীক্ষায় শুধু ভালো ফলাফল নয়, সমাজে নিজেদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সমাজে নারীরা এখনও সমঅধিকার পায়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা নারীদের আত্মনির্ভর করার জন্য বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পণ্য আনলোডিঙে ১.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ১১ জুনঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পণ্য আনলোডিঙের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন করে আসছে। ২০২৪-এর মে মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা ১১৫২টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে। যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১.৮৬ শতাংশ অধিক। ২০২৪-এর মে মাসে অসমে পণ্যবাহী ট্রেনের ৬৪৫টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৩১টি রেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী লোড ছিল। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ৫৪টি রেক, নাগাল্যান্ডে ২০টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে ০৯টি রেক, মণিপুরে ০২টি রেক এবং মিজোরামে ০৮টি রেক আনলোড করা হয়। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের পশ্চিমবঙ্গে ২৪৮ টি পণ্যবাহী রেক ও বিহারে

১৬৬টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়েছিল। অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রী শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণের জন্যই নয়, বরং তার পাশাপাশি সমগ্র অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে সক্রিয় রাখতেও নিয়মিত পরিবহণ করা হচ্ছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ সেকশনগুলিতে দ্বৈতকরণের কাজ দ্রুতগতিতে সম্পাদন করা হচ্ছে যার ফলে পণ্যবাহী ট্রাফিকের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে।

এর ফলে অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর চলাচল বৃদ্ধির পাশাপাশি পণ্য আনলোডিঙেও বৃদ্ধি ঘটেছে।

পর্যালোচনা সভা মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১১ জুন ঃ মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর থেকে আগরতলা শহর পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে মঙ্গলবার সচিবালয়ে পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শহরের এই সৌন্দর্য্যায়ন প্রকল্পে রাজ্যের চিরাচরিত মিশ্র সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। বৈঠকে জানানো হয়, আগরতলার রাধানগর মোটরস্ট্যান্ডে একটি আর্কষণীয় ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হবে। মূলত ভিড় এড়াতে এবং পথচারীদের সুবিধার্থে এই ফুট ওভার ব্রিজটি নির্মাণ করা হবে। দৃষ্টিনন্দন এই ফুট ওভার ব্রিজটিতে দুপাশে মোট ৪টি অ্যাসকেলেটর লাগানো হবে। আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে প্রদত্ত এই ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণে ব্যয় হবে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। বৈঠকে আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার তথা স্মার্ট সিটি প্রকল্পের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ডা. শৈলেশ যাদব প্রস্তাবিত সৌন্দর্য্যায়ন প্রকল্পের একটি রূপরেখা সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। এই প্রকল্পটিতে বীরবিক্রম বিমানবন্দর থেকে আগরতলা পর্যন্ত রাস্তার দুপাশের বিভিন্ন এলাকাকে নানাভাবে সাজানো হবে। স্থানীয় শিল্পীদের যুক্ত করে এই কাজকে আরও আকর্ষণীয় করার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। সৌন্দর্য্যায়নের কাজে গুণগতমানের ক্ষেত্রে কোনোরকম আপোষ যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রকল্প রূপায়ণকারী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

বর্ষায় উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় অত্যাধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১১ জুনঃ আসন্ন বর্ষায় উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের সম্ভাব্য প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহার সভাপতিত্বে এক উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বর্ষায় উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্ষায় উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় অত্যাধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনে বহিঃরাজ্যের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে হবে। আগরতলা শহরে বৃষ্টির জল জমে থাকার সমস্যা বর্তমানে অনেকটাই কম। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শহর ও নগর এলাকায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে স্যাটেলাইট হাসপাতাল এবং পিঙ্ক টয়লেট গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। সভায় মুখ্যমন্ত্রী শহর এলাকায় মশার উপদ্রব আরও কমানোর জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। সভায় আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার ডা. শৈলেশ কুমার যাদব আসন্ন বর্ষায় আগরতলা পুরনিগম এলাকায় সম্ভাব্য প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাদি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তিনি আগরতলা শহরের চিত্র, বৃষ্টিপাতের পরিসংখ্যান, শহরে ড্রেনের চিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পদ্ধতি, বন্যায় জল নিকাশী পাম্পগুলির পরিস্থিতি সহ শহরের উন্নয়নে গৃহীত দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। সচিবালয়ের ২ নং সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই সভায় মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, পরিকল্পনা (পরিসংখ্যান) দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্র, আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ডা. শৈলেশ কুমার যাদব সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সপ্তাহান্তে ফিরবে স্বস্তি, প্রাক বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণবঙ্গ

কলকাতা, ১১ জুন ঃ আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে তো সম্ভাবনা নেই, আগামী শুক্রবারের আগেও দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা আগমনের কোনও সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করতে পারে শুক্রবারের পরেই। তবে তার আগেই দক্ষিণবঙ্গে শুরু হবে প্রাক্-বর্ষার বৃষ্টি। ফিরবে স্বস্তি। তেমনটাই জানা গিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢুকতে এখনও দিন কয়েক বাকি থাকলেও বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় পরিবর্তন আসতে পারে। প্রাক্-বর্ষার বৃষ্টিতে দহনজ্বালা থেকে মুক্তি পেতে পারে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা। বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, দুই বর্ধমান, নদিয়া, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ বৃষ্টিতে ভিজতে পারে। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ এবং ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার থেকে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। পাশাপাশি, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই প্রাক্ বর্ষার বৃষ্টি শুরু হবে শুক্রবার থেকেই। রবিবার পর্যন্ত সেই বৃষ্টি চলবে।

নাম পরিবর্তন
আমি Nirmal Kr Sardar alias Nirmal Kumar Sardar (পুরাতন নাম) পিতা Gunadhar Sardar ঠিকানা Tangra, P.O. – Sundarpur, Dist- North 24 Parganas, W.B- 743251, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 10-06-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nirmal Sardar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Nirmal Sardar (নতুন নাম) ও Nirmal Kr Sardar ও Nirmal Kumar Sardar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

Name Change
I RUBINA BIBI, W/O AKHTAR ALI BAGANI, R/O Y-325, PANCH PARA LANE, PO BARTALA, KOLKATA -700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUBINA BAGANI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/06/2024, THAT RUBINA BIBI AND RUBINA BAGANI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SHAIKH JAHERUL ISLAM, S/O SEKH NURUL ISLAM, R/O METEKHAL MOLLAR CHOWK POLDHAR, PO BHAGABATIPUR, HOOGHLY RURAL -712701, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAHERUL ISLAM SEKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/06/2024, THAT SHAIKH JAHERUL ISLAM AND JAHERUL ISLAM SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি Narayan Das (পুরাতন নাম) পিতা Late Nikunja Behari Das ঠিকানা 92/12, Shekh Para Lane, P.O.- Santragachi, P.S.- Shibpur, Howrah-711104 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 11-06-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Narayan Chandra Das (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Narayan Chandra Das (নতুন নাম) ও Narayan Das (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

Name Change
I MST RUBINA KHATOON, W/O ABUL FARAH MALLICK, R/O VILL BAINAN, PO BAINAN, PS BAGNAN, HOWRAH RURAL -711303, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUBINA KHATOON, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/06/2024, THAT MST RUBINA KHATOON AND RUBINA KHATOON ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RUMMANA BEGAM, W/O JAHERUL ISLAM SEKH, R/O METEKHAL MOLLAR CHOWK POLDHAR, PO BHAGABATIPUR, HOOGHLY RURAL -712701, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUMMANA BEGAM SEKH , VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/06/2024, THAT RUMMANA BEGAM AND RUMMANA BEGAM SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি Kakoli Das (পুরাতন নাম) স্বামী Narayan Chandra Das ঠিকানা 92/12, Shekh Para Lane, P.O.- Santragachi, P.S.- Shibpur, Howrah-711104 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 11-06-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Kakali Das (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Kakali Das (নতুন নাম) ও Kakoli Das (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

Name Change
I, FAKRUDDIN ALI HUSAIN SALEH, SON OF LATE ALI HUSAIN SALEH, RESIDING AT 7/1, MAHENDRA ROY LANE, PO-GOBINDA KHATICK ROAD, KOLKATA -700046, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FAKHRUDDIN SALEH VIDE AN AFFIDAVIT NO 41 SWORN BEFORE THE LD METROPOLITAN MAGISTRATE AT KOLKATA ON 03/06/2024.THAT FAKRUDDIN ALI HUSAIN SALEH AND FAKHRUDDIN SALEH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MD SUNNU, S/O NIYAMAT QURAISHI, R/O Q-552/1B/1, PAKARIA TALAB, PO GARDEN REACH, KOLKATA -700024, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANNU QURAISHI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/06/2024, THAT MD SUNNU AND SANNU QURAISHI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি, Aditi Kar(Sanyal) পিতা-ডঃ অমল কৃষ্ণ স্যান্যাল, স্বামী - ডঃ সুকুমার কর, বাসস্থান -B-2/329 কল্যানী, নদীয়া,Ld. A. C.J. M(ii) (1st class), কল্যানী, নদীয়া কোর্টের এফিডেভিট বলে Aditi Kar নামে পরিচিত হলাম। এফিডেভিট নং111, তারিখ ইং 10 ই জুন2024. Aditi Kar(Sanyal) এবং Aditi Kar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change
I, Sofikul Laskar (old name) S/O Azibar Laskar, residing at Vill- Bagati, P.O.- Bhabla, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin - 743422, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Safikul Laskar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 11/06/2024. Safikul Laskar (new name) and Sofikul Laskar (old name) both are same identical person.

Name Change
I ANSURA BEGAM, W/O SEKH NURUL ISLAM, R/O METEKHAL MOLLAR CHOWK POLDHAR, PO BHAGABATIPUR, HOOGHLY RURAL -712701, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH ANSURA BEGAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/06/2024, THAT SEKH ANSURA BEGAM AND ANSURA BEGAM SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I DEBDATTA BISWAS, W/O-DWAIPAYAN DE, R/O 15, ADWAITA MALLIK LANE, GIRISH PARK, BEADON STREET, KOLKATA-700006, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBDATTA DE,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/06/2024,THAT DEBDATTA BISWAS AND DEBDATTA DE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Sk Salim Mustaq (old name) S/O Seikh Mukhtar, residing at H. No. 517/D/388, Peer Bux Bari, Ward No.5, Debalpur, P.O. & P.S.- Kharagpur Town, Dist.- Paschim Medinipur, Pin-721301, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Seikh Salim Mustaq (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kharagpur on 29/05/2024. Seikh Salim Mustaq (new name) and Sk Salim Mustaq (old name) both are same identical person.

Name Change
I, JAHERUL ISLAM SEKH, RESIDING AT METEKHAL MOLLAR CHOWK POLDHAR, PO BHAGABATIPUR, HOOGHLY RURAL-712701, DO HEREBY INFORM THAT MY MINOR SON SK HASIBUL ISLAM SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HASIBUL ISLAM SEKH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS MAGISTRATE AT SERAMPORE HOOGHLY ON 15/05/2024, THAT SK HASIBUL ISLAM AND HASIBUL ISLAM SEKH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, MOHAMMED AFTAB ALI, SON OF SAFIQUL ISLAM, RESIDING AT BLOCK-H, FL-704, PANCHSHEEL APARTMENT, 493/B/1,G.T. ROAD S,PO&PS--SHIBPUR,HOWRAH-711102, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD AFTAB ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/06/2024. THAT MOHAMMED AFTAB ALI AND MD AFTAB ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি, SWETA PANDEY (পুরাতন নাম) স্বামী SHIV KUMAR PANDEY , ঠিকানা- 53/5A HAZRA ROAD, KOLKATA -700019,WEST BENGAL, INDIA, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 07.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে SHWETA PANDEY (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। SHWETA PANDEY (নতুন নাম) এবং SWETA PANDEY (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

Name Change
I, SAFIQUL ISLAM, SON OF LATE MD AKBAR ALI, RESIDING AT BLOCK-H,FL-704, PANCHSHEEL APARTMENT, 493/B/1, G.T. ROAD S, PO&PS--SHIBPUR, HOWRAH-711102, WEST BENGAL.DO HEREBY INFORM THAT MY MINOR SON MOHAMMED YOUSUF ALI SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD YOUSUF ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/06/2024.THAT MD YOUSUF ALI AND MOHAMMED YOUSUF ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Susanta Dafader (old name) S/O Nitai Chandra Dafadar, residing at Vill- Chotojirakpur, P.O.- Basirhat, P.S.- Basirhat R/S, Dist.- North 24 Pgs, Pin - 743412, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sushanta Dafadar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 11/06/2024. Sushanta Dafadar (new name) and Susanta Dafader (old name) both are same identical person.

Name Change
I SUROJIT PODDER, S/O SUDARSAN PODDER, R/O BY LANE 16, RAJA RAMMOHAN PATH, NORTH DUMDUM(M), PS NIMTA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700051, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SURAJIT PODDER, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/06/2024, THAT SURAJIT PODDER AND SUROJIT PODDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, KAZI MOTIUR RAHAMAN, SON OF SUJAUDDIN, RESIDING AT MAHAMMADPUR NATUN KAZI PARA, BHAGAWANGOLA, MURSHIDABAD-742135, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAZI MATIUR RAHAMAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/06/2024. THAT KAZI MOTIUR RAHAMAN AND KAZI MATIUR RAHAMAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, SHRABANI DATTA, WIFE OF SUVRO DATTA, RESIDING AT HOUSE NO 20/FL-3B, LANDSDOWN TERRACE, PO-KALIGHAT, PS-TOLLYGUNGE, KOLKATA -700026, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHRABANI DAS DATTA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/06/2024.THAT SHRABANI DATTA AND SHRABANI DAS DATTA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SUROJIT MAZUMDER, SON OF AS ASHOK MAJUMDER, RESIDING AT NARAYAN PALLY B.A.C FAST LANE,PO-NIMTA, BARRACKPORE - 700049, WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SURAJIT MAJUMDER, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/06/2024. THAT SUROJIT MAZUMDER AND SURAJIT MAJUMDER BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, ABHIJIT DAS GUPTA, SON OF RANADHIR DAS GUPTA, RESIDING AT 540 DUMDUM PARK,BANGUR AVENUE, PS-LAKE TOWN, NORTH 24 PARGANAS -700055,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABIJIT DAS GUPTA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/06/2024.THAT ABHIJIT DAS GUPTA AND ABIJIT DAS GUPTA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Sk Salim Mustaq (old name) S/O Seikh Mukhtar, residing at H. No. 517/D/388, Peer Bux Bari, Ward No.5, Debalpur, P.O. & P.S.- Kharagpur Town, Dist.- Paschim Medinipur, Pin-721301, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Seikh Salim Mustaq (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kharagpur on 29/05/2024. Seikh Salim Mustaq (new name) and Sk Salim Mustaq (old name) both are same identical person.

Name Change
I ISLAM MANDAL, S/O NOOR MOHAMMAD MONDAL, R/O VILL+PO BENA, PS BADURIA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743401, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NOOR ISLAM MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/06/2024, THAT NOOR ISLAM MONDAL AND ISLAM MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Sofikul Laskar (old name) S/O Azibar Laskar, residing at Vill- Bagati, P.O.- Bhabla, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin - 743422, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Safikul Laskar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 11/06/2024. Safikul Laskar (new name) and Sofikul Laskar (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Kartick Das (Old Name) S/o Chandranath Das Residing at Daser Chak, Kak Kalinagar, South 24 Parganas, W.B- 743347, India shall henceforth be known as Kartik Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 11-06-2024. Kartick Das (Old Name) and Kartik Das (New Name) all are same and one identical person.

Name Change
I, JAGYAN RANA, SON OF ARJUN RANA, RESIDING AT VILL & PO-ALANDA BOLANGIR, ODISHA-767033, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAJNA RANA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/06/2024.THAT JAGYAN RANA AND JAJNA RANA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

উত্তরবঙ্গে চলছে এক টানা বৃষ্টি

গরমে চা চাষে বিপুল ক্ষতি হচ্ছে, বন্ধের আশঙ্কা করছেন চাষিরা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ জুন ঃ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দেখা নেই কিন্তু উত্তরবঙ্গে চলছে এক টানা বৃষ্টি। তবে চা চাষের 'পিক টাইম' গরমে বৃষ্টি হয়নি পাহাড়ে। তার জেরে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ফ্ল্যাশে মার খেয়েছে চা চাষিরা। ফলে পুজোর আগে বাগান বন্ধের আশঙ্কা করছেন চাষিরা। তাঁদের অনুমান, পুজোর বোনাসের আগে চা বাগান বন্ধের সম্ভবনা রয়েছে।গত অক্টোবর থেকে সাত মাস বৃষ্টি ছিল না উত্তরে। মার্চ মাস পর্যন্ত রাজ্যে চা উৎপাদনে প্রায় ছয় মিলিয়ন কেজি ঘাটতি ছিল। মে মাস থেকে সেই ঘাটতি বেড়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তাই চা বাগানগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়িছে বলে শোনা গিয়েছে। সেচ দিয়েও শেষরক্ষা করা যায়নি। ৮০ শতাংশ ছোট চা বাগান তাপদাহে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাথমিক হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি। চা চাষিরা বলছেন, প্রতি বছর উত্তরে শীতের হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়ে থাকে। ওই বৃষ্টির জল মিলতেই ছেটে দেওয়া চা গাছে নতুন পাতার দেখা মেলে। এবার শীতে বৃষ্টি হয়নি। উল্টে শীত শেষ হতে লাফিয়ে বেড়েছে তাপমাত্রা। এবার তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি থেকে ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। অথচ বাগানে ভালো মানের চা পাতা উৎপাদনের জন্য দিনে রোদ, সকালের তাপমাত্রা ৩১ ডিগ্রি থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাতে বৃষ্টি প্রয়োজন হয়। অনুকূল আবহাওয়া না পেয়ে বেশিরভাগ চা গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে। চাষিরা কৃত্রিম সেচের ব্যবস্থা করেছিলেন, চা বাগান রক্ষার মরিয়া চেষ্টা চালালেও লাভ কিছুই হয়নি। উল্টে অনেকেই ঋণের জালে জড়িয়েছেন। ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির অন্যতম এক কর্তা বললেন, ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ফ্যাশ চা পাতা উৎপাদন পুরোপুরি মার খেয়েছে। বর্ষা শুরুর পর থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু

বর্ষার মরশুমের চা পাতা দিয়ে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ফ্যাশের ঘাটতি মেটানো সম্ভব হবে না। সবচেয়ে বড় ব্যাপার সেকেন্ড ফ্ল্যাশের চা পাতা উৎপাদন করে যে লাভ হয়, তা থেকেই পুজোর মরশুমে শ্রমিকদের বোনাসের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। এবার লাভ দূরস্ত, উল্টে সেচের ব্যবস্থা করতে গিয়ে চা বাগানগুলো ঋণে বাড়িয়েছে।কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জানান, উত্তরে ছোট চা বাগানের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর জেলা এবং শিলিগুড়ি মহকুমার ৪১ হাজার হেক্টর এলাকাজুড়ে ছোট চা বাগান রয়েছে। তাপদাহে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩৫ হাজার হেক্টর এলাকার চা বাগান। প্রায় ১০ হাজার হেক্টর এলাকার চা বাগান শুকিয়ে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪ কোটি। বর্ষায় পাতা উৎপাদন করে ওই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই এবার পুজো বোনাসের কথা চা বাগানগুলো ভাবতেই পারবে না বলেই মনে হচ্ছে। চা বাগান বন্ধ না হয়ে যায় বলে তিনি জানান।

পুকুরে অদ্ভুত প্রাণী চাঞ্চল্য ডুয়াসে

দুরন্ত বার্তা, ডিমকা, ১১ জুন ঃ মঙ্গলবার ক্রান্তি ব্লকের তেসি মোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ডিমকা ঝোরা এলাকার বাসিন্দা আব্দুল সামাদের বাড়ির পুকুরে এই প্রাণীর দেখা মেলাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পরবর্তীতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পরিবেশ কর্মী দের একটু দল, পুকুর থেকে পাঙ্গোলিন টিকে উদ্ধার করে বন বিভাগের হাতে তুলে দেয়। বনরুই , ফোলিডোটা বর্গের আঁশযুক্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী। মুখে দাঁত না থাকায় পূর্বে দাঁতহীন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দলে অন্তর্ভুক্ত করা হতো। কিন্তু কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে বর্তমানে এদের আলাদা একটি দল ফোলিডোটার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার একমাত্র সদস্য বনরুই। পিপড়ে ও পিঁপড়ে জাতীয় প্রাণী খায় বলে আঁশযুক্ত পিঁপড়াভুক নামেও পরিচিত বহু এলাকায়। তবে অনেক উপজাতিরা একে রুহিন করে ডাকে। উত্তরের পাহাড়ী এলাকায় বনরুই এর মূল নিবাস হলেও পরিবেশের ভারসাম্য সহ অন্যান্য বেশ কিছু কারনে বিগত কয়েক দশক ধরে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা মিলছে এই পঙ্গোলিন বা বন রুইয়ের।

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ সহ সিকিম

দুরন্তার্তা,শিলিগুড়ি,১১ জুন ঃ টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ সহ সিকিম, ধস নেমেছে একাধিক জায়গায়। তাই বড় বিপদ এড়াতে বন্ধ করে দেওয়া হল রাজ্য থেকে সিকিম যাওয়া লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। গত কয়েক দিন ধরেই সিকিম সহ উত্তরবঙ্গে টানা বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টিতে জায়গায় জায়গায় ধস নেমেছে পাহাড়ে। ভেঙে গিয়েছে বহু বাড়িঘর। সোমবারই জানা গিয়েছিল একটি গ্রামের পর পর আটটি বাড়ি ধসে গিয়েছে। সেই ঘটনায় প্রাণ গিয়েছিল তিন জনের, নিখোঁজ বহু মানুষ। সিকম জুড়ে এখনও চলছে উদ্ধারকাজ। ভাঙা বাড়ির নীচে অনেকেরই আটকে থাকার আশঙ্কা রয়েছে।

শিলিগুড়িতে ছিনতাই হওয়া সোনা সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ জুন ঃ শিলিগুড়িতে ছিনতাই হওয়া সোনার সামগ্রী সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। গত ১৮ মে শিলিগুড়ি ফুলেশ্বরী এলাকায় এক মহিলার সোনার হার ছিনতাই হয়। ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় শিলিগুড়ি থানায়। এরপর পুলিশ তদন্ত করে তিনজনকে গ্রেফতার করে। বাপ্পা দাস , গণেশ কর্মকার, রোশন বর্মন। এদের বাড়ি ভক্তিনগর এলাকায়। তাদের কাছ থেকে মোট ৯ গ্রাম গলানো সোনা উদ্ধার হয়। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহাকুমার আদালতে পাঠানো হয়।

৪০টি মহিষ সহ একটি কন্টেইনার ধরা পড়লো ফুলবাড়ীতে

দুরন্ত বার্তা, ফুলবাড়ি, ১১ জুন ঃ ৪০টি মহিষ সহ একটি কন্টেইনার ধরা পড়লো ফুলবাড়ীতে। সোমবার রাতে ফুলবাড়ী বাইপাস রাস্তায় .ধরে ফুলবাড়ী বিএসএফের ১৭৬ নম্বর ব্যাটেলিয়ান।কন্টেনারটি পাঞ্জাব থেকে আসামের দিকে যাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। গাড়িটিকে ধরার পর শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপর পুলিশের পক্ষ থেকে ফুলবাড়ীর একটি খোয়ারে মহিষগুলিকে তুলে দেওয়া হয় তার মধ্যে জীবিত রয়েছে ২৬ টি এবং ১৪ টি মহিষ মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। যদিও এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। গাড়িটিকে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

পুলিশের তৎপরতায় বিপুল পরিমাণে ব্রাউন সুগার উদ্ধার সহ গ্রেপ্তার ১ যুবক

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ১১ জুন ঃ পুলিশের তৎপরতায় বিপুল পরিমাণে ব্রাউন সুগার উদ্ধার সহ গ্রেপ্তার ১ যুবক। জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের খড়িবাড়ি ব্লক বাংলা বিহার সীমান্তের সিঙিয়া জোত এলাকায় একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১০৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার ২০ বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ একটি চারচক্কার গাড়ি উদ্ধার করে এবং পরে বাড়ি থেকে ৯৯ হাজার ৭০০ টাকা ও বাইক উদ্ধার করে খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। পরে ওই যুবক কে গ্রেপ্তার করে খড়িবাড়ি থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। উদ্ধার ব্রাউন সুগার বিহারে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। ধৃত যুবকের নাম এমডি নাসিক (২৫) সিঙ্গিয়া জোতের বাসিন্দা । ধৃত যুবকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে। ধৃত যুবকের সাথে কে বা কারা জড়িত রয়েছে তার তদন্ত শুরু করবে পুলিশ

পুলিশ আউট পোস্ট উদ্বোধন হলো জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ জুন ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি মহকুমায় পুলিশি নিরাপত্তা আরো সুদৃঢ় শক্তিশালী করতে বিশেষ পদক্ষেপ নিল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলার ডাউকিমারি এলাকায় একটি নতুন পুলিশ আউটপোস্ট এর উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। ধুপগুড়ি মহকুমার ধুপগুড়ি থানা থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে ডাউকিমারি এলাকায় এই নতুন আউটপোস্টের উদ্বোধন উপলক্ষে শিবির এর আয়োজন করে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ধুপগুড়ি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গিলসন লেপচা, ধুপগুড়ি মহকুমা শাসক পুষ্পা দোলমা লেপচা, ধুপগুড়ি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ধুপগুড়ি থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য সহ বিশিষ্ট জনেরা।

কোচবিহারে টিএমসি নেতার বাড়ির সামনে বোমা রাখায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১১ জুন ঃ নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর তুফানগঞ্জে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এদিকে তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় তুফানগঞ্জ আন্দরনফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।জানা গিয়েছে, আজ সকালে স্থানীয় তৃণমূলের আঞ্চলিক সভাপতি রাজকান্ত ভার্মার বাড়ির সামনে থেকে একটি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়।এই ঘটনার জন্য বিজেপিকে দায়ী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের দাবি, এলাকায় আতঙ্ক তৈরি করতে বিজেপি দুস্কৃতীরা তৃণমূল নেতার বাড়ির সামনে বোমা রেখেছে। পুলিশকে খবর দিলে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। পুলিশ বোমাটি উদ্ধার করেছে। এছাড়াও, পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের দায়িত্ব নিলেন জেপি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ নতুন স্বাস্থ্যমন্ত্রী পেল দেশ, মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা রবিবার মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন। তিনি রাজ্যসভার সাংসদ। তিনি হলেন দেশের নতুন স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণমন্ত্রী। জৈবসার এবং রাসায়নিক মন্ত্রকও থাকছে তাঁর হাতে। মঙ্গলবার জৈবসার এবং রাসায়নিক মন্ত্রকেরও দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন নাড্ডা। এদিন সকালে প্রথমে দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে যান নাড্ডা, সেখানে বিজেপি নেতৃত্ব তাঁকে স্বাগত জানায়। এরপরই তিনি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ও জৈবসার এবং রাসায়নিক মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

১২ জুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেব শপথ নেবেন নাইডু, প্রস্তুতি চলছে

বিজয়ওয়াড়া, ১১ জুন ঃ তেলেগু দেশম পার্টি (টিডিপি)র জাতীয় সভাপতি এন চন্দ্রবাবু নাইডু ১২ জুন, বুধবার অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন। বিজয়ওয়াড়ার নিকটবর্তী স্থানে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে এনডিএর শীর্ষ নেতৃবৃন্দ এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন বলে মনে করা হচ্ছে। তার আগে মঙ্গলবার টিডিপি প্রধান এন চন্দ্রবাবু নাইডু, জনসেনা প্রধান পবন কল্যাণ, রাজ্য বিজেপি প্রধান দগ্গুবতী পুরন্ধেশ্বরী বিজয়ওয়াড়ায় এনডিএ বিধায়কদের বৈঠকে যোগ দেন। এই বৈঠকে জনসেনা প্রধান পবন কল্যাণ এনডিএএর মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে নারা চন্দ্রবাবু নাইডুর নাম প্রস্তাব ও সমর্থন করেন। পরে চন্দ্রবাবু নাইডু বলেছেন, বিজেপি, জনসেনা এবং টিডিপির সমস্ত বিধায়ক আমাকে অন্ধ্রপ্রদেশের এনডিএ সরকারের আসন্ন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য তাঁদের সম্মতি দিয়েছেন। উল্লেখ্য, রাজ্য বিভক্ত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার তিনি অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তেলেগু দেশম পার্টি, জনসেনা এবং বিজেপি জোট ১৭৫টির মধ্যে ১৬৪ আসনে জয়লাভ করে। নাইডুর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ঘিরে এখন প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে।

সংস্কৃতি মন্ত্রকের দায়িত্ব নিলেন শেখাওয়াত

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এবার নরেন্দ্র মোদী মন্ত্রিসভায় পেয়েছেন সংস্কৃতি এবং পর্যটন মন্ত্রক। যোধপুরের বিজেপি সাংসদ তিনি। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী হিসেবে দাযিত্ব নিয়েছেন গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী শেখাওয়াত বলেছেন, ভোটাররা নরেন্দ্র মোদীকে তৃতীয়বারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন, গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংস্কৃতি মন্ত্রক অনেক কাজ করেছে এবং ভারতের একটি নতুন পরিচয় ও ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে। এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে সুযোগ পেয়েছি আমি।

জলপাইগুড়ির বাজারে বাংলাদেশের ঢাকাই জামদানি শাড়ির বাজিমাত

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ জুন ঃ কথায় আছে বাঙালির বারো মাসে

তেরো পার্বণ। পহেলা বৈশাখ থেকে শুরু করে চৈত্রসংক্রান্তি, বারো মাসে বাঙালির রয়েছে একাধিক উৎসব ও পূজা পার্বণ। তারই মধ্যে অন্যতম জনপিয় . পার্বণ হল জৈষ্ঠ্য মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে ষষ্ঠী পূজার মধ্যে দিয়ে . পালন করা হয় এই উৎসব। বিবাহিত মেয়ে ও জামাইকে আমন্ত্রণ করে আদর আপ্যায়ন করাই এই উৎসবের রীতি। জামাইয়ের মঙ্গলকামনায় শাশুড়ি মায়েরা ব্রত পালন করেন এই দিনে। এক কথায় বলতে গেলে নিজের আদরের মেয়ের সুখী দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্যেই পালন করা হয় এই ব্রত। আর শ্বশুরবাড়ির লোকেদের অতিথি আপ্যায়নে খুশি হয়ে জামাই নিয়ে আসেন তাদের জন্য নানারকম উপহার। এবং সেই উপহারের মধ্যে শাশুড়ি মায়ের জন্য শাড়ি হল অন্যতম। জলপাইগুড়িতে অনান্য শাড়ির দোকান থাকলেও এবছর মেলাতেই বাজিমাত করছে বাংলাদেশের ঢাকাই জামদানি শাড়ি। ইতিমধ্যে শহরবাসির কাছে বাংলাদেশের এই শাড়ি গুলো নজর কাড়ছে। নির্বাচনের সময় বিক্রি কম থাকলেও জামাইষষ্ঠী এগিয়ে আসতেই শাড়ির বিক্রি বেড়েছে বলে জানালেন বাংলাদেশ থেকে আগত বিক্রেতারা। শুধুমাত্র জলপাইগুড়িতে নয়, শিলিগুড়ি কিংবা কলকাতাতেও তারা ব্যবসা করেন।সব মিলিয়ে শশুরবাড়িতে যেমন আম কিংবা বেলাকোবার বিখ্যাত চমচম জায়গা করে নিয়েছে ঠিক তেমনি এবছর জলপাইগুড়িতে জমাইয়ের শশুরবাড়িতে উপহার হিসেবে জায়গা করে নিল বাংলাদেশের জামদানি শাড়ি।

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের দায়িত্ব নিলেন শিবরাজ

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক পেয়েছেন। পাশাপাশি, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকও রয়েছে তাঁর হাতে। তিনি মধ্যপ্রদেশের বিদিশা লোকসভা আসন থেকে জয়ী হয়েছেন। মঙ্গলবার কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন শিবরাজ সিং চৌহান। দায়িত্ব নেওয়ার আগে পুজোও করেন তিনি। পরে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বলছি, গতকাল প্রধানমন্ত্রী সর্বপ্রথম যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা কৃষকদের স্বার্থে ছিল। তিনি কিষাণ সম্মান নিধি জারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন...এখন এনডিএ সরকার প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই কাজগুলিকে আরও দ্রুত এগিয়ে. নিয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার সংকল্প নিয়েছেন, সে লক্ষ্যে কাজ চলছে নিরন্তর। আমরা সকলে এতে আরও দ্রুত কাজ করব এবং কৃষকদের কল্যাণের জন্য সম্ভাব্য প্রতিটি পদক্ষেপ নেব। তাদের পাশে সব সময়ই থাকার চেষ্টাও করবো।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নোটিশ নং ঃ সিএলডব্লু-সিআরজে- ডব্লুসি-১৯-সিএল-৭৫। টেন্ডার নং ঃ সিএলডব্লু-সিআরজে- ডব্লুসি-১৯-সিএল-৭৫। টেন্ডারের ধরন ঃ ওয়ার্কস। টেন্ডার বয়ানের মূল্য ঃ প্রযোজ্য নয় (জিসিসি-২০২২, পার্ট-I, প্যারা - ৩ অনুযায়ী) কাজের মূল্য (টেন্ডার মূল্য) (জিএসটি সমেত) ঃ ৬৮,০৭,৩৮৮.০০ টাকা (আটষট্টি লক্ষ সাত হাজার তিনশত অষ্টআশি) মাত্র। জমাকৃত বায়না রাশি ঃ ১,৩৬,১০০.০০ টাকা (একলক্ষ ছত্রিশ হাজার একশত) মাত্র। কাজ শেষের মেয়াদ ঃ ০৬ (ছয়) মাস। টেন্ডারের বৈধতা ঃ ৪৫ দিন। টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ ২১.০৬.২০২৪-এ সকাল ১১ টায়। টেন্ডার নথি খোলার তারিখ ঃ ২১.০৬.২০২৪-এ সকাল ১১.৩০ মিনিট। একই ধরনের কাজ ঃ টেন্ডার নথির সংক্ষিপ্ত বিবরণের ১.৩ ধারায় উল্লিখিত। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট website www.ireps.gov.in এবং www.clw. indianrailways.gov.in-এ দেখা যাবে। কাজের নাম ঃ সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জনে ৭৫টি লোকোমোটিভে কেবল লেইং ওয়ার্কের কাজকর্মের আউটসোর্সিং। দ্রষ্টব্য ঃ দর দেবার আগে অ্যাডভান্সড কারেকশন স্লিপের সঙ্গে সাম্প্রতিক জিসিসি পড়ে নেওয়া বাধ্যতামূলক। কোনো বিভ্রান্তি এড়াতে সেটি (www.indianrailways.gov. inlrailwayboard >> "About Indian Railways">> "Railway Board Directorates" >> "Civil Engineering" >> "IR General Conditions of Contracts" >> IR General Condition of Contracts-2022)-এ দেখে নিতে পারেন।
[PR4/460] এইচ/ইএল-I/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
অনুসরণ করুন : www.facebook.com/clwrailways

নিখোঁজ মালওয়ির ভাইস প্রেসিডেন্ট

১১ জুন ঃ কিছুদিন আগে চপার দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রইসি। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার নিখোঁজ আফ্রিকার ছোট্ট দেশ মালওয়ির ভাইস প্রেসিডেন্ট সলস চিলিমা। বায়ুসেনার যে বিমানে তিনি সফর করছিলেন কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না সেই বিমানের। চিলিমার খোঁজে জোরকদমে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। জানা গিয়েছে, সোমবার স্থানীয় সকাল ৯টা নাগাদ মালওয়ির রাজধানী লিলঙ্গে থেকে সেনার বিমানে রওনা দিয়েছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট সলস চিলিমা। ওই বিমানে ছিলেন প্রাক্তন ফার্স্ট লেডি শানিল জিম্বিরিসহ মোট ১০ জন যাত্রী। রাজধানী থেকে ৩৭০ কিলোমিটার দূরে দেশের এক প্রাক্তন মন্ত্রীর শেষকৃত্যে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তিনি। তবে খারাপ আবহাওয়ার জন্য বিমানটি তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে অবতরণ করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বিমানটিকে ফিরে যাওয়ার বার্তা দেয়। তার পর হঠাৎ বিমানটির সঙ্গে সব রকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

বিমানটির খোঁজে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। অনুমান করা হচ্ছে, বড়সড় কোনও দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে বিমানটি। কোথায় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তার প্রাথমিক অনুমানের ভিত্তিতে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। এদিকে বিমান নিখোঁজ হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসার পর বিবৃতি দিয়েছেন মালওয়ির প্রেসিডেন্ট লাজারুস চাকওয়েরা। তিনি বলেন, 'আমি জানি এটা অত্যন্ত দুঃখজনক পরিস্থিতি। সামরা বিমানটিকে খুঁজতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখছি না। আশা করছি বিমানে থাকা সকলকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হবে।' পাশাপাশি তিনি আরও জানান, আমেরিকা, ব্রিটেন, নরওয়ে এবং ইজরায়েলের মতো দেশ বিপদে তাঁদের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে।

৫ টাকায় ১০০ রকমের জিনিস

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ জুন ঃ জলপাইগুড়ি জেলা তথা শহরের মধ্যে এক অন্যতম মেলা হল এই বৈশাখী মেলা। প্রতি বছর বৈশাখী মাসেই এই মেলা হয়ে থাকে শহরে। প্রায় এক মাস ধরে এই মেলা চলে। শহর তথা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই মেলার আনন্দ উপভোগ করতে আসেন অনেকে।

NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata- 700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for temporary additional IT infrastructural arrangement in connection with the programme to be attended by VVIP at the conference hall at 5th floor, Bikash Bhaban, Kol-91 on 14.06.2024" [Job No. KIT/RW/014 of 24-25] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-006/ KIT/Q of 24-25) Bid Submission Closing : 13.06.2024 up to 03.00 PM Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

Notice
Notice is hereby given to the public that WE, namely AVI DAS, ARGHA DAS, SIBA DAS being the sole and absolute owner of the property more particularly described in the schedule hereunder written and that WE, have lost the original mother deed of the said property of OUR near KUDGHAT BUS STAND and accordingly a general diary has also been lodged by AVI DAS to that effect being GD NO.335 ON DATE 06.06.2024. Therefore, It is humbly requested that, if, anyone finds the said lost deed of US please feel free to contact here ph no. +917980950981 for returning the same at earliest and oblige. Furthermore, the title of the same property following all the legal procedures will be transferred. All PERSONS having any claim in respect thereof by way of sale, exchange, gift, mortgage, charge, trust, inheritance, possession, lease, lien or otherwise howsoever are requested to inform the same in writing to the undersigned having his residence at 35/1 chandi ghosh road kolkata - 700040, within 14 days from the date hereof failing which, the claim or claims if any, of such person or persons will be considered to have been waived and/ or abandoned/ relinquished and the transfer shall be completed.
Schedule Above Referred To Land Details
Address - 40 Kailash Ghosh Road Kolkata - 700008
Premisses No - 29 Kailash Ghosh Road Kolkata - 700008
Mouza No. 23, Khatian No. 1616, Dag No. 1006 East Barisha
Area-6 Cattah 4 Chitak

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The **Executive Engineer (Civil), Br.-VI, KMC** invites tender online item rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/046/003/2024-2025 Name of the Work: **Urgent repair of potholes, depressions and cross-cuts of road surface in Ward No. 46.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,75,000.00.** Earnest Money: **Rs. 7,500.00.**
(2) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/047/003/2024-2025 Name of the Work: **Urgent repair of potholes, depressions and cross-cuts of road surface in Ward No. 47.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.**
(3) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/051/003/2024-2025 Name of the Work: **Urgent repair of potholes, depressions and cross-cuts of road surface in Ward No. 51.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,30,000.00.** Earnest Money: **Rs. 4,600.00.**
(4) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/052/003/2024-2025 Name of the Work: **Urgent repair of potholes, depressions and cross-cuts of road surface in Ward No. 52.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.**
(5) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/053/003/2024-2025 Name of the Work: **Urgent repair of potholes, depressions and cross-cuts of road surface in Ward No. 53.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.**
(6) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/054/003/2024-2025 Name of the Work: **Urgent repair of potholes, depressions and cross-cuts of road surface in Ward No. 54.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,80,000.00.** Earnest Money: **Rs. 5,600.00.**
(7) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/055/003/2024-2025 Name of the Work: **Urgent repair of potholes, depressions and cross-cuts of road surface in Ward No. 55.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.**
(8) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/060/003/2024-2025 Name of the Work: **Urgent repair of potholes, depressions and cross-cuts of road surface in Ward No. 60.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,30,000.00.** Earnest Money: **Rs. 4,600.00.**
(9) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/061/003/2024-2025 Name of the Work: **Urgent repair of potholes, depressions and cross-cuts of road surface in Ward No. 61.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,00,000.00.** Earnest Money: **Rs. 8,000.00.**
(10) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/062/POTHOLES/2024-2025 Name of the Work: **Urgent repair of potholes, depressions and cross-cuts of road surface in Ward No. 62.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.**
(11) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/046/001/2024-2025 Name of the Work: **Replacement of damaged/broken/missing pit covers to avoid accidents in Ward No. 46.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.**
(12) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/047/001/2024-2025 Name of the Work: **Replacement of damaged/broken/missing pit covers to avoid accidents in Ward No. 47.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,75,000.00.** Earnest Money: **Rs. 3,500.00.**
(13) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/051/001/2024-2025 Name of the Work: **Replacement of damaged/broken/missing pit covers to avoid accidents in Ward No. 51.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.**
(14) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/052/001/2024-2025 Name of the Work: **Replacement of damaged/broken/missing pit covers to avoid accidents in Ward No. 52.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.**
(15) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/053/001/2024-2025 Name of the Work: **Replacement of damaged/broken/missing pit covers to avoid accidents in Ward No. 53.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.**
(16) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/054/001/2024-2025 Name of the Work: **Replacement of damaged/broken/missing pit covers to avoid accidents in Ward No. 54.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,50,000.00.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.**
(17) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/058/001/2024-2025 Name of the Work: **Replacement of damaged/broken/missing pit covers to avoid accidents in Ward No. 58.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,75,000.00.** Earnest Money: **Rs. 5,500.00.**
(18) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/060/001/2024-2025 Name of the Work: **Replacement of damaged/broken/missing pit covers to avoid accidents in Ward No. 60.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,50,000.00.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.**
(19) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/061/001/2024-2025 Name of the Work: **Replacement of damaged/broken/missing pit covers to avoid accidents in Ward No. 61.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,50,000.00.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.**
(20) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/062/001/2024-2025 Name of the Work: **Replacement of damaged/broken/missing pit covers to avoid accidents in Ward No. 62.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,50,000.00.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.**
(21) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/046/002/2024-2025 Name of the Work: **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/ collapsed sewers in Ward No. 46.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,00,000.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.**
(22) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/047/002/2024-2025 Name of the Work: **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/ collapsed sewers in Ward No. 47.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,50,000.00.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.**
(23) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/051/002/2024-2025 Name of the Work: **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/ collapsed sewers in Ward No. 51.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,50,000.00.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.**
(24) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/052/002/2024-2025 Name of the Work: **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/ collapsed sewers in Ward No. 52.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,50,000.00.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.**
(25) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/053/002/2024-2025 Name of the Work: **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/ collapsed sewers in Ward No. 53.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,50,000.00.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.**
(26) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/054/002/2024-2025 Name of the Work: **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/ collapsed sewers in Ward No. 54.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,50,000.00.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.**
(27) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/055/002/2024-2025 Name of the Work: **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/ collapsed sewers in Ward No. 55.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,50,000.00.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.**
(28) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/060/002/2024-2025 Name of the Work: **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/ collapsed sewers in Ward No. 60.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,50,000.00.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.**
(29) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/061/002/2024-2025 Name of the Work: **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/ collapsed sewers in Ward No. 61.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,50,000.00.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.**
(30) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/062/CHOKAGES/2024-2025 Name of the Work: **Urgent removal of chokages and repairing of damaged/ collapsed sewers in Ward No. 62.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,50,000.00.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **365 days [For Sl. No. 1 to 30].** Last date and time of submission of bid: **22.06.2024 at 1 p.m. [For Sl. No. 1 to 30].** Tender opened on: **24.06.2024 at 1 p.m. [For Sl. No. 1 to 30].**
(31) NIT No. : KMC/PITCOVER/BR-VI/PUMPS/2024-2025 Name of the Work: **Supplying, fitting, fixing with operation of 03 nos. portable pumps of size 3" dia on hired basis for removal of stagnant water from Water Logging Pockets of Ward No. 53, 54, 55, 60, 61 and 62 and also as per necessity under Br.-VI.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,75,000.00.** Earnest Money: **Rs. 7,500.00.**
(32) NIT No. : KMC/BR-VI/PUMPS1/2024-2025 Name of the Work: **Supplying, fitting, fixing with operation of 02 nos. portable pumps of size 3" dia on hired basis or removal of stagnant water from Water Logging Pockets of Ward No. 46, 47, 51 and 52 and also as per necessity under Br.-VI.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,50,000.00.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **153 days. [For Sl. No. 31 & 32].** Last date and time of submission of bid: **20.06.2024 at 1 p.m. [For Sl. No. 31 & 32].** Tender opened on: **22.06.2024 at 1 p.m. [For Sl. No. 31 & 32].** The bid forms and other details are available on and from **11.06.2024 (6 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 32].**
40/24-25

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪

ছক কষে পাকিস্তানকে হারিয়েছে ভারত, চার-ইয়ারি কথায় ফাঁস স্ট্র্যাটেজি

নিউ ইয়র্ক, ১১ জুনঃ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লো-স্কোরিং ম্যাচে ভারত যে জিতবে, অনেকেই আশা করেননি। কিন্তু রোহিত শর্মার টিম কার্যত চমকে দিয়েছে বিশ্বকাপে। আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানকে হারানোয় ভারত সুপার এইটের পথে এগিয়ে গিয়েছে অনেকটাই। ওই ম্যাচের নায়ক যেমন জসপ্রীত বুমরা, তেমনই দুরন্ত পারফর্ম করেছেন ঋষভ পন্থ, অক্ষর প্যাটেল ও মহম্মদ সিরাজ। এই তিনজনের ইন্টারভিউ নিলেন যুজবেন্দ্র চাহাল। ভারতীয় লেগস্পিনার এমন ইন্টারভিউয়ের সময় মজার প্রশ্ন করেন। খুনসুটি করেন। সেই মোড়েই নিয়েছেন তিন সতীর্থর সাক্ষাৎকার। চাহাল টিভিতে কী বললেন বন্ধুরা? ইমাদ ওয়াসিমকে আটকানোর ছক অক্ষর প্যাটেল বলেছেন, ''ওর রেঞ্জে বল না করাটাই ঠিক লক্ষ্য। যাতে মিড উইকেট দিয়ে আমাকে ছয় না মারতে পারে। সেই কারণে আমি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলি। রোহিত ভাইকে বলি, পয়েন্টে আমার একটা ফিল্ডার দরকার। যাতে কাট মারাটাও ওর পক্ষে সহজ না হয়। এমনিতে কাট শটটা কঠিন। তাও যদি মেরে দেয়, অসুবিধা নেই। সেই কারণেই আমি ওকে কাট করানোর দিকে নিয়ে গিয়েছিলাম।'' শুধু আক্রমণাত্মক খেলার পরিকল্পনাই সাজিয়েছিলেন ঋষভ পন্থ ভারতীয় টিমের কিপার বলেছেন, ''আমার মাথায় খুব একটা ভাবনা ছিল না। আমি ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে হিট করার চেষ্টা করে গিয়েছি। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ সব সময় চাপের। যখন চার নম্বরে ব্যাট করার জন্য অক্ষর ক্রিজে এসেছিল, ও আইপিএলে তিন-চারটে জায়গায় ব্যাট করেছে। ফলে টিমেরই কোনও ছেলে যখন ব্যাট করতে আসে, ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়। খুব সহজে টিমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছিলাম ওই সময়টা।'' টেলএন্ডারদের বল করার স্ট্র্যাটেজি মহম্মদ সিরাজ বলছেন, ''আইপিএলের সময়ও আমি নেটে প্রচুর বল করেছি। শেষ দিকে টেলএন্ডারদের থেকে রান এলে সেটা মুশকিল তৈরি করে। ম্যাচের পরে বুঝতে পারি, আমার দেওয়া রান টিমের পক্ষে কতটা ক্ষতিকারক হয়ে যায়। সে দিক থেকে দেখলে আমি নিজের পারফরম্যান্সে খুব খুশি।''

সমর্থকদের বিদ্রূপ এখন বদলে গিয়েছে বাহবায়

হার্দিকের সফরে উচ্ছ্বসিত প্রাক্তন

মুম্বই, ১১ জুনঃ নিউ ইয়র্কে যেন হার্দিকের নিউ ভার্সন! গত কয়েকটা মাস প্রবল অস্বস্তিতে কেটেছে হার্দিক পান্ডিয়ার। গত ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। ভারতের মাটিতে প্রতিযোগিতার। ভারতীয় দলের চতুর্থ ম্যাচ ছিল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। ফলো থ্রু তে পা দিয়ে বল আটকানোর চেষ্টায় চোট পান হার্দিক পান্ডিয়া। এরপর থেকে টানা মাঠের বাইরে। মুম্বইয়ের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় খেলা, আইপিএলে প্রত্যাবর্তন। সেটাও সুখের ছিল না। শেষ মুহূর্তে ট্রেডিংয়ে গুজরাট টাইটান্স থেকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যোগ দেন। রোহিত শর্মাকে সরিয়ে ক্যাপ্টেন করা হয় হার্দিককে। যা নিয়ে প্রবল ক্ষুব্ধ ছিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সমর্থকরা। রোহিতের প্রতি তাঁর আচরণও প্রশ্ন তুলেছিল। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে যে মাঠেই খেলতে গিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, এমনকি হোম ম্যাচেও সমর্থকদের বিদ্রুপের শিকার হয়েছেন। তার উপর পারফরম্যান্সও ভালো হচ্ছিল না। ঘরে বাইরে প্রবল অস্বস্তিতে পড়েছিলেন। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম মুম্বই ম্যাচে সমর্থকদের নিয়ে অসন্তুষ্ট হন খোদ বিরাট কোহলিও। হার্দিক পান্ডিয়াকে বিদ্রুপ করতেই বিরাট গ্যালারির দিকে ইশারা করেন, আরে ও তো আমাদেরই প্লেয়ার, ওকে কেন বিদ্রুপ করছ। দেশের হয়ে খেলার সময় পরিস্থিতিটা পাল্টে যাবে, এই প্রত্যাশাই ছিল। নিউ ইয়র্কে যেন নতুন হার্দিককে পাওয়া গিয়েছে। দেশের জার্সিতে প্রত্যাবর্তনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ থেকেই দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও অনবদ্য পারফর্ম করেছেন বল হাতে। হার্দিকের প্রতি সমর্থকদের বিদ্রুপ বদলে গিয়েছে বাহবায়। হার্দিক পান্ডিয়ার এই সফরে দারুণ খুশি ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার। দেশের জন্য ম্যাচ জেতার পাশাপাশি সমর্থকদের মন জয়, হার্দিকের এই ব্যাপক প্রত্যাবর্তনে উচ্ছ্বসিত আকাশ চোপড়া। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে আকাশ বলছেন, ''মানুষ ওকে অনেক বিদ্রুপ করেছে। এখন সব অন্যরকম। এ ভাবেই জীবন বদলে যায়। সমর্থকরা হার্দিকহার্দিকধ্বনি দিচ্ছে। ওকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিচ্ছে। ক্রিকেট যদি কিছু কেড়ে নেয়, সেটা ফিরিয়েও দেয়। যারা একটা সময় ওকে গালাগাল করছিল, এখন তারাই ওর সাফল্যের প্রার্থনা করছে।'' পাশাপাশি ভারতীয় দলের অফুরন্ত সমর্থন নিয়েও উচ্ছ্বসিত আকাশ। বলছেন, ''আমরা খুব ভাগ্যবান। ১৪০ কোটি ভারতবাসী তো আছেই, বাকি যাঁরা ক্রিকেট ভালোবাসে, হয়তো আমাদের চেনে না, তবুও সমর্থন করে।''

টি২০ বিশ্বকাপে ভারত বনাম ভারতীয়দের লড়াই

প্রাক্তন সতীর্থের বিরুদ্ধে খেলতে মুখিয়ে আছেন সৌরভ

নিউ ইয়র্ক, ১১ জুনঃ আয়ারল্যান্ড-পাকিস্তান বধের পর এবার ভারতের সামনে আয়োজক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বুধবার টি২০ বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার প্রতিপক্ষ আমেরিকা। তবে বলা ভালো ভারতের প্রতিপক্ষ ভারতীয়রাই। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দলে রয়েছেন এক ঝাঁক ভারতীয় বংশদ্ভুত। তাই বুধবারের ম্যাচ এক কথায় ভারতীয় বনাম ভারতীয়দের খেলা। টি২০ বিশ্বকাপের জন্য আমেরিকার দলে রয়েছেন এমন চার জন ক্রিকেটার, যারা ক্রীড়া জীবনের শুরুতে খেলেছেন ভারতেই, অর্থাৎ তাঁরা ভারতীয় বংশোদ্ভূত। শুধু তাই নয় একদা অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন এদের মধ্যে চারজন। মার্কিন দলে ৮ জন ভারতীয় বংশদ্ভুত ক্রিকেটার আছেন। গত বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমেরিকার প্রথম একাদশে ছিলেন ছ'টি দেশে জন্ম নেওয়া ক্রিকেটারেরা। সব থেকে বেশি পাঁচ জন ছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত। আমেরিকা দলের অধিনায়ক মোনাক প্যাটেল আদতে গুজরাতের আনন্দের বাসিন্দা। ৩১ বছরের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার অনূর্ধ্ব ১৯ গুজরাত দলের হয়েও খেলেছেন। তার পরিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসে, যেখানে তিনি তার ক্রিকেট যাত্রা শুরু করেন। তিনি ২০১৮ সাল থেকে আমেরিকার হয়ে পেশাদার ক্রিকেট খেলছেন এবং একজন টপ-অর্ডার ব্যাটার যিনি উইকেট কিপিং করেন। বাঁহাতি অলরাউন্ডার হরমিত সিংহের জন্ম মুম্বইয়ে। খেলেছেন ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ দলের হয়ে। তিনি একজন বোলিং অলরাউন্ডার যিনি ভারতীয় ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার সময় তার কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে মুম্বই ও ত্রিপুরার হয়ে খেলেছেন। এমনকি ২০১৩ সালে স্থানীয় খেলোয়াড় হিসেবে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে একটি আইপিএল ম্যাচও খেলেছিলেন হারমিত। তিনি ২০২১২ সালে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। কিন্তু ২০২১ সালে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান এবং ক্লাব ক্রিকেট খেলেন পরে, ২০২৪ সালের মার্চ মাসে, তিনি আমেরিকার দলে জায়গা করে নেন। সৌরভ নেত্রাভালকর বর্তমানে আমেরিকার জাতীয় দলের প্রতিনিধি হলেও তিনি মুম্বইয়ের ক্রিকেটার। তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ারের সূচনা ভারতেই। মুম্বইতে জন্ম নেওয়া নেত্রভালকর ২০১০ সালের অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে খেলেছিলেন। সৌরভের সতীর্থ ছিলেন কেএল রাহুল, ময়াঙ্ক আগরওয়াল, জয়দেব উনাদকাটরা। পরে মুম্বইয়ের হয়েও খেলেছিলেন ভারতীয় ঘরোয়া ক্রিকেটে। তবে ভারতের পর্যাপ্ত সুযোগ না পাওয়ায় চলে যান মার্কিন মুলুকে। বুধবারে ম্যাচে নামার আগে সৌরভ বলেছেন, রোহিত-বিরাটের বিরুদ্ধে বোলিং করাটা তাঁর কাছে খুব আবেগের একটি বিষয়। একইসঙ্গে অনূর্ধ্ব ১৯ দলের সতীর্থ সূর্যকুমারের বিরুদ্ধে খেলতেও তিনি মুখিয়ে আছেন। নীতীশ কুমার। ভারতীয় বংশোদ্ভুত ব্যাটারের জন্ম কানাডার ওন্টারিয়োতে। তিনি প্রথমে ছিলেন কানাডার ক্রিকেটার। পরে আমেরিকার হয়ে খেলতে শুরু করেন। তিনি ১৯৯৪ সালে কানাডার অন্টারিওতে একটি ভারতীয়-কানাডিয়ান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এমনকি তিনি আন্তর্জাতিক স্তরে কানাডার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ২০১৬ সালে অধিনায়ক হন। এমনকি তিনি কানাডার হয়ে ২০১১ বিশ্বকাপে খেলেছিলেন। পরে আমেরিকায় চলে আসেন এবং এখানকার জাতীয় দলে প্রতিনিধি হন। এছাড়াও আমেরিকা দলে আছেন নিসার্গ প্যাটেল, প্রদীপ কেনজিগের মতো ক্রিকেটাররা।

দিনে দুপুরে ডাকাতি! বাংলাদেশের হারে আম্পায়ারিং নিয়ে প্রশ্ন

নিউ ইয়র্ক, ১১ জুনঃ ভারতের দুই প্রাক্তন ক্রিকেটারের দাবি, এমন আম্পায়ারিং ক্রিকেটে ১৫০ বছরেও দেখা যায়নি। হয়তো এটি কথার কথা, কিন্তু আম্পায়ার স্যাম নাগাজোস্কির সমালোচনায় আম্বাতি রায়াডু এবং ওয়াসিম জাফর। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচে বাংলাদেশ হেরেছে চার রানে। আর ওই চার রান চুরি করা হয়েছে দাবি বাংলাদেশ মিডিয়ার। ওপার বাংলার সংবাদপত্রগুলি লিখছে, শেষ চার ওভারে আমাদের দরকার ছিল ২৭ রানের। কিন্তু আমাদের একটি ডিআরএস বিতর্ক চার রান কেড়ে নিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ম্যাচের ১৭ ওভারের মাথায়। হাতে ছয় উইকেট ছিল বাংলাদেশের। দলের দুই নামী ব্যাটার মাহমুদোল্লা রিয়াধ ও তৌহিদ হৃদয় ক্রিজে থাকায় বাংলাদেশের জয় যেন সময়ের অপেক্ষা ছিল। সেইসময় প্রোটিয়া পেসার ওটিনেল বার্টম্যানের দ্বিতীয় ডেলিভারিতে মাহমুদ্দোলা ফ্লিক করতে চেয়েছিলেন। মাহমুদুল্লার ব্যাটে না লাগলেও প্যাডে লেগে বাউন্ডারি হয়। অন ফিল্ড আম্পায়ার লেগ বিফোর আউট দেন। রিভিউতে অবশ্য সেই সিদ্ধান্তের বদল হয়। বল ট্র্যাকিং প্রযুক্তি দেখায়, লেগ স্টাম্প মিস করছিল। অন ফিল্ড আম্পায়ার যেহেতু আউট দিয়েছিলেন, ফলে সেটিতে বাউন্ডারি যোগ হয়নি। ডিআরএসে আউটের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হলেও বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী সেটি ডেড বল হওয়ায় বাংলাদেশের চার রান বাদ যায়। দলও হারে ওই রানের ব্যবধানে। এই ঘটনায় বাংলাদেশ মিডিয়া প্রবল সমালোচনা করেছে আইসিসি প্যানেলভুক্ত ওই আম্পায়ারের। শুধু তাই নয়, ভারতের দুই প্রাক্তন রায়াডু এবং জাফরও বলেছেন, এই নিয়মের বদল হওয়া উচিত। আর আম্পায়ারিংও এমন নিম্নমানের হবে কেন!

এমবাপে না রোনাল্ডো, কে জিতবেন গোল্ডেন বুট?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

চলতি সপ্তাহেই শুরু হচ্ছে ইউরোপীয় মহাদেশীয় ফুটবলীয় শ্রেষ্ঠত্বের আসর উয়েফা ইউরোপিয়ন চ্যাম্পিয়নশিপ। ১৪ জুন জার্মানিতে শুরু হবে এ আসর। ১৪ জুলাই কাদের হাতে উঠবে ইউরোপ সেরার ট্রফি, তা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন অনেক বিশ্লেষক ও বিশেষজ্ঞরা। অনেকের মতে শিরোপার সবচেয়ে বেশি দাবিদার ফ্রান্স ও ইল্যান্ড। আবার কেউ ফরাসি ও ইংলিশদের বাদ দিয়ে জার্মানি ও পর্তুগালকে এগিয়ে রাখছে। তবে এবার একটি সুপার কম্পিউটার জানিয়েছে কোন শীর্ষ ৫ ফুটবলার জিততে পারেন সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার গোল্ডেন বুট। ইউরোপীয় ফুটবল তারকাদের মেলা বসবে জার্মানিতে। ইউরোর শীর্ষস্থানীয়. তারকাদের মধ্যে রয়েছেন এমবাপে, বেলিংহাম, রোনাল্ডো, হ্যারি কেন, ফিল ফোডেন, ব্রুনো ফার্নান্দেজ, কেভিন ডি ব্রুইন, ফ্লোরিয়ান উইর্টজ এবং পেদ্রির মতো কত নাম।

সুপার কম্পিউটারের মতে সম্ভাব্য গোল্ডেন বুট জয়ী ৫ ফুটবলার

• কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স)

মাত্র ২৫ বছর বয়সে বিশ্বকাপ, ইউরো কাপসহ আন্তর্জাতিক ফুটবলের সব শিরোপা জেতা হয়ে গেছে ফরাসি এ তারকার। ক্লাব ফুটবলে ফরাসি লিগের সব ট্রফিও জিতেছেন তিনি। ২০২২ সালে ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে হেরে বিশ্বকাপে রানার্স আপ হতে হয় ফ্রান্সকে। ঐতিহাসিক ফাইনালে করেছিলেন হ্যাটট্রিক। জিতেছিলেন বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার গোল্ডেন বুট। চলতি মরসুমে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন তিনি। সদ্য রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়া এই তারকা হতে পারেন ফ্রান্সের ইউরো জয়ের অন্যতম চাবিকাঠি।

• হ্যারি কেইন (ইংল্যান্ড)

জার্মান ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে দুর্দান্ত এক মরসুম কাটিয়েছেন ইংলিশ এই স্ট্রাইকার। বুন্দেসলিগার শিরোপা না জিতলেও ৩৬ গোল করে হয়েছে জিতেছেন জার্মানির সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার। ৯১ ম্যাচে ৬৩ গোল করে ইংল্যান্ডের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। ২০১৮ সালের রাশিয়া বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন তিনি। তিনবার জিতেছেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের গোল্ডেন বুট। তাকে ইউরো সম্ভাব্য সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকার দ্বিতীয়তে রাখা হয়েছে।

• ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (পর্তুগাল)

৪০তম জন্মদিন পালনের খুব কাছে রয়েছেন পর্তুগিজ তারকা। অবিশ্বাস্য হলেও এই তালিকায় রয়েছেন তিনি। ২০ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারকে এখনই থামাতে চান না রোনাল্ডো। ইউরোতে সর্বোচ্চ ১৪ গোলের রেকর্ড তার। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতাও তিনি। তরুণ ও প্রতিভাবান ফুটবলের পরিপূর্ণ পর্তুগাল। এরপরও তাকে গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন দলটির কোচ রবার্তো মার্তিনেজ।

• রোমেলু লুকাকু (বেলজিয়াম)

দেশের জার্সিতে ধারাবাহিকভাবে গোল করছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন এই স্টাইকর। ৩১ বছর বয়সী এই ফুটবলার জাতীয় দলের হয়ে ১১৫ ম্যাচে করেছেন ৮৫ গোল। এর মধ্যে বিশ্বকাপে ৫টি, ইউরোতে ৬টি এবং নেশনস লিগে ১০ গোল রয়েছে তার। ইউরো বাছাইয়ে রেকর্ড ১৪টি গোল করেছেন তিনি। কেভিন ডি ব্রুইনের সঙ্গে বেলজিযামের অন্যতম মূল ফুটবলার হবেন তিনি।

• জুড বেলিংহাম (ইংল্যান্ড)

সদ্য শেষ হওয়া ক্লাব ফুটবলের মরসুমে দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন বেলিংহাম। রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে চ্যাম্পিয়ন লিগ ও লা লিগার শিরোপা জিততে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন তিনি। তার এই ফর্ম জার্মানিতে ধরতে পারলে, উপকৃত হবে ইংল্যান্ড। স্ট্রাইকার না হয়েও ক্লাবের শীর্ষ গোল স্কোরার হিসেবে মরসুম শেষ করা বেলিংহামকে ইউরোর গোল্ডেন বুট জয়ের সম্ভাব্য তালিকার সেরা পাঁচে রেখেছে সুপার কম্পিউটার।

'নয় ভাল খেলো, না হলে দল ছাড়ো'

নিউ ইয়র্ক, ১১ জুনঃ ভারতের কাছে জেতা ম্যাচ হেরে গিয়েছে পাকিস্তান। মাত্র ১২০ রানের লক্ষ্য ছিল ভারতের বিরুদ্ধে, তাও তুলতে পারেনি পাকিস্তান। এই ঘটনায় পাক দলের কোচ গ্যারি কার্স্টেন রীতিমতো তোপ দেগেছেন দলের সিনিয়রদের প্রতি। কার্স্টেন আভাস দিয়েছেন, অনেক হয়েছে, এবার আর ভাল কথায় কাজ হবে না, তাই তিনি এবার কঠোর মনোভাব নেবেন। প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে ভারতের বিশ্বকাপ জয়ী দলের কোচ ছিলেন এই প্রাক্তন প্রোটিয়া তারকা। ধোনির সঙ্গে তাঁর জুটি বিশ্বসেরা করেছিল ভারতকে। পাক দলের অভিজ্ঞ কোচের মতে, ভারতের বিরুদ্ধে দলের সিনিয়র তারকারা শেষমেশ জয়ের চেষ্টাই করেননি। তিনি জানান, এই দলের অনেক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্রিকেটার রয়েছে, যারা ২০২১ সালের বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলেছে। পাশাপাশি ছ'জন এমন ক্রিকেটার ছিলেন, যাঁরা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালেও খেলেছে। কেউ বলতে পারবে না, আমাদের দল অনভিজ্ঞ। কার্স্টেন রীতিমতো হুমকির সুরেই বলেছেন, ''নয় পারফরম্যান্স করো, না হলে সরে যাও, একটা বড় দলের এমন হাল মানা যায় না।'' তিনি মানছেন, ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে সিনিয়রদের দায়সারা গোছের মানসিকতা ছিল।

বিশ্বজুড়ে বুমরা বন্দনা, বিরাটের মেলবোর্ন মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনা!

নিউ ইয়র্ক, ১১ জুনঃ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই নায়ক হওয়ার সুযোগ। হাই ভোল্টেজ এই ম্যাচে পারফর্ম করা সহজ নয়। দু-দেশের প্রতিটা প্লেয়ারই স্নায়ুর চাপে ভোগেন। বছরের পর বছর এমনটাই হয়ে এসেছে। বিশ্বকাপ, ভারত-পাকিস্তান এবং ভারতের জয়। এই ছবিটাই দেখতে অভ্যস্ত ক্রিকেট বিশ্ব। সেই ছবিটা একবারই পাল্টেছে। ২০২১ সালে আরব আমিরশাহি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। সে বার পাকিস্তানের কাছে বিশ্বকাপের মঞ্চে প্রথম হার ভারতের। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সবচেয়ে খারাপ পারফরম্যান্সও। কারণ, প্রথম রাউন্ডেই ছিটকে গিয়েছিল ভারত। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেই বদলা সম্পূর্ণ করেছিল ভারতীয় দল। ধারাবাহিকতা বজায় থাকল। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মেলবোর্নের সেই মহাকাব্যিক ইনিংস মনে পড়ে? অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে হয়েছিল গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সকলের নজর ছিল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচেই। মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে রান তাড়ায় প্রবল চাপে ছিল ভারতীয় দল। বোর্ডে টার্গেট ১৬০। মেলবোর্নের বড় মাঠ। ৩১ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল ভারত। এমন সময় হার্দিকের সঙ্গে দুর্দান্ত জুটি, ৫৩ বলে ৮২ রানের ম্যাচ জেতানো অপরাজিত ইনিংস বিরাট কোহলির। নিউ ইয়র্কেও পরিস্থিতি এমনই ছিল। প্রথমে ব্যাট করে মাত্র ১১৯ রানেই শেষ ভারতের ইনিংস। ঋষভ পন্থ-অক্ষর প্যাটেল জুটি ক্রিজে থাকা অবধি মনে হয়েছিল, ১৭০-১৮০ কোনও ব্যাপারই না। কিন্তু ১১৯! এরপরও যেন ভাবা যায়নি ম্যাচ জিততে পারে ভারত। উইন প্রেডিক্টর ভারতের বিপক্ষেই ছিল। ১৫তম ওভারের প্রথম বলে রিজওয়ানকে বোল্ড করে ম্যাচের রং বদলে দেন জসপ্রীত বুমরা। সব মিলিয়ে ৪ ওভারে ১৪ রান দিয়ে তিন উইকেট। তাঁর স্পেলই যে ম্যাচ জেতাতে সাহায্য করেছে ভারতকে, এ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মাত্র ১১৯ রানের পুঁজি নিয়েও পাকিস্তানকে ৬ রানে হারানো। বুমরার দুর্দান্ত পারফরম্যান্সকে তুলনায় আনা হচ্ছে বিরাট কোহলির সেই ইনিংসকে। এই তুলনা অবশ্য ভুল নয়।

তারকা বিদেশির সঙ্গে আরও দু-বছরের চুক্তি ইস্টবেঙ্গলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুনঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগে যোগ দেওয়ার পর থেকে ইস্টবেঙ্গলের পারফরম্যান্স চূড়ান্ত হতাশার চলছিল। গত মরসুমে অবশ্য পরিস্থিতি অনেকটাই উন্নতি হয়েছিল। কার্লেস কুয়াদ্রাতের কোচিংয়ে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। টানা আটটি ডার্বি হারের পর অবশেষে ডার্বি জয়ের স্বাদ পেয়েছিল। দীর্ঘ এক যুগ পর সর্বভারতীয় স্তরে ট্রফিও জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। কলিঙ্গ সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। তেমনই ডুরান্ড কাপে রানার্স। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে আগের মরসুমগুলির তুলনায় বেশি ম্যাচ জিতেছে। আগামী মরসুমের জন্য তাই আরও ভালো ভাবে দল গুছিয়ে নিতে মরিয়া লাল-হলুদ শিবির। গত মরসুমে স্প্যানিশ কোচের বাছাই করা ডিফেন্ডার হিজাজি মাহের চোখ ধাঁধানো পারফর্ম করেছেন। ডিফেন্ডার হলেও গোল ভালো চেনেন। আক্রমণ ভাগকে সাহায্য করেছেন। বেশ কিছু গোলও করেছেন। তাঁকে নতুন মরসুমেও পাবে

ইস্টবেঙ্গল। তেমনই অন্য বিদেশিও নজর কেড়েছেন। আগামী মরসুমে যাতে পারফরম্যান্স গ্রাফ উর্ধ্বমুখী করা যায় সেদিকেই নজর ইস্টবেঙ্গলের। হিজাজি মাহের, সাউল ক্রেসপো, ক্লেটন সিলভা আর মাদিহ তালাল চার বিদেশি আগেই কার্যত নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। এ বার সরকারি ভাবে সাউল ক্রেসপোর চুক্তি বাড়ানো হল। ইমামি ইস্টবেঙ্গলের তরফে এক প্রেস বিবৃতিতে নিশ্চিত করা হয়েছে, আরও দুবছরের জন্য চুক্তি নবীকরণ হয়েছে ক্রেসপোর। ইস্টবেঙ্গলেই থাকতে পেরে উচ্ছ্বসিত ক্রেসপো বলছেন, 'লাল-হলুদ জার্সিতে সফর জারি রাখতে পারব। খুবই ভালো লাগছে। ইস্টবেঙ্গল আর আমার কাছে টিম নয়, একটা পরিবার। সমর্থকদের প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছি। ওদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com